শোলোকী কিস্‌সা

সম্পাদনা

মোমেন চৌধুরী
ও
জান্নাতুন আরা আহ্‌মেদ

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফাল্গুন— ১৩৭৮
ফেব্রুয়ারী— ১৯৭১

বা/এ
মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ৫০০

পাণ্ডুলিপি ঃ ফোকলোর উপ বিভাগ
প্রকাশক ঃ
শামসুজ্জামান খান

পরিচালক ঃ
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর ঃ
বাণী মুদ্রণ
১, তনুগঞ্জ লেন,
সূত্রাপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ ঃ কাজী হাসান হাবিব
মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

ভূমিকা

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম আজকাল বহুল প্রচলিত হলেও এই সংগঠনটি গ্রাম বাংলায় এক সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। মানুষ বিচার বা শালিসের জন্যে সরকারী আদালতে যেতো না। পঞ্চায়েত ছিলো তাদের শালিসের স্থান। যাঁরা বিচারে বসতেন তাঁরা প্রচলিত বিচার পদ্ধতি মেনে চলতেন। ফরিয়াদী ও অভিযুক্ত উভয়ের বক্তব্য শুনে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অথবা সম-জাতীয় কোন প্রচলিত কাহিনীর প্রেক্ষাপটে তাঁরা তাঁদের রায় প্রদান করতেন। এই প্রচলিত কাহিনীগুলো যেহেতু দরবারে শালিস করতে বসে বলা হতো, এইজন্য এগুলোকে দরবারী কিস্‌সাও বলা হয়। অন্য নামেও একে অভিহিত করতে দেখা যায়। ভাঙানী ছড়া, শেলাকী কিস্‌সা, ইত্যাদি। এই জাতীয় কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো, প্রথমে একটি শ্লোক বলা হয়। স্বভাবতই তা অনেকটা ধাঁধার আকারে আসে। সুতরাং কাহিনী দিয়ে জট ছাড়াতে হয়। বলা যায়, প্রতিটি শ্লোকের অন্তরালে এক বা একাধিক কাহিনী থাকে। সেই কাহিনীগুলো সমাজের বাস্তব ঘটনা থেকে আহরিত হতে পারে; কল্পলোক থেকেও তা উপস্থাপিত হতে পারে।

সমাজে সব চরিত্রের লোক দেখা যায়, ভালো-মন্দ মিলিয়ে। এখানকার কাহিনীগুলোর মূল ভিত্তি হলো সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ। শেষ পর্যন্ত ভালো মানুষটি রক্ষা পায়; শাস্তি পায় মন্দ লোকটি। সুতরাং এদিক দিয়ে এগুলোকে নীতিকথাও বলা যায়। চোরের স্বভাব চুরি করা। ভালো জিনিস দেখলে তা হস্তগত করা তার মজ্জাগত। নিজের আত্মজা ও জামাতাকেও সে রেহাই দেয় না। এ জাতীয় একটি কাহিনী রয়েছে সংকলনের দ্বিতীয় কিস্‌সায় (পৃঃ ৬—৮)। স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে স্ত্রী কর্তৃক অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ মিলনের প্রচেষ্টা চালানোর তিনটি কিস্‌সা এতে স্থান পেয়েছে। প্ররোচনাদাতা অবশ্যই তার উপপতি। কিন্তু ঘটনাক্রমে স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করায় উপপতি সকল ক্ষেত্রে ষাঁড়ের শিংয়ে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। একটি কিস্‌সায় দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীকে উপপতির মৃত্যুর কারণ বলে অভিযোগ করলে আদালতে স্বামী বাধ্য হয়ে শ্লোকের মাধ্যমে পুরো ঘটনা বলে যায়। কিন্তু বিচারক যেহেতু শ্লোকের

মর্মভেদ করতে পারেন না বিধায় স্বামীকে ঘটনার পারম্পর্য বর্ণনা করে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেন। বিচারক বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে তাকে খালাস করে দেন।

গ্রামীন মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রকাশ যেমন শ্লোকে বিধৃত, তেমনি লোক মানসের একটি দিক এই কাহিনীগুলোতে উন্মোচিত হয়েছে। এগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ। তাই সমাজ-বিজ্ঞানীদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোমেন চৌধুরী

সূচীপত্র

রংপুর

রংপুর থেকে এই ১১টি লোকজ কিস্‌সা সংগ্রহ করেছেন
জনাব এস, এম, সামীয়ুল ইসলাম। তিনি বর্তমানে
বাংলা একাডেমীতে ফোকলোর বিভাগে সহকারী
অফিসার পদে নিযুক্ত আছেন তাঁর
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম ও
ডাকঘর—বেলকা,
জেলা—রংপুর।

সার-সংক্ষেপ

এক ওঝার এক নপুংসক পুত্র ছিল। ওঝা তার পুত্রকে একটি সুন্দরী কন্যা দেখে বিয়ে দিল। কিছুদিন পর তার স্ত্রী তার পুরুষত্বহীনতা সম্পর্কে জানতে পেরে গ্রামের অন্যান্য যুবকদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা শুরু করলো। ওঝার পুত্র যখন জানতে পারলো যে তার পুরুষত্বহীনতাই তার স্ত্রীর অসদাচরণের কারণ তখন সে স্ত্রীকে ত্যাগ করলো।

কাহিনী শুরু

হোচা গাড়ির বেটি
বোচা গাড়ি,
ব্যাড়াইস ক্যান তুই
টাড়ি টাড়ি ?
ওজার ব্যাটা ভজা
মুই কি জানোঁ তুই খোজা ।।

এ্যাক জাগা সোমানটে একজোন ওজা আচিল। ওজাগিরি করি তাঁই তার অবোস্‌তা খুবে টিপটিপা[১] কচ্ছিল। ওদ্যান[২] অবোস্‌তা সে জাগাত্‌ আশপাশ আর কারোয় আচিল না।

তে সেই ওজার আচিল এ্যাকেকোনা ছাওয়া[৩]। ছাওয়াকোনা ব্যাটাও নোঁয়ায় বেটিও নোঁয়ায়[৪]। মাজ্‌গিতে[৫] তাঁই আচিল খোজা। এ্যাকেকোনা ছাওয়া। তাঁইও হইলো আরো খোজা। ওজা আবানে[৬] তার সংসার কেটা খাইবে ওজায় দিনে আইতে তারে ভাবনা ভাবে।

এই জন্যে ওজায় কল্লে কি, তার ব্যাটা যে খোজা তাক যাতে কাঁইও[৭] টের না পায় তারে জন্যে তাঁই বাচ্চা কাল হাতে ব্যাটার নাহান সাজপাতি[৮] দিয়া মানুষ কইবার নাগ্‌ল।

ওজার ছাওয়া দেইক্‌তে দেইক্‌তে ডাঙ্গর হইল। তে ওজায় সংসারটি ঠিক আইকপার[৯] বুলি অই খোজাকে এ্যাকনা সোন্‌দোর বেটি ছাওয়া দ্যাকি বিয়া দিলে।

১। ভাল, উন্নতি ২। ওরকম ৩। ছেলে ৪। নয় ৫। আসলে ৬। ছাড়া (অর্থাৎ ওঝার অবর্তমানে)। ৭। কেউ ৮। সাজসজ্জা ৯। রাখার।

আগোত[১] বেটি ছাওয়াকোনা তো আচিল ক্যাবোলে চেংড়ি বেটি ছাওয়া। সোয়ামি ক্যামোন তাক তাঁই বুজবেরে[২] পায় নাই। কেন্‌তো ক্রেমে[৩] ক্রেমে চেংড়িকোনা যকোন যোবোতি হইলো তকোন তাঁই বুজবের পাইলে তার সোয়ামি চ্যাংড়া চেংড়ি এ্যাকটাও নোঁয়ায়।

তার সোয়ামি খোজা। যোবতির মোন ভেযোন খারাপ হয়া গ্যালো। এ্যালা[৪] বুদ্দি করে কি? হাজারে হউক বিয়াস্তা[৫] সোয়ামি। উয়াক তো বাদো দিবের পায় না। ফির আরো যৈবোনের জ্বালাও সবার[৬] পায় না। কি করে? হইতে হইতে[৭] তলে তলে বেটি ছাওয়াকোনায় বুদ্দি কইরবার নাগিল তার হাউসের যৈবোন অইন্নের হ'তোত্ তুলি দেওয়া নাইগ্‌বে। নাতে তার সাদের যৈবোন এ্যামনি শুকি[৮] যাইবে। জেবনে তার সকশান্‌তি[৯] কোনোটায় হবার নয়।

দেলে

দেলে[১০]

এই কতা ভাবি সিদিন হাতে যোবোতি আলেয়া চ্যাংড়াগুলা[১১] বুলি টাড়ি টাড়ি[১২] ইতি হাতে সিতি, সিতি হাতে ইতি এই দ্যান[১৩] করি ব্যাড়বার নাগিল।

তে দিনে আইতে খোজার বউ যে এই দ্যান করি ব্যাড়ায়, খোজার কেন্‌তো বউয়ের এই চালটা[১৪] এ্যাকনাও পচোন্দ হ্‌ইলো না। মোনে মোনে খোজা বউয়ের ওপোর যারপর নাই আগ হইলো। ঠওরে ঠওরে থাকি আর এ্যাকদিন যকোন বেটি ছাওয়া টাড়ি টাড়ি ব্যাড়বার বুলি গেইচে, ঘুরি আইস্‌তে আর মোতোন খোজার বউয়ের সাতে খ্যার্‌রোত্ করি[১৫] উটি কয়ঃ

হোচা গাড়ির বেটি
বোচা গাড়ি—
ব্যাড়াইস্ ক্যান তুই
টাড়ি ট্যাড়ি?

ভাতারের এই কতা শুনি বেটি ছাওয়া কোনা কতা ফাস করি দিয়া কয়ঃ

১। প্রথমে ২। বুঝতে ৩। ক্রমে ৪। এখন ৫। বিবাহিত ৬। সহ্য করতে ৭। ক্রমে ক্রমে ৮। শুকিয়ে ৯। সুখ শান্তি ১০। মনে মনে ১১। রসিক ছেলেগুলি ১২। পাড়ায় পাড়ায় ১৩। এদিক থেকে সেদিক সেদিক থেকে এদিকে এই ভাবে ১৪। চলনটা ১৫। রাগ করে (ঝাঁঝাল স্বরে)

ওজার ব্যাটা হুজা
মুই কি জাঁনো তুই খোজা ॥

এই কতাগুলি খোজা তকোন সউগে বুজবের পাইলে।

নিজে খোজা বুলি বেটি ছাওয়াটার অদোদুর গেইত্[১] কইরবে। এই ভালো নোঁয়ায় দ্যাকি তকনে তাই বেটি ছাওয়া কোনাক তালাক দিয়া বাপের বাড়ি বুলি দিয়া নটাইল[৩]। আসোল কতা খোজা কারোয় কাচে ফাক কল্লো না।

১। অবহেলা ২। পাঠাল।

সার-সংক্ষেপ

এক ছিল চোর। চুরি করে সে তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল করে তুলেছিল। ভাল ভাল খাবার খেয়ে সে কোনদিন খারাপ খেতে পারতো না। কিন্তু একদিন রাতে চুরি করতে গিয়ে লোকের হাতে এমন তাড়া খেলো যে চুরি করাই ছেড়ে দিল।

এতে তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল এবং তার ফলে খাওয়া দাওয়ায় খুব অসুবিধা হতে লাগলো।

কাহিনী শুরু

আলুক তালুক জিউ
তে ক্যানে
খাবার চান
গরম ঘিউ ॥

এ্যাক সোমানটে আচিল এ্যাকজোন চোর। ওদ্যান চোর আর সে জাগাত্ এ্যাক জোনো আচিল না।

চোর এ্যামোন আলসিয়া আচিল দিনের ব্যালা কুট[১] ছিড়ি[২] দুকনা[৩] করেনা। তামান দিনে বিচনাত্ শুতি শুতি নিদঁ পাড়ে। আইতোত্[৪] সউগ মানুষ যকোন নিশুতি হয় তকোন সিম্নিয়া[৫] তাঁই করমা[৬] হয়া যায়।

ক্যামান[৭] ঘুট ঘুটা আঁদার[৮] হইলেও সেই আদারোত ভয় ভিত্ এ্যাক পাশা করি সেই চোর চুরি কইরবার বুলি বাইর হয়া যায়। যারা যে যে বাড়িত্ মানুষ জাগনা আচে না, সেই বাড়িত্ যায়া ঘরের মোকা[৯] কাটি চুরি করে। আর যে বাড়িত্ মানুষ জাগ্না থাকে তামার গুলার নিদঁ ঝাপেয়া[১০] চুরি করে। সেই জন্যে হইচে কি, তামান দিনে মানুষ খাটনি করে যে ওজগার কইরবার পায় না অঁই তাক এ্যাক নওজাতে[১১] ওজগার করে।

১। কুটা ২। ছিঁড়ে ৩। দুখানা ৪। রাতে ৫। সেই সময়ে ৬। কাজের লোক ৭। যে ধরনের ৮। অন্ধকারে ৯। খুটি। ১০। ঘুম পাড়িয়ে ১১। রোজগার

এই দ্যান করি ওজগার করাতে চোরের ফুটানির ন্যাকোজোকা[১] নাই।

খাবার বইস্‌লে মাচ গোস্‌তো ছাড়া ভাত তো খায়না। তা বাদে নেয়োম কইরচে ঘিউ ছাড়া ভাতে বোলায়[২] না। চোরের ফুটানি দ্যাকি কাঁইও যদিল কোনোটা কয় ত চোরে কয়ঃ—হামার[৩] কিসের ঠেকা। ওজগার করি এ্যাকনা যদিল না খাইতে পাই হামার এ্যাতো খাটনি কিসোক নাগে?

এই দ্যান ভাবে যায়—ম্যালা দিন যায়।

এ্যাকদিন হইচে কি, চোর যকোন চুরি কইরবার বুলি গেইচে। যায়া কইরচে কি, চোরে মোটা এ্যাক গেরোস্‌তো দ্যাকি সেই বাড়িতে চুরি কইর বার বুলি ঘরোত্‌ সঁদাইচে।[৪] সঁদেয়া সেই বাড়ির যতো ভালো ভালো জিনিষ আচিল তামানে ঘর হাতি না বাইর করি তামানে ঘাড়োত ফ্যালেয়া যেই সেটেই[৫] হাতে আইস্‌পে[৬] অমনি গেরোস্‌তে টের পাইচে।

টের পায়া চোরোক মাইরচে দাবাড়। চোর কুতি[৭] যায় আর কুতি না যায়। দাবড়ান খায়া চোরের শরীল হাপসি[৮] গেইচে। অলপে এ্যাকনার জন্নে চোর ধরা পড়ে—পড়ে।—শ্যাষ কানড়ে[৯] চোর জিনিসকোনার আশা বাদ দিয়া উগলা অন্তই[১০] না ফ্যালে দিয়া বাউলি[১১] কাটে দিলে দউড়।

গেরোসতো জিনিষ জানা পায়া চোরোক ধইরবার বুলি আর কোন খাতাং[১২] মাতাং করিলনা। চোর সেই ফাকে কোন রকমে দউড়াইতে দউড়াইতে আসি বাড়িত পঁচিল[১৩]।

বাড়িত পঁচি চোরের হ্যাকোর হ্যাকোর কইরতে অনেকক্ষণ গ্যালো। তিসিমিয়া[১৪] চোর এ্যাকনা ভালো হইল।

ভালো তো হইলো। কেন্‌তে[১৫] সিদিন হাতে চোর আর চুরিত্‌ যাওয়ার বুলি মাতা তোলে না। চুন্নি চুরি কইরবার বুলি যাবার কয়। চোরে কয়ঃ—মুই চুরি কইরবার যায়া মোর জেবোন পটপার[১৬] পাবার নওঁ।

১। শেষ নেই ২। হাত দেয় না ৩। আমার। ৪। প্রবেশ করেছে ৫। সেখানে ৬। এলে ৭। কোথায় ৮। কাহিল ৯। শেষমেষ ১০। সেখানে ১১। একপাশ দিয়ে ১২। চেষ্টা করা ১৩। পৌঁছিল ১৪। তারপরে ১৫। কিন্তু ১৬। হারাতে

তাতো চুম্নি কয়। চোর তয়োত খালি দল্‌দলেয়া[১] কাপে ।দুই এ্যাকদিন তো নোয়ায়। চোর তিন চাইর মাস হাতে আর চুন্নি কইরবার যায় না। আগের যে ট্যাকা পাইসা আচিল এই কয় মাসে চোরের তামান টাকা পাইসা ফুরি[২] গ্যালো।

এ্যালো খায় কি ?

কোনোটা না পায়া এ্যাত্তু[৩] চাইরটা চাউল আচিল, চুম্নি তাকে আঁদি[৪] থুইছে।

চোরে তো কোন সোমে ফিক্কা নুনে[৫] ভাত খায় নাই। গোচ মাচ তো আচিলে। তা বাদে আচিল ঘিউ। এ্যালো ফিক্কা নুনে খায় ক্যামনে করি।

সেইজন্নে ভাত খাবার বসি চোর চুন্নির কাচ হাতে ঘিউ বুলি জেদ ধরে। চোর তো ভয়োতে দোড়্‌দোড়া[৬] নাগি চুরি কইরবার যায় না। সেইজন্নে চুম্নি চোরক কয় ঃ—

আলুক তালুক জিউ
তে ক্যানে
খাবার চান
গরোম ঘিউ ॥

১। থর থর করে ২। শেষ হয়ে ৩। অল্প ৪। রান্না করে ৫। নুন ছাড়া ৬। ভয়ে অস্থির।

॥ ৩ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তির এক কুঁজো ছেলে ছিল। পিঠ কুঁজো বলে সে তাকে বিয়ে দিতে পারছিল না। ওদিকে আরেক ব্যক্তির ছিল এক অন্ধ মেয়ে। অন্ধ বলে তাকেও সে বিয়ে দিতে পারছিল না।

ঘটনা চক্রে কুঁজোর সংগে অন্ধ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়।

কাহিনী শুরু

কুল পাইলে মোর
কুঁজা পুতে
বরিয়া[১] নিতে
বুজবেন শ্যাষে ॥

এ্যাক ঠাঁই এ্যাকজোন কুজা চ্যাংড়া আছিল। তার ঘাড়োত্ এ্যামোন এ্যাকটা কুজ আছিল যে, সে কুজটা আছিল অপোসারা[২]। কুজোতে চ্যাংড়া কোকড়া নাগি ব্যাড়ায়।

দেইক্তে দেইক্তে কুজা বিয়ার ওপোযোক হইলো। কেন্তো হইলে কি হয়। কাঁহিও কুজাক বউ দিবার চায় না।
ঘটোক যে জাগাতে বিয়ার কতা জোড়ে সেই জাগার মানুষে কুজাক যকোন দেইক্পার—আইসে—তামরায়[৩] কুজাক না পচোন্দ করে।

কিসের কি কুজাক বেটি দিবে যাঁই আইসে তাঁই ওঠ ব্যাদড়ে[৪] যায়।

এ্যালা ক্যামোন হয়। কুজার বাপে দিনে অই কথা চিন্তা করে। উয়াক এ্যালা কোন বেটি ছাওয়া দিয়া গতাই।

হইতে হইতে এ্যাক জাগা হাতে এ্যাক কোন পাত্তোরির খোজ আইলো। সে পাত্তোরি দেইক্তে শুনতে আছিল গোরা দগদগা। কেন্তো দেইকতে যা। পাত্তোরিকোনা আছিল অনদো[৫]। চউক দিয়া এ্যাকনাও দেইকপার পায় নাই।

অনঠারে অনঠারে[৬] কোনভাবে চলাফিরা কইরবার পাচিল।

১। বরণ করে ২। বিরাট ৩। তারা ৪। ঠোঁট উল্‌টিয়ে ৫। অন্‌ধো ৬। হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে।

এ্যাকদিন ঘটোকের হাতায়[১] এই খবোর যকোন আসি কুজার বাপের কাচে আসি পঁচিল, তকোন কুজার বাপ কয়জোন নোক সুদ্দায়[২] সেই পাত্তোরিকোনা দেইকপার বুলি চলি গ্যালো।

ইতি কুজায় বাপ তো পাত্তোরির বাপের কথা শুনতে শুনতে নিরেশ হয়া গেইচে। সেইজন্নে তাঁই এ পাত্তোরির বাপেও পাত্তোরি দিবের নয় বুলি মোনে মোনে জলপোনা কইরবার নাগিল।

তে বাড়িত যাইতে আর মোতোন কাঁইও তো আর পাত্তোরি দ্যাখায় না। ওমরা[৩] খানিক খাওন দাওন করিল।

খাওন দাওন হয়া গেইলে এ্যাকনা সাঁজ লগ্গোনে[৪] বেটি ছাওয়াকোনাক নিয়া আসি এমারগুলাক[৫] দ্যাকাইল।

বেটি ছাওয়াকোনার তো ছইট[৬] ভালো। তাতে অং চ্যাহেরা ফুস্সাল[৭]। যামরা যামরা পত্তোরি দেইকপার আলচিল[৮] তামার পাত্তোরি দ্যাকি খুবে মোনোত নাগিল।

মোনোত যকোন নাগিল তকোন কিসের কি ধি ধি[৯] পাত্তোরি দেইকপে এমরা মোনে মোনে কবার নাগিল কুজার সাতে এ ওগোমি[১০] বেটি ছাওয়া কোনাক বিয়া দেওয়া নাইগবে। কেনতো বেটি ছাওয়াকোনা যে অনদো তাক এমরা টেরে পাইলে না।

ইতি অনদো বেটি ছাওয়ার ভাই বাপে মোনে মোনে কবার[১১] নাগিল ঃ এ্যাতো কাল বাদে ওমরা যকোন বেটি ছাওয়া অনদো বুলি ধইরবারে পাইলেনা তে এ বিয়া আর দেরী করা হবার নয়।

এই বুদ্দি না পাকে[১২] তকোন পাত্তোরির বাপে পাত্তোরের বাপেক কয় ঃ আমার বেটি কোনাক যে দেইকলেন তাক পচোন্দ হইলো না, না হইলে এ্যালা হামাক ভাংগি কন।

পাত্তোরের বাপে কয় ঃ কইনা[১৩] তো হামার পচন্দ হইচে, তে তোমরা পাত্তোর দেইকপেন[১৪] নাকি সে কথা হামাক কন ?

পাত্তোরির বাপে কয়ঃ পাত্তোর হামরা আর দেইকপার নই। পাত্তোরি পচোন্দ হয়া থাইকলে তামরা বইঠোক কইরবার পান।

১। ঘটকের দ্বারা ২। লোকসহ ৩। ওরা ৪। লগনে অর্থাৎ সময়ে ৫। এদেরকে ৬। চেহারা ৭। ফর্সা ৮। এসেছিল ৯। এক দৃষ্টে দেখা ১০। রূপসী ১১। বলতে ১২। ঠিক করে ১৩। কনে ১৪। দেখবেন।

দুই এ্যাকদিন বাদে বইঠোক[১] হইলো। সাতে সাতে বিয়ার দেনৌ ধাইরাজ্জে হইলো। কুজা আর কুজার বাপের ক্যাদরাংগি[২] কাঁই[৩] দ্যাকে। সেইজন্নে মোনে মোনে কয়ঃ এদ্দিন হাতে কেউ বোলে পাত্তোরি দ্যায়না। এ্যালা যেন দ্যাকে কতো সোনদোর পাত্তোরি জোগাড় করচি।

এই কথা কয়া পাত্তোরির বাপে অংচং এরসাত পাত্তোর সাজে বিয়া কইরবার বুলি পাত্তোরির বাড়ি মুকে চলি গ্যালো।

সাতে আচিল ঢুলি। পাত্তোরের বাপে তামাক কয়া দিলে ঢোলাত বাজনা তোলো—কুল পাইলে মোর কুজা পুতে ঢুলি তামান দিনে খালি অই বাজনায় বাজায়? ইতি পাত্তোরির বাপ কান আড়ে দিয়া ঢোলের বাজনা শোনে। ঢোলখালি কবার নাইগচে—কুল পাইলে মোর কুজা পুতে। ঢোলের বাইজ শুনিয়া পাত্তোরির বাপে কবার নাগিলঃ কি এমরা বুজিল মোক ঠগাইল। সেইজন্নে তাঁইও যায়া তার দলের ঢুলিক হুকুম দিলে বাজান, বরিয়া নিতে বুজবেন শ্যাষে। তকোন ইাদিস্কার ঢুলি বাজনা তুলিল ঃ বরিয়া নিতে বুজবেন শ্যাষে। সোমানে সোমানে পাল্লা। এ্যাকজোনের ঢোলে কয়ঃ

কুল পাইলে মোর
কুজা পুতে
ফির আর এ্যাকজোনের ঢোলে কয় ঃ
বরিয়া নিতে
বুজবেন শ্যাষে।

পাত্তোরের বাপে পাত্তোরি পইক্কের[৪] ঢোলের বাজনা শুনিল। কেনতো শুনিয়া তাঁই কত্তাটা পত্তেকে[৫] কল্লেনা।

মোনে মোনে খালি কয়ঃ হামরা তো পাত্তির দ্যাকি বিয়াত মত দিচি তে বরিয়া নিতে হামরা আরো কি বুজমোঁ। সেইজন্নে ওমরা পাত্তোরির দিককার ঢোলের বাইজোক[৬] তলোত[৭] ফ্যালবার বুলিয়া খালি বাজবার নাগিল—

কুল পাইলে মোর
কুজা পুতে।

এই দ্যান পাল্লাপাল্লি করি যকোন বাজনা বাজা হয়া গ্যালো তকোন বিয়া পড়বার বুলি পাত্তোরোক নিয়া আসি বসাইল। দোন পইক্কের তো এ্যাক ধেরান কতা। বিয়া ফসকি গেইলে আর জুটবার নয়। সেইজন্নে

১। আলোচনা ২। বাহাদুরি ৩। কে ৪। পক্ষের ৫। বিশ্বাস ৬। বাজনাকে ৭। নীচে।

কল্লে কি পত্তোরি তরোন্দের মাইনষেরা আর এ্যাক নাও দেরী না করি সেই কুজার সাতে অনদো বেটি ছাওয়া কোনার বিয়া পড়ে দিলে।

বিয়া খকোন হয়া গ্যালো তকোন কুজার পইক্কের নোকেরা হাইসতে হাইসতে পাত্তোরিক নিবার জন্নে বাড়ির ভেতরোত্[1] চলি গ্যালো।

কেনতো কইরবার[2] ধরি দ্যাকে পাত্তোরির এ্যামোন স্যামোন দোষ নোঁয়ায়। বেটি ছাওয়া কোনা এ্যাকেবারে—জলমের[3] অনদো।

আর কি করে। কাঁইও আর কাকো দুষপার[4] পায় না।

ঢুলিরা তাওশি[5] ঢোল বাজবার নাগিল ঃ

কুল পাইলে মোর
কুজা পুতে
বরিয়া নিতে
বুজবেন শ্যাষে ॥

১। ভিতরে ২। বরণ করতে গিয়ে ৩। জন্মের ৪। দোষ দিতে ৫। অনবরত

॥ ৪ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক ছিল চোর। সে তার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে জামাই বাড়ীতে এসেছে বেড়াতে। কিন্তু চোরের ধর্ম যাবে কোথায়। জামাইএর ঘরে অনেক জিনিসপত্র দেখে সে লোভ আর সামলাতে পারলো না। রাতের আঁধারে সিঁদ কেটে সমস্ত মালামাল নিয়ে বাড়ী চলে এলো।

এদিকে সকাল বেলা চুরির খবর নিয়ে জামাই শ্বশুর বাড়ীতে এসে দেখে তারই চুরি যাওয়া সব জিনিসপত্র। জামাই কিছু বোঝার আগেই চোর বুদ্ধি করে বলে উঠলো যে সে যদি গতকাল জামাইএর বাড়ীতে না যেতো, তাহলে ফেরার সময়ে পথে চোরের সঙ্গেও দেখা হতো না আর চুরি যাওয়া মালামাল ও ফেরৎ পাওয়া যেতো না। জামাই চোরাই মাল ফেরৎ পেয়ে খুশী হলো এবং মালামাল নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

কাহিনী শুরু

চোরের নাই ধরোম[১]
পাইকের নাই শরম।

এ্যাক জাগাত আচিল এ্যাক চোর। চোর তাঁই এ্যামোন স্যামোন[২] চোর নোঁয়ায়। চুরি কইরতে কইরতে তাই এ্যাতো ট্যাকা পইসা জমো[৩] কইরচে তাতো যেটেই যেকনা[৪] ভালো জিনিষ দ্যাকে, তারে ওপরোতে[৫] তাঁই নোব[৬] করে। নোব করি তাঁই খালি অপত্[৭] পায় না, সেই জিনিষ কোনা যতক্ষণে চুরি কইরবের না পাইবে— ততক্ষণ তাঁই সেই জিনিষের উন্ঠারে উন্ঠারে[৮] থাকে।

চোর গেল একদিন তার বেটির বাড়ী। ক্যাবোল বেটিক বিয়া দিচে। বেটি—জামাইর অবোস্তা খুবে ভালো।

চোর ইয়্যার আগোত্ আর কোনদিন বেটির বাড়ীত্ যায় নাই।

সেইদিনে তাঁই গ্যালো পোরথোম[৯] জামাই বাড়ীত্ আচিল। নয়া শওর[১০] নয়া জামাইরা বাড়িত্ আইলচে দ্যাকি তকনে তাই ইতিউতি

১। ধর্ম ২। যেমন তেমন চোর নয় ৩। জমা ৪। যেখানে যেটুকু ৫। উপরে ৬। লাভ ৭। অবসর ৮। সেই খোঁজে থাকে ৯। প্রথম ১০। শশুর।

দাপাদাপি করি ব্যাড়েয়া[১] নানা পোরকারের[২] খাবার খাইদ্দো জোগাড় করি আনিল্। জোগাড় করি আনি সেইগ্লা জাতের জাতের[৩] যকোন আঁদা বাড়ি[৪] হইলো তকোন বেটি কল্লে কি যতো ভালো ভালো থালি[৫] সোরা[৬] আচিল সদুক[৭] হাতে সেইগ্লা তামানে[৮] না বাইর করি বাপোক্ লিয়া খায়া সেইগ্লাত[৯] করি খাওয়ান দাওয়ান করাইল্।

বাপে খায় আর বেটির বাড়ির এইগ্লা[১০] দেইক্পার নাগিল্। এ্যাতো জাতের জাতের জিনিষ তাই জেব্নেও[১১] দ্যাকে নাই। চোরে কিসের কি খাইবে, জিনিষ জানা দ্যাকি তার খুবে নোব হইলো। চোর আগোতে বাড়ি আইস্পে না থাইক্পে সিগলা[১২] কোনোটায় কইলে না। বেটি আর জামাই এ্যাদ্দিন বাদে বাপোক পায়া তো খুবে খুশি। খাওয়া দাওয়া করি তামরা জিনিষ জানা ভালো করি টাংড়িলে না[১৩]।

চকির তলোতে সউগ জিনিষ জানা আকিল[১৪]। চোর ঘরোত্ থাকি সউগ দ্যাকি নিলে। দ্যাকি না নিয়া তাই বাড়ি আইস্পার বুলি ছটাং পটাং[১৫] নাগে দিলে।

জামাই আর বেটি থাইক্পার জন্নে জেদবাদ[১৬] নাগে দিলে।

কেন্তো অঁই খালি কয়ঃ মুই থাইকপারে পাবার নঁও[১৭]। মোর বাড়িত্ সাত অকম[১৮] কামের ভ্যাজাল আচে। এমরা যে এ্যাতো মোতে জেদ করে তাতো[১৯] চোরের অই এ্যাকে ধেরান[২০] কতা। কি আর করে? এ্যাক জোন না থাইক্লে ফির এ্যাকজোন বেন আটকায় ক্যামোন করি। সেইজন্নে এমরা পান তাংকু খিলি[২১] উয়াক বিদেয় করি দিলে। চোর ঘর হাতে বারবার সোমে[২২] আর এ্যাকবার ধিদি ধিদি[২৩] তার বেটি কোন জাগাত্ বাসোন কোসোন আইক্চে[২৪] তাকে দ্যাকি তাঁই ঘর হাতে[২৫] বাইর হয়া গ্যালো। জামাইর ঘর হাতে চোর বাইর হয় মিচায় মিচায়। এ্যাকদিক বুলি ভন ভন করি খাবার নাগিল।

১। বেড়িয়ে ২। প্রকার ৩। পৃথক পৃথক ৪। রন্ধন কার্য ৫। থালা ৬। বাটি ৭। সিন্দুক ৮। সব ৯। তাতে (সেগুলোতে) ১০। এগুলো ১১। জীবনেও ১২। সে কথা ১৩। গুছিয়ে রাখল না ১৪। রাখল ১৫। ছটপট ১৬। জেদ ১৭। পারব না ১৮। রকম ১৯। তাতে ২০। এক রকম ২১। খাইয়ে ২২। বের হওয়ার সময় ২৩। খুব ভাল ভাবে ২৪। রেখেছে ২৫। হতে।

অলপে এ্যাকনা[১] যায়া তাঁই জামাইর এ্যাতো এ্যাতো মালামালের কতা আর তার নোব সামলিবারে পাইলে না।

চোর তকোন কল্লে কি এ্যাতো এ্যাতো মালামালের নোবে জামাইর বাড়ী চুরি কইরবের বুলি ফির ঘুরি তার বাড়ির দিকে আইলো। আসিয়া জামাইর ঘরের সাতে এ্যাকনা বিষকাটাইলের[২] পাগার[৩] আচিল, সেই পাগারোত্ বসি অইলো[৪]। বিষকাটাইল বাড়ির এই যে এ্যাতো ঝাকে ঝাকে মশা, দোনে দোনে[৫] চোরের গাওত[৬] পইড়বের লাগিল, তাতো চোরের এ্যাকনা হ্যাত ক্যাত নাই[৭]। নিচুম[৮] মারি ঘরের জলকি[৯] দিয়া দেইক্পার নাগিল বেটি আর জামাই এ্যালাও নির্দ আইলো না, না আইলো।

দোনো কোনা ক্যাবলে গ্যাভ়ড়া-গ্যাভড়ি[১০]। তাতে হইছে নউতোন[১১] বিয়া। বিচনাত্ শুতিয়াও তামার নিদঁ আইসতে মিল্ত অনেক কোনা সোমায় লাগে।

বার হাতে[১২] জলকি মারি[১৩] চোর তার জামাইর আর বেটির তামানে দ্যাকে। মশার জালাতন। বেশি নইড়বারো পায় না। দুই হাত দিয়া খালি গাও কচলা কচলি করে।

হইতে হইতে একবার যকোন দ্যাকিল বেটি আর জামাইর নিছুরত্[১৪] মারি নিঁদ আইলচে[১৫]। আর ঘরের ন্যাম্প[১৬] নিবি গেইচে[১৭], তিসিন্নিয়া[১৮] চোরে কল্লে কি ধেরে ধেরে বিষকাটাইল বাড়ি হাতে না বাইর হয়া আসি জামাই বেটির ঘরের পিড়ালিত্[১৯] সিং খুড়িল। সিং খুড়িয়া ঘরের মাজিয়াত্[২০] না উঠিয়া চোরে কল্লেল কি এ্যাক এ্যাক করি জাতিজুতি যতো মালামাল আচিল তাবোদ ভাড়া কোড়ায়[২১] বাইর করে নিলে বেটি আর জামাইর তখোন নিঁদোত্ ভেলটি[২২] গেইছে। এ্যামোন নিদ আর

১। অল্প একটু ২। এক প্রকার গাছ ৩। জঙ্গল ৪। থাকলো ৫। বেতের তৈরী গোল ধামার মতো ৬। শরীরে ৭। কোন কথাবার্তা নাই ৮। নিশ্চুপ ৯। জানালা ১০। অল্প বয়সী ১১। নতুন ১২। বাহির হতে ১৩। উঁকি মেরে ১৪। নিশ্চুপ (গভীর অর্থে) ১৫। এসেছে ১৬। ল্যাম্প বা কুপি ১৭। গেছে ১৮। তারপরে ১৯। ঘরের ভিটিতে ২০। মেঝেয় ২১। সব বাসনপত্র ২২। অচেতন।

গেইচে যে, ওমরা তাক কবারে পাইলে না। ওমারের বেন দোষ কি, নিদোত্ আর কোন মাইনসের হুশ থাকে।

পরের দিন বেটি আর জামাই উটি দ্যাকে, ঘরের পিড়ালিত্ শিং দেওয়া। ঘরের মাজিয়াও শোংশোংগা[১]। ঘরের মাজিয়াত্ যিগ্‌লা মালামাল আচিল, সিগ্‌লার এ্যাকনাও তো নাই, নাই। গালাত্[২] হাতোত আর কানোত্ যেকনা যেকনা সোনা বানা আচিল তারো এ্যাক মিনশাও[৩] নাই।

কিসের কি ওমার খাওয়া দাওয়া, এ্যাতো মালামালের শোকে ওমরা কাইদবের[৪] লাগিল। এ্যামোন স্যামোন কান্‌দোন নোঁয়ায় মাটিতে গউড় পাড়ি[৫] ডুকরিবার নাগিল[৬]।

ওমার ডোকরা ডুকরিতে গেরামের মানুষ জড়ো হইলো। যামরা জানে না, তামরা মোনে কইরবের লাগিল, বিয়ানা উটিয়া চেংড়াটায় বুজিল কিবা দোষ পায়া উয়ার বউয়োক ধরি ডাংগাইচে[৭]।

কাঁইও আর কোনোট্টা মোনে করি বিয়ানায় ওমার বাড়িত্ দউড়ি আইলো।

আসি যকোন দ্যাকে ওমার বাড়ি চুরি গেইছে তকোন তামরাও এটা ওটা কয়া দুক্কো[৮] কইরবের নাগিল। চেংড়ার সেদ্যান[৯] হাতা মাতা[১০] কাঁইও আচিল না। এ দ্যান[১১] বেপোদের সোমে কাঁই এ্যালা তোক এ্যাকটা ভালো পরামশ দ্যায় সেইজন্নে চেংড়া ভাবনাত্ পড়িল। চেংড়ার ভাব দ্যাকি দুই এ্যাকজোনে কবার লাগিল : তুই চেংড়া মানুষ, ইয়ার কিবাবেন বুজিস্, আর কিবাবেন করবু। উগ্‌লা ভালো নোঁয়ায়, তুই যায়া তোর শইষরোক[১২] ডাকে আন। তাঁই আসি ইয়ার কি করা নাগে আর কি করা না নাগে, সেইগ্‌লা এ্যালা কইরবে! চেংড়া বুঝি দ্যাকিল্, এই ভালো কতা। শ্বশুর না হইলে ইয়ার কোঁনয়[১৩] হ্যাস্তো ন্যাস্তো হবার নয়। সেইজন্নে চেংড়ায় কল্লে কি, তক্‌নে তক্‌নে[১৪] অই

১। একেবারে শূন্য ২। গলায় ৩। এক টুকরাও ৪। কাঁদতে ৫। গড়াগড়ি দিয়ে ৬। চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো ৭। মেরেছে। ৮। দুঃখ ৯। সে রকম ১০। গুরুজন ১১। এইরূপ ১২। শ্বশুরকে ১৩। কিছুই ১৪। তখনই।

অইদ্যানে[১] নান্ডা মুন্ভায়[২] শ্বশুরবাড়ি মুকে ঘাটা[৩] ধরিল। ইতি হইচে কি, চোর চুরি করি জিনিষ জানা ভাঁয়[৪] যকোন বাড়ি বুলি আইলো, আইস্তে আর মোতোন চোরের বেটি ছাওয়ায় চোরের জিনিষ জানা দ্যাকি কবার নাগিল্ ঃ তোমরা চোর হইলেন বুলি, তোমার এ্যাকনাও কি ধরমের জাত নাই।

চোরে কয় ঃ কিসোকতে[৫] আরো ধরমের কতা কইস্? এ্যাদ্দিন হাতে এইগ্লা খায়া এইগলা পিঁদিয়া[৬] ডাংগোর হলু, আর কুনদিন বেন কবরোত্[৭] যাইস্, আইজকা ক্যান এ কতা কইস?

চোরের বউয়ে কয় ঃ তারো উদ্দিশ আচে। চোরে কয় ঃ কি উদ্দিশ, তাক না কইলে মুই বোঁজো আরো ক্যামোন করি? বউয়ে কয় ঃ আইজকা তোমরা বেটি জামাইর বাড়িত্ ব্যাড়বার বুলি গেইচলেন্. নেশ্চয় নেশ্চয় তোমরা আইজ তামারে ঘর চুরি করি আইলচেন। চোরে কয় ঃ তাক বুজলু[৮] ক্যামোন করি? চোরের বউয়ে কয় ঃ আইজ চুরি করি--তোমরা যে এ্যাতো এ্যাতো মালামাল নিয়া আইল্চেন, তার ভেতরে কয় পদ জিনি্ষ তার সঙ্গি দ্যায়। বেটিক বিয়া দিবের সোমে ইগ্লা হামরায়[৯] তোক বানে[১০] দিচি।

এই দ্যান দুই এ্যাক কতাতে চোর আর চোরের বউয়ের মইদে খটরামোঁ বাজে। চোর কয় ঃ নোঁয়ায়। চোরের বউয়ে কয় ঃ ইগ্লা তাবোদে বেটি আর জামাইর জিনিষ। ওমরা দুই ঘাপুতে[১১] যকোন এই দ্যান খটারামোঁ[১২] করে এ্যামোন সোমে সেই জাগাতে জামাই আসি হাজুর হইলো।

জামাইকে দ্যাকি ওমরা তো মালামাল আর ছাপে থুবের[১৩] পায়না। এমরাও জামাইক দ্যাকি আহাম্মোক। অঁইও[১৪] শাইষরের[১৫] বাড়িত্ নিজের জিনিষ দ্যাকি আহাম্মোক। জামাইর বাড়ি হাতে নিজে চুরি করি এইগ্লা সউগ মালামাল আইন্চে, তাক কইলে ক্যামোন হয়, সেই জন্নে শইষরে জামাইক বুদ্দি করি কয় ঃ বা[১৬] মুই না থাইক্লে তোর আইজকা বেষোম[১৭] বেপোদ[১৮] হইলো হয়। যদিল মুই আইজ তোর বাড়িত্ না গেনু হয় তো

১। ওইভাবে ২। সাজসজ্জাহীন ভাবে ৩। রাস্তা। ৪। সহ ৫। কি জন্য ৬। পরিধান করে ৭। কবরে ৮। বুঝলে ৯। আমরা ১০। তৈরী ১১। দুই জনে ১২। কথা কাটাকাটি ১৩। লুকিয়ে রাখতে ১৪। সেও ১৫। শ্বশুরের ১৬। বাবা অর্থাৎ জামাই ১৭। ভীষণ ১৮। বিপদ।

হইলে ঘাটা দিয়া আইস্‌তে চোরে ধইরবার পানু না হয় আর তোমার এ জিনিষ জানাও নিয়া আইস্‌পার পানু না হয়। ভাগ্যে মুই তোমার বাড়িত্ গেচনু।[২]

জামাই মোনে করিল, হবারো পারে। নাতে শইষরে কি আর জামাইর বাড়ি চুরি করে। শইষরের কতা শুনি জামাই কুলকুলা[৩] হইলো। শইষরের কাচ হাতে সউগ জিনিস তাঁই বুজি নিয়া বাড়ি মুকে অওনা[৪] দিলে।

এই জন্নে মাইন্‌ষে কতাতে কয় ঃ

চোরের নাই ধরোম
পাইকের নাই শরোম।

এ্যাক গেরামোত্ আচিল এ্যাকজোন পাইক। পাইকারী করতে করতে তার এ্যামনে আদোল[৫] হইচে, যাকে যে কতা কয়, সেই কতা না শুন্‌লে অঁই চটচট করি যেটা পায় সেইটায় কয়। এ্যামোন কি জামাইকো ছাড়ে না।

১। পারতাম না ২। গিয়েছিলাম ৩। আনন্দে গদগদ ৪। মওনা স্বভাব।

সার-সংক্ষেপ

এক কাঁকড়া আর এক কাক। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। কাঁকড়া বাস করে পানিতে আর কাক বাস করে ডাঙ্গায়। বন্ধুত্ব হলেও কাকের বড় ইচ্ছা সে কাঁকড়াকে খায়। এইজন্য সে একদিন কাঁকড়াকে অভয় দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে এলো সুখ-দুঃখের কথা বলার জন্য। কাঁকড়া ডাঙ্গায় এলে কাক তাকে ঠুকরিয়ে হত্যা করলো এবং খেয়ে ফেললো।

কাহিনী শুরু

কাকড়ার জিউ যায়
কাউয়ায় বোলে মজাক করে ॥

এ্যাক জাগাত্ আচিল এ্যাক কাউয়া আর এ্যাক জাগাত্ আচিল এ্যাক কাকড়া। তামরা দোনো জোনে মিতা পাতাচিল। তামরা দোনো জোনের এই সেই মিতা নোঁয়ায়। খুবে ভালো মিতা।

কাকড়া
থাকে
পানির
তলোত্

আর কাউয়া থাকে গাছের ওপরোত্।
কি সোন্দোর মিতা।

কাউয়া তামান দিনে এ ডাল হাতে ও ডালোত্ উড়ি যায় আর মোনে মোনে কয় ঃ আইজকা না পাঁও, কাইলকা না পাঁও, এ্যাকদিন না এ্যাকদিন নেশ্চয় নেশ্চই মুই কাকড়ার গোস্তো খাইম[১] তে খাইম। কাকড়ার সাতে ইয়ারে জন্নে মুই দোস্তো পাতাইচোঁ[২] নাতে উয়ার সাতে মোর আর কি সাগাই আনা[৩]। কাকড়ার মোনোত্ কেন্তো এ্যামোন কোনায়

১। খাবো ২। পাতিয়েছি ৩। বন্ধুত্ব

বজ্জাতি নাই। তার দেল খুব সাদা। কাউয়া আসি তাই যকোন দোসতো দোস্তো বুলি হাংকার ছাড়ে সাতে সাতে অঁই ভুস্সুত করি ভাসি ওটে আর তার ডাকোত্ জওয়াব দিয়া ভুস্সুত করি ফির ডুবি যায়।

পত্তায় পত্তায় কাউয়া আর কাক্ড়ার এইদ্যানভাবে দ্যাকা হয়। কেন্তো কাকড়াও আর সুকানোত্[2] আইসে না, কাউয়ারও আর মোনের আশা পুরা হয় না।

এইদ্যান করি ম্যালা দিন যায়।

কাউয়া খালি ছোগ্বোগায়।[3] হইতে হইতে কাউয়া এ্যাকদিন ফন্দি করি কাকড়ার বোগলোত যায় আর দোস্তো দোসতো বুলি হাংকার ছাড়ে। ডাক শুনিয়া কাকড়া মাটি খাওয়া বাদ দিয়া ভস্লাত করি ভাসি ওটে। উটি তাঁই কাউয়াক কয়ঃ কিসোক[4] ডাকান দোস্তো। তোমার শরীল আইজকা ক্যামোন আচে?

কাউয়ায় কয়ঃ দোস্তো মোর শরীল ভালোয় আচে। কেন্তো এ্যাকটা কতা, ম্যালা দিন হাতে হামার আইসা যাওয়া হয়, এ্যাকদিনো হামরা দোনো জোনে এ্যাকাস্তর[5] হয়া বসি একটা সুক-দুক্কের কতা কইনোঁ না[6]। কুনদিন কাঁইবেন[7] মরি কাঁইবেন বাচি। মরি গেইলে মোনোত্ এ্যাকটা দুক্কো থাইক্পে। তারে জন্নে কওঁ, এ্যাকেটা দিন যদিল মোর এই আবদারটা এ্যাকনা পুরা কল্লেন হয়, তে হইলে হামার দোস্তানী পুরা হইলো হয়।

কাউয়ার এই কতা শুনি কাকড়ায় কয়ঃ তোমার য্যামোন হাউস্[8] মোরো সেইদ্যানে হাউস্। দোসতো কেন্তো এ্যাকেটা মোর ভয়। কাউয়ায় কয়ঃ কিসের ভয়? কাকড়ায় কয়ঃ জাতে জাতে না বুন্লে বোলে পিরিত্ জমেনা দোস্তো!

কাউয়ায় কয়ঃ উগ্লা নোঁয়ায়। মোন দুরবোল[9] করেন না। হইনা পুড়ি[10] হামরা দুই জাইত্ হামার আদোদ্[11] নষটো হবার নয়।

কাকড়ায় কয়ঃ কতা দ্যান?

কাউয়ায় কয়ঃ কোন কতা?

কাকড়ায় কয়ঃ কোন আরো কতা? তাক[12] বুজলেন না? কাউয়ায়

১। হুংকার ২। শুকনো জায়গায় ৩। উৎকণ্ঠিত ৪। কি জন্যে ৫। এক সঙ্গে ৬। বললাম না ৭। কে যে ৮। সখ ৯। দুর্বল ১০। হইনা কেন ১১। স্বভাব ১২। সে কথা।

কয় ঃ না বোঁজো নাই। বুজলে আর ফির পুচ[১] করোঁ। কাকড়ায় কয় ঃ না বুজি থাকেন তে কওঁ। কতা হইলো তোমাক দিয়া যেন মোরে কোন ক্ষতি না হয়। আর মোক দিয়ে যেন তোমাক ক্ষতি না হয়।

কাউয়ায় কয় ঃ তোমার কোনায় ভয় নাই। মুই ইয়াক কিড়া কাড়ি কবার পাও[২]। কাকড়ায় কয় ঃ তে তোমার সাতে দ্যাকা কইরতে মোর কোনায় ভয় নাই। কাইল্‌কা বিয়ানা[৩] আইসেন হামরা এ্যাকান্তর হয়া আওবাও কাইড়মো। কাকড়ার কথা শুনি কাউয়া সিদিন ঘুরি যয়। ঘুরি যায়া তাই কোন রকমে আইত্‌ কোনা কাটায়। আইত্‌ কোনা ফুস্মাল হইতে আর মোতোন পরদিন বিয়ানা উড়ি যায়া কাউয়া কাকড়াক ডাকায়। কাকড়া আর কোনোটা মোনে না করি কাউয়ার কাচে আইসে। কাকড়ার গাও দ্যাকি কাউয়ার মোনোত্‌ বজ্জতি ভাসে, তাই এ্যাকটা কাউয়ার গওয়োত্‌ ঠোক্কোর মারে। কাক্‌ড়ার গাও খুবে শক্‌তো। সেই ঠোক্কোরাত্‌ তার গাও ট্যারা না হইলো। কাকড়ায় খুবে দুক্কো পাইলো। তাতে তার জেবোন যায় যায়—কেন্‌তো কাউয়া খালি ঠোকরায়। কাকড়ায় কয় ঃ আউ[৪] দোস্‌ত তোমরা ওব্যান[৫] করেন ক্যান, মোর যে জেবোন যায়।

কেন্‌তো কাউয়ায় তাতো ঠোকরায় আর কয় ঃ আউ দোস্‌ত মুই[৬] দাহোন মজাক করোঁ। এইদ্যান কইরতে কইরতে কাউয়ায় কাকড়াক মরি ফ্যালাইল। এতোদিনে কাউয়া কাকড়া খায়া তার মোনের বাসোনা পুন্নো[৭] করলো।

১। জিজ্ঞাসা ২। বলতে পারি ৩। সকাল ৪। এই ৫। ওরকম ৬। আমি ৭। পূর্ণ

সার-সংক্ষেপ

এক ছিল জোলা। তার বাড়ীর পাশে থাকতো এক খোঁড়া। খোঁড়ার চেহারা সুন্দর। তাকে দেখে জোলানীর মন আকৃষ্ট হয়। সে জোলার অবর্তমানে প্রায়ই খোড়ার বাড়ীতে গিয়ে তার সংগে সময় কাটিয়ে দেয়। এতে জোলার সন্দেহ হয়। একদিন হাটে কাপড় তৈরী করে বেচতে নিয়ে যাবার জন্যে জোলানীকে সে সুতা কাট্‌তে বলে। জোলানী সুতা না কেটে খোঁড়ার বাড়ীতে গিয়ে গল্প করতে থাকে। জোলা তাকে খোঁড়ার বাড়ীতে দেখ্‌তে পেয়ে প্রহার করে। তারপর থেকে সে আর খোঁড়ার বাড়ীতে যায় না।

কাহিনী শুরু

কাম না কাটোন
দ্যাকি আইসোঁ যায়া
খোড়া নাংগের হাটোন ॥

এ্যাক জাগাত্‌ আচিল্‌ এ্যাকজোন জোলা আর সেই জোলার বাড়ির সাতে আচিল এ্যাক জোন খোড়া। খোড়া হাইট্‌পের সোমে খোড়েয়া খোড়েয়া হাইট্‌লে কি হয়, খোড়ার এ্যামোন চ্যাহেরা আচিল্‌ যে কোনো বেটি ছাওয়ায়[১] দেইক্‌লে তাই ভুলি যায়।

খোড়াক দ্যাকি জোলানীও ঠাওরি থাইক্‌পার[২] পাইলে না। কি মোতে তার সাতে পিরিত্‌ করা যায় তারে জন্নে জোলানী দিনে আইতে ভাবনা কইরবের নাগিল্‌। ভাবনা কইরতে কইরতে কি মোতে তাঁই খোড়ার সাতে পিরিত জমবার পায় তারে জন্নে দিনে আইতে চেষ্টা কইরবের নাগিল্‌।

কতাতে কয়, যার মোনোত্‌ যকোন যে চিন্‌তা চাপে, তকোন সেই কাম না হওয়াতক তার আর কোনোটায় ভালো নাগেনা। কেন্‌তো বেটি ছাওয়ায় যদিল মোনে করে ত ব্যাটা ছাওয়াক ফুস্‌লাইতে কতক্ষেণ। আইজ্‌কা এ্যাকনা ফুক ফুক করি হাইস্‌তে, কাইল্‌কা এ্যাকনা বোগলোত্‌[৩] বসি

১। মেয়ে মানুষ ২। চুপ করে থাকতে ৩। কাছে

আওবাও[১] কইড়তে[২] জোলানী আর খোড়ার মইদোত্[৩] ন্যাটপাট[৪] বাড়ি গ্যালো। কাঁইও আর কাকো ছাড়ি থাইক্পার পায় না!

এ্যাত্তু মিন্সা সোমায়ের জন্যে[৫] দুই জোন যদিল দুইজোনের কাচ ছাড়া হয় তে মোনে হয়, কত্না দিন[৬] হাতে যেন দ্যাকা সাইক্ষাত্ নাই। জোলানীর বাড়িত্ খোড়ার বারে বারে আইসাটা ক্যামোন দ্যাকায়। আর না হয় আইলো, জোলায় যদিল ছন্দে[৭] করে তারে ভয়ে জোলানী নিজে বারে বারে খোড়ার বোগোলোত্ যায়, আর হাসি মশকারীর আওবাও কাড়ি খোড়ার ড্যাক্সো বাক্সোর গুয়া পান খায়া ওট দুক্না ন্যাল ভেলা[৮] করি বাড়িত্ আইসে। কোনদিন জোলার ন্যালভেলা ওট দ্যাকিয়াও আও কাড়েনা,[৯] কোনদিন ফির ন্যালভেলা ওট দ্যাকি জোলায় কয়ঃ তুই হাঁউয়াগারো, বারে বারে গুয়া খাইস্ আর মুক ন্যালভেলা করিস্ আর মুই গুয়া কিনি আনিয়াও কি কালা চোর? মোক এ্যাক চলটি দেওয়া নাগেনা?

জোলানী কয়ঃ ফাকসা কত্তা[১০]। আইজ ত্যারো হাট হাতে বাড়িত্ গুয়া[১১] আনেন না, তার আরো বোলো কত্তা[১২]। উগ্লা আর না কন?

জোলায় কয়ঃ আইজ ত্যারো হাট হাতে যদিল গুয়ায় না নিয়া আসি থাকো তে পত্তায় পত্তায়[১৩] তোর মুক ন্যালভেলা ক্যান?

জোলানী কয়ঃ আউ, আউ[১৪]! হামার আশপশি[১৫] নাই?

জোলায় কয়ঃ আচে।

জোলানী কয়ঃ তে হইলে। তামার বাড়িত্ গেইলে তো মুই গুয়া পাওঁ।

জোলায় কয়ঃ পাইস্তো। কেন্তো যকোন খাবু, তকনে যে দ্যাকো?

জোলানী কয়ঃ যার কপাল ভালো, তাই যকনে যায় তকনে পায়।

এই কতা শুনি জোলার ক্যামোন ক্যামোন ছন্দে ঠেকিল্। তাই আর জোলানীক কোনায় কতা কইলেন না। খালি উন্ঠারে উন্ঠারে থাইকপার নাগিল। এ্যাতো মুক ন্যালভেলা কইরবার গুয়া জোলানী কটই[১৬] পায়?

১। কথা বার্তা ২। বলতে ৩। মধ্যে ৪। ভালবাসা ৫। একটু সময়ের জন্য ৬। কত দিন ৭। সন্দেহ ৮। লাল টুক টুক ৯। কথা বলে না। ১০। বাজে কথা ১১। সুপারি ১২। আরো কথা বলে ১৩। প্রত্যেক দিন ১৪। কেন, কেন ১৫। প্রতিবেশী। ১৬। কোথায়

এ্যাকদিন হাটের দিন জোলার হাতোত্ ট্যাকা পইসা নাই। এ্যাকখান কাপড় বানে না নিলে সিদিন আর তার চাউল-ডাইল কেনার উপায়ে নাই। সেইজন্নে জোলায় বিয়ানা উটিয়ায় জোলানীক হুকুম কল্লে কিছু সুতা কাইটপের জন্নে।

জোলার হুকুম মোতে জোলানী সুতা কাইটপের বুলি বসিল্। কেন্‌তো খোড়ার কথা হুক্কুত করি[১] মোনোত্ পইড়তে তার মোতোন তাই কাম কাজ অত্তই বাদ দিয়া বাউলি কাটে খোড়ার কাচোত্ চলি গ্যালো। ইতি সুতা আবানে জোলার কাম বন্‌দো হইলো। সুতা বুলি জোলানীর ঘরোত্ যায়া দ্যাকে. জোলানী নাই। ইতি ব্যালাও আর নাই। কুতি গ্যালো, উন্‌ঠারে উন্‌ঠারে[২] জোলা জোলানীক উকটিবার বুলি[৩] বাইর হইলো। য্যায়া দ্যাকে, জোলানী আর কোন ঠাঁই নাই। জোলানী সে সোমে খোড়ার সাতে আমোদেতে মাতি গেইচে। জোলা যায়া জোলানীক্ দিলে কষা দাবাড়[৪]। দাবাড়ে জোলানী খোড়ার ঘরের ভাঙ্গা ব্যাড়া দিয়া দউড় পাড়ি মাল্লেল দউড়।

জোলা সে সোমে আগোতে[৫] আংরা[৬] খায়। খোড়ার সাতে জোলানীর পিরিত জইম্‌চে দ্যাকি বাড়িত্ আসি তাই জোলানীর চুলের মুটিয়া দোন হাতে[৭] শাপটে ধরি[৮] মাইরতে মাইরতে কবার নাগিল ঃ

কাম না কাটোন
দ্যাকি আইসোঁ যায়া
খোড়া নাংগের হাটোন।

জোলানীর সিদিন হাতে খোড়ার কাচে যাওয়া বন্দ হইলো।

১। হঠাৎ করে ২। গোপনে গোপনে ৩। খোঁজার জন্য ৪। জোর প্রহার ৫। রাগে ৬। কয়লা ৭। দুই হাতে ৮। জাপটে ধরে।

সার-সংক্ষেপ

এক লোকের এক জোয়ান ছেলে ছিল। ছেলেটি অত্যন্ত বেটে হওয়ায় তাকে বেশ অল্প বয়স্ক মনে হতো। ছেলেটির বিয়ে ঠিক হলো একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি বেশ লম্বা। এত লম্বা যে ছেলেটির তুলনায় তাকে বেশী বয়স্কা মনে হতো। এই নিয়ে পাত্রী পক্ষের লোকেরা নানা কথা-বার্তা শুরু করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাক্ বিতণ্ডা শুরু হয়। ছেলেটি রাগে ফুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করে বউ বাড়ীতে নিয়ে আসে। কিন্তু মেয়েটি দেহে বাড়ন্ত হলেও বয়স বেশ কম। অল্পেই সে ক্লান্ত হয়ে যায়, সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। ফলে একদিন ছেলেটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং বিয়ের আগে পাত্র ছোট বলে যে নানী বেশী কথা বলেছিল তাকেই ডেকে আনতে বললো।

কাহিনী শুরু

কেটা কইচে ? মুই কওঁ নাই,
নানী মাওয়ে কইচে।
ডেকে আন তোর নানী মাওক।

এ্যাক জাগাত্ আচিল এ্যাক জোন জুয়ান গ্যাজরা চ্যাংড়া। কেনতো জুয়ান হইলে কি হয় ? চ্যাংড়া কোনা দেইক্তে আচিল গাটুম গুটুম।[১] যাই তাক দ্যাকে তাঁই কয় ঃ এই এ্যাক্কেবারে চ্যাংড়া মানুষ, এ্যালাও মুক চিপলে[২] দুদ বারায়।

চেংড়ার বাপ মাওয়ে তো জানে চেংড়ার বস্। সেই জন্নে তামরা চ্যাংড়ার বিয়া দিবের বুলি পাত্তুরি উকটি ব্যাড়বার নাগিল্। আইজকা এ পাত্তুরি দ্যাকে, কাইল্কা ও পাত্তুরি দ্যাকে, এই দ্যান করি পাত্তুরি উটকাইতে মিল্তে এ্যাকদিন এ্যাকনা গ্যাজড়ি চেংড়ির সাতে অই গাট্টম গুটুম চেংড়ার সাতে বিয়ার কতা পাকা পোক্তো হইল।

১ ছোট খাটো ২ টিপলে

কতা পাকা পোক্তো হইলে, এ্যাকদিন চেংড়া পাত্তোর সাজি অই চেংড়ি কোনাক বিয়া কইরবার বুলি চেংড়ি কোনার বাড়িত্ যায়া ওপোস্তিত হইলো। সগলে তকোন পাত্তোরক পাল্কি হাতে নামেয়া নিয়া যায়া খুলির মইদোত্ বসাইল।

খুলির মইদোত্ বসাইতে আর মোতোন বাড়ির ভেত্রের বেটি-ছাওয়াগুলা বাড়ির ঝোগের দুয়ারের[১] জলকি দিয়া উল্কি ভুলকি[২] মারি দেইক্পার নাগিল্। এ্যাতো অল্প বয়সের আর গাট্টুম গুট্টুম চেংড়া দ্যাকি বাড়ির ভেত্রের বেটি ছাওয়াগুলা ওরোস্ ঠোরেস্[৩] নাগে দিলে।

এইদ্যান ওরোস ঠোরোস কইরতে কইরতে চেংড়ি কোনার নানী মাজগিতে কয়া উটিল ঃ কোন আক্কেলে হামার গ্যাজড়ি চেংড়িটাক অতজল্লা[৪] পাত্তোরের হাতোত তুলি দিলে! অতজল্লা চেংড়ার সাতে ডাংগোর চেংড়িটার বিয়া দেওয়া ভালো হইলো না। ইতি বাড়ির ভেতোর হাতে বেটি ছাওয়াগুলায় এইদ্যান ওইদ্যান করি কয়। উতি বাইরা খুলি হাতে পাত্তোর কোনায় সউগে[৫] শোনে।

শুনিয়া তাঁই ক্ষেপা[৬] হয়া থাকে। আর মোনে মোনে কয় ঃ এমরা কয় কি? ইয়ার দাদনি[৭] তোলা নাইগবে। এই গাট্টুম গুট্টুম কতা তুলি বিয়ার বাড়িত্ জগল থগল[৮] বাজি গ্যালো।

কাঁইও কয় ঃ ইয়ারে সাতে পাত্তোরির বিয়া দেমো;[৯] কাঁইও কয়, উয়ার সাতে আর পাত্তোরির বিয়ায় দিবার নই। এই দ্যানে[১০] দো ঠ্যালা ঠ্যালি[১১] বাজি গ্যালো।

এইদ্যান দো ঠ্যালাঠ্যালি আর কাউটাল[১২] কইরতে কইরতে আইত্[১৩] যকোন পোয়া গ্যালো[১৪] তিসিন্নিয়া ওমার[১৫] কাউটাল আর দো ঠ্যালাঠেলির মীমাংসা হইলো।

সগলে কবার নাগিল, পাত্তোর বাড়িত্ আনি তাক আর ঘোরোত্ দিবের নই[১৬]। উয়ারে সাতে বেটির বিয়া দেমোঁ। আল্লায় কপালোত্

১। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পথ ২। উঁকি ঝুঁকি ৩। কানাকানি ৪। আতটুকু অর্থাৎ ছোট। ৫। সব ৬। ক্রুদ্ধ ৭। প্রতিশোধ ৮। গণ্ডগোল ৯। বিয়ে দিব ১০। এই ভাবে ১১। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ১২। চেঁচামেচি ১৩। রাত ১৪। প্রভাত হলো ১৫। ওদের ১৬। ফিরিয়ে দিব না।

যেটা নেইক্‌চে[১] সেইটায় হইবে। এই মোনে করি সগ্‌লে এ্যাক মত হয়া চেংড়ির সাতে সেই চেংড়ার বিয়া দিলে।

বিয়া হওয়ার পরে চেড়া সেই চেংড়িক নিয়া বাড়িত্‌ গ্যালো। যায়া সেই চেংড়ি সুদ্দায় গুজ্জরেন[২] কইরবের ধরিল। চেংড়ি কোনা দেইক্‌তে আচিল হলপলা।[৩] কেন্‌তো বস[৪] আচিল তার খুবে কম। সেই জন্নে চেংড়ি, সংসারের কামোত পাইলেও উগ্‌লা কামোত্‌[৫] মোটে পায়না।[৬] অলপে এ্যাক্‌সাতে[৭] চেংড়ি কাঁইদ্‌বের ধরে। ইয়াতে চেংড়ার ভালো নাগে না। আগের কতা আজরেবার জন্নে[৮] চেংড়ায় আগ হয়া চেংড়িক কয়ঃ কচিল কেটা? কাটিল কেটা?

চেংড়ি কয়ঃ মুই কওঁ নাই।

অরতাত্‌ মুই এ্যাকেবারে নাবালোক। মুই তোর সাথে পাবার নওঁ[৯]। এ কতা মোর নানী মাওয়ে কইচে। চেংড়া আগ হয়া কয়ঃ ডাকে আন্‌ তোর নানী মাওক। অরতাত্‌ এ্যালা তুই যকোন পাইস্‌না তকোন তোর নানী মাওকে এ্যালা[১০] ডাকে নিয়া আইসেক্‌।[১১]

১। লিখেছে ২। সংসার ৩। বাড়ন্ত গড়নের ৪। বয়স ৫। ওসব কাজে ৬। মোটেই পারে না ৭। অল্প একটুতে ৮। বলার জন্য ৯। পারিস না ১০। এখন ১১। ডেকে নিয়ে এস।

॥ ৮ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক গ্রামে এক ধনী লোক বাস করতো। তার কোন ছেলেমেয়ে না থাকায় সে পুনরায় বিয়ে করে। বিয়ের পরে দুই বউয়ের মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়ে সে ছোট বউয়ের সঙ্গে বেশী সময় কাটাতে লাগলো। এতে বড় বউ মনে মনে দারুণ ক্ষুব্ধ হতে থাকে এবং চেষ্টা করতে থাকে কিভাবে ছোট বউকে স্বামীর কাছে জব্দ করবে।

একদিন হয়েছে কি, ছোট বউ রান্না করে যেই পুকুরে গিয়েছে, অমনি বড় বউ গিয়ে তার রান্না তরকারীতে এক খাবলা লবণ দিয়ে এলো। যথা সময়ে খেতে বসে লোকটির তরকারীর এই অবস্থা দেখে সন্দেহ হয় এবং প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য সে ছোট বউকে মিছিমিছি জিজ্ঞেস করলো, তরকারীতে লবণ হয়নি কেন। বড় বউ কাছেই ছিল। সে বাহাদুরি দেখাবার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করে বললো যে আলুনা তরকারী খেতে তার কষ্ট হবে মনে করে সে ছোট বউয়ের রান্না তরকারীতে আরও লবণ দিয়েছিল। এই কথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকটি তখন বড় বউকে এমন মারা মারলো যে তারপর থেকে দুই সতীনের মধ্যে আর কখনও ঝগড়া হয়নি।

কাহিনী শুরু

চাকি দ্যাকি[১]
তরকইর মইদে[২]
ঢালিয়া দিচোঁ নুন,[৩]
আইলন্যা তরকই[৪]
পাইলে তোম্‌রা—
আঁদানিক কইরবেন খুন।[৫]

১। স্বাদ নিয়ে দেখে ২। তরকারীর মধ্যে ৩। নুন ঢেলে দিয়েছি। ৪। লবণহীন তরকারী ৫। রাধুনীকে মারবেন।

এ্যাক সোমানটে[১] এ্যাকজোন ব্যাটা ছাওয়া আচিল। সে ব্যাটা ছাওয়ার ঘ্যাম্‌নে আচিল চ্যাহেরা, সেইদানে আচিল তার ট্যাকা পইসা। খানে ভাতলা নাই। খালি আয়। গুজরেন[২] কোনা এ্যাকেবারে ঠিমি নাগা[৩]।

কেন্‌তো হইলে কি হয়—ছাওয়া-পোওয়া[৪] না থাকি ব্যাটা ছাওয়াটার মোন সউগ সোমে বালা ক্যাচায়।[৫] গুজরেনোত্‌ মোনে বইসেনা। কোন কাম কইরবের ধল্লে ব্যাটা ছাওয়াটায় কয়ঃ মোর এ্যাতো আর কিসোক নাগে। আড়িয়া[৬] নইলে তো গইল[৭] ধুয়া[৮]। তারে জন্নে আমদা[৯] খাটনি করি শরীল পটে[১০] নাব[১১] কি? বউ ধইরজো ধরা। ছাওয়া পোয়া হইবে বুনি তাঁই আশায় করে না।

কতো মাইন্‌ষে বউ থাইক্‌তে বউ করে। তামরা তো বউয়ের খোরাকি দিবের পায় না—আর তার কোনটাত্‌ নাজুক।[১২] দুই বউয়োক্‌ শোতে বসে[১৩] খিলেইলেও[১৪] না তার গুজরেনের এ্যাকনা কানিও[১৫] নইড়বের নয়।[১৬] মোনোত্‌ এইগ্‌লা কতা ঘোর ঘোরে তকোন মানুষটেয় বিয়া কইরবের বুলি ইতি উতি বেটি ছাওয়া উকটি ব্যাড়বার নাগিল। যার টাকা আচে তার বিয়া কত্তে কতক্ষেণ! ধনি মাইন্‌ষের বিয়া করার কতা শুনি বাপেরা নিজে ছ্যাচড়িয়া আইস্‌পের নাগিল।[১৭] আইজকা এ বেটি ছাওয়ার কতা কাইলকা ও বেটি ছাওয়ার কতা হইতে হইতে এ্যাকদিন মানুষটায় এ্যাকজোন গ্যাজড়ি চেংড়িক পচোন্দ কল্লে। তার পাচে[১৮] বিয়ার জিনিষ জানা তইয়ার তাগদা করি তারিক মোত তাক বিয়া করিল।

কতাতে কয়ঃ উপোসি[১৯] বেটি ছাওয়া দেইক্‌লে মুনির মোনও টলকি যায়[২০]। আর মানুষটের তো নিজের বউ। গ্যাজড়ি বউ পায়া তাঁই আগের বউয়োক ভুলি গ্যালো। দিনে আইতে তারে সাতে ন্যাগটানা[২১]। কোন সোমে আগের বউয়ের দিকি এ্যাকনা ভুলকি[২২] দিয়াও দ্যাকেনা। আগের বউ ক্যাম্যোন আচে আর না আছে।

আগের বউয়ে যদিন ত্যারো ফিরা[২৩] করি কশান আঁদি[২৪] দ্যায় তাতো

১। এক স্থানে ২। সংসার ৩। জিনিসপত্রে ভর্তি ৪। ছেলেমেয়ে ৫। মন খারাপ থাকে ৬। এঁড়ে গরু ৭। গোয়াল ঘর ৮। শূন্য ৯। শুধু শুধু ১০। নষ্ট করে ১১। লাভ ১২। অভাব ১৩। শুয়ে বসে ১৪। খাওয়ালেও ১৫। এক কানা কড়িও ১৬। কমে যাবে না। ১৭। দৌড়ে আসতে লাগলো ১৮। পরে ১৯। রূপসী ২০। গলে যায় ২১। মেলামেশা ২২। উঁকি ২৩। তের বার ২৪। ভাল করে রান্না করে।

বোলে মানুষটের মুকোত্ সে তরকই ভালো নাগেনা। আর নয়া বেটি ছাওয়াটায় দাত খ্যালটা[১] তরকইও যদিল না কড়ির[২] আগালোত্[৩] করি পাক মারি[৪] ব্যাটা ছাওয়াটার পাতোত্[৫] দ্যায় তাতো তাঁই বোলে মজা নাগে।

আগের বউ ভাতারের এ্যামোন ব্যাবোহার দ্যাকি মোনে মোনে জইল্বের নাগিল্[৬]। আগে এ্যাক দনড়োঁ[৭] তাক না দেইকলে থাইক্পের পায় নাই। এ্যালা অই[৮] হইচে দুই চউকের বিষ! বিচনেত্[৯] শুতি আগের কতা মোনোত্ তুলি বেটি ছাওয়া কোনা ফিক্রি ফিক্রি[১০] কান্দে। এ্যাতে যে ধনমাল উগ্‌লা সউগে বিষের নাহান ঠ্যাকে। চেকোন চাউলের ভাত খাবার ধল্লে গালাত্ যায়া যেন বাজে। উয়ারে জন্নে বেটি ছাওয়া পাতোত্ বসি এ্যাক গাস খায়া না খায়া হাপু ধাপু করি[১১], হাত মুক ধুইয়া আইটা মুকে[১২] সোয়ামীর কতা ভাবে। সতীনোক্ ক্যামোন করি ভাতারের কাচে খাটো করে তাকে বুলি তাঁই তামান আইতে দিনে তুলাধেনা[১৩] নাগে দিলে।

আস্তে আস্তে[১৪] দুই সতীনের ভেত্‌রোত খ্যাটমেটি[১৫] নাগি গ্যালো। কাঁইও আর কাকো দেইক্পার পায় না। ছেয়াতো সাত চোট চোটায়[১৬]। ব্যাটাছাওয়া মানুষ, কয়দিন আর ইগ্‌লা সইজ্জো করে। থাইকতে থাইক্তে তাঁই তাতি গ্যালো[১৭]। যাতে কোনটাতে খ্যাচম্যাচি না বাজে তারে জন্নে দোন জোনোক্ এ্যাকনা এ্যাকনা করি তামান কাম কাজ ভাগ করি দিলে।

কাম কাজ ভাগ করি আঁদাবাড়ি কল্লে কি উপরা উপরি এ্যাকজোন করি দুইদিন আঁইদবে, আর দুইদিন করি তাঁই আরাম খাইবে।

খাবার বসি ভালো তরকই দিয়া না হইলে ব্যাটা ছাওয়ার মাতা ছুন্নো হয়া যায়[১৮]। তারে জন্নে করে কি, যে শইত্নের পালিত্ যিদিন আঁদাবাড়ি চাপে, সিদিন তাঁই এ্যাক্না নজ্জুত[১৯] করি ভাত তরকই আঁদে। আর মোনে মোনে কয়ঃ মোর তরকই ভাত খায়া যেন মুকোত নাগি থাকে[২০]। দোন

১। দাত ভাঙ্গা। ২। কাঠের তৈরী খুন্তি ৩। খুন্তির আগায় ৪। ছুঁড়ে মারে ৫। পাতে (ভাতের থালায়) ৬। জ্বলতে লাগলো ৭। এক মুহূর্ত ৮। সে ৯। বিছানায় ১০। ডুকরে ডুকরে ১১। তাড়াতাড়ি করে ১২। এঁটো মুখে ১৩। বার বার চিন্তা করতে লাগল ১৪। দিনে দিনে ১৫। ঝগড়া ১৬। ছায়া দেখলে রেগে যায় ১৭। রেগে গেল ১৮। মাথা গরম হয়ে যায় ১৯। একটু ভাল করে ২০। যেন মুখে লেগে থাকে ।

শতিনের ইয়ারে[১] জেদ বাজি গ্যালো[২] । আঁদাবাড়িত্ কাঁইও আর কাকো হটপারে[৩] পায় না ।

বড় শতীনের পেট ফিকি[৪] যায়। উয়ার জিউ[৫] খালি আউল বাউল করে। এ্যাকদিন হইচে কি, ছোট শতীন পালিত মোত ভাত তরকই আঁদিবাড়ি আকিয়া[৬] তাই যকোন পানি আইন্বের বুলি কূয়ার পাড়োত্ গেইচে ইতি বড় শতীনে কচ্চে কি, খাবার বসি যাতে ব্যাটা ছাওয়ায় ভাত খাবার না পায়—আর আগে ত'পে[৭] যাতে ছোট শইতনোক্ ধরি মারে তারে জন্নে কচ্চে কি, নুনের মালাই হাতে এ্যাক খাপলা নুন না নিয়া তামান তরকইতে ছিটি না দিয়া অইন্নো কাম বুলি চলি গেইচে। ছোট শইত্নে ইয়াক এ্যাকনাও কবারে পাইলে না ।

ইতি ব্যাটা ছাওয়া ভাত খাবার আসি যাতে জুতে বসিল। ছোট শইত্নে আকলা আকলি করি[৮] থালিত নিয়া যায়া ভাত তরকই দিলে।

তরকই দিয়া মাকি ভাত এ্যাকে গাস[৯] যকোন মুকোত্ দিচে, নুনোতে বিতলা তরকই[১০] দিয়া ভাত গাসে আর খাবার পায় না। আঁদানি তরকইত্ এ্যাতো নুন দিবে বুলি তার পত্তেকে[১১] হইল না। সেই জন্নে অঁই বুদ্ধি কার কয়ঃ তরকইত্ নুনে হয় নাই। এ আইল্ন্যা[১২] তরকই দিয়া মুই ভাতে খাবার পাবার নওঁ। উয়ার বদোল মোক নুন দেও তাকে দিয়া ভাত খাওঁ।

সোয়ামীর কতা শুনি বড় শতীন মোনে মোনে কয়ঃ এ্যাতো নুন দিনু তাতো বোলে তরকইত্ নুনে হয় নাই। তে অঁই যে আঁদনি ফাম পাসরি[১৩] অঁই বুজিল[১৪] তরকইত্ এ্যাক মিন্সাও নুন দ্যায় নাই।

সেইজন্নে বড় শইত্নে প্রশংসা নিবের বুলি সোয়ামীর আগোত্[১৫] যায়া কবার নাগিল ঃ

চাকি দ্যাকি
তরকইর মইদে
ঢালিয়া দিচোঁ নুন,
আইলন্যা তরকই
পাইলে তোমরা
আঁদনিক কইরবেন খুন।

১। এই ব্যাপারে। ২। জেদ বেড়ে গেল ৩। পরাজিত করতে ৪। ফেঁপে যায় ৫। জীবন ৬। রেখে ৭। রেগে গিয়ে ৮। থালা পরিষ্কার করে ৯। এক গ্রাস ১০। তরকারী ১১। বিশ্বাস ১২। লবণ ছাড়া ১৩। ভুলে গিয়ে ১৪। বোধহয় ১৫। সামনে।

সোয়ামী তরকইত্ এ্যাতো নুন হওয়ার তলামলা[১] ড্যালা সিন্নিয়া বুজবের পাইলে। ভাতের পাত[২] হাতে উটি অঁই গিজরি উটি[৩] বড় বউকে ধরি কিলবার নাগিল্। কিলাইতে কিলাইতে অঁই বেটি ছাওয়াটাক আদামারি[৪] করিল। তাতো বিলায় আর কয়ঃ সেইজন্যে তরকই খাবার পাওঁ না। নুনোতে তরকই জালি গেইচে।

মাইর খায়া বড় শইতনে কবার নাগিল্, আইজকা মোক ছাড়ি দেও, এদ্যান কাম[৫] আর জেবনে কইরবের নঁও। সেই দিন হাতে দোন শতীন ঠিক হইলো। আর কোনটাতে তামরা কাজিয়া[৬] করেনা।

১। আসল ঘটনা ২। ভাতের থালা ৩। গর্জন করে ৪। আধমরা ৫। এ রকম কাজ ৬। ঝগড়া।

॥ ৯ ॥

সার-সংক্ষেপ ঃ

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর সকলে মিলে এক ব্যক্তিকে রাজ পদে বরণ করেন। অতঃপর রাজ্য পরিচালনার জন্য একজন অভিজ্ঞ দেওয়ান প্রয়োজন। তাই রাজ্যের সর্বত্র ঢোল পিটিয়ে দেয়া হলো যে, যে ব্যক্তি দেশের প্রকৃত খবর এনে দিতে পারবে, তাকেই রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হবে।

সে দেশের হালচাল উল্টো থাকায় দেশের প্রকৃত খবর কেউ দিতে পারছিল না। কেননা, যার যে কাজ নয়, সে সেই কাজ করতো বলে কারও পক্ষেই কোন কিছু সঠিক রূপে জানা ছিল না। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রকৃত খবর জানিয়ে দেওয়ান পদে নিযুক্ত হলেন।

কাহিনী শুরু ঃ

অব্যবসা দারে
ব্যবসা করে,
মাগি বয় তার হাল।
নাউয়ায়[১] মোনডোলী[২] করে
অনাউয়ায় কাটে বাল্।

এ্যাক দ্যাশোত্ এ্যাক আজা আচিল্। তাঁই বহু বচ্চোর[৩] ধরি আইজ্জো[৪] চলায়। আইজ্জো চলাইতে চলাইতে ফট্ করি এ্যাকদিন তাঁই মরি গ্যালো। আজা[৫] মরি গেইলে ফির আজা না হইলে তো হয়না। সেই জন্যে আইজ্জের তামাম[৬] মানুষ এ্যাক জাগাত্ জোটো[৭] হয়া এ্যাকজোনোক আজা বানাইল্। আজা হয়া তাঁই মোনে মোনে কবার নাগিল্, বাপরে বাপ! যে ভার মুই ঘাড়োত্ নিনু ইয়াক সমাদায়[৮] করা তো মুকের কতা নোঁয়ায়! আইজ্জোত্ হ্যানাহ্যানি ক্যাচম্যাচি[৯] হইলে তো সগ্লে[১০] মোকে দুষ্পো,

---

১। নাপিতে ২। মোড়লী ৩। বছর ৪। রাজ্য ৫। রাজা ৬। সব ৭। জমা ৮। সমাধান ৯। বিশৃঙ্খলা ১০। সকলে।

ইয়াক এ্যালা মুই করোঁ কি। নয়া আজা তামান আইতে[১] দিনে ইয়াকে[২] ভাবে।

ভাইব্‌তে ভাইব্‌তে তাঁই মোনে মোনে কবার নাগিল—মুই যকোন ভার নিচোঁ[৩] তকোন আইজ্জো তো ভালোমোতে চলায় নাইগ্‌বে। কেন্‌তো তার আগোত[৪] আইজ্জো এ্যালা ক্যামোন করি চইল্‌বের নাইগ্‌চে তারে আগোত্ মোক খবোর নেওয়া নাইগ্‌বে। হাতামাতা[৫] জানি শুনি তিসিন্নিয়া মোর মতে মোক আইজ্জো চলা নাইগ্‌বে। আইজ্জো তো অরে এ্যাত্তুকোনা নোঁয়ায়[৬]।

তামান আইজ্জের তামান জাগা ব্যাড়াব্যাড়ি কল্লো তিসিন্নিয়া আইজ্জের হাল চাল বুজা যায়।

কাঁই এ্যাকলায় এ্যাতোখানি ব্যাড়ায়। এ্যালকার[৭] নাহান সউগ্‌পাকে[৮] তকোন তো আর সুবিদে আচিল্ না। আসমান দিয়া ঘাটা ক্যানে এ্যাল-গাড়িই[৯] আচিল্ না। পাওগাড়ি দিয়া[১০] কার আর কদ্দুর হাইট্‌পের ক্ষেমতা[১১]? ক্ষেমতা না হয় হইলো, কেন্‌তো আজা যাঁই, তাঁই তো আর এইদ্যান করি ব্যাড়বার পায় না। সেইজন্নে আজায় কল্লে ভালা কি, তামান আইজ্জে তাঁই ঢোল দিলে যাঁই আইজ্জের সউগ জাগা ঘুরি ঘারে আইজ্জো কোন হালে[১২] চইল্‌বের নাইগ্‌চে তার আসোল তত্‌তো[১৩] নিয়া আসি দিবের পাইবে তাকে তাঁই আইজ্জের দেওয়ান বানাইবে।

আজার এই কত্তা শুনি এ্যাকোজোন উলকুচ[১৪] হইলো। এ্যাকটা খবোর দিবের পাইলে আইজ্জের দেওয়ান হবার পায়, ইয়াক কাঁই ছাইড়বের চায়?

সগলের মাত্তামাতি পড়িল্[১৫]। যাঁই হাইটপ্যারে পায়না, তাঁইও ছ্যাচড়ি ছ্যাচড়ি এ জাগা ও জাগা ব্যাড়বার নাগিল্। আর সগগইরে কাচে আইজ্জের হালচাল শুন্‌বের নাগিল্। যাঁই যেভাবে পাবার নাগিল সেইভাবে এ্যাক জাগা হাতে অইন্নো জাগা বুলি যাবার নাগিল্ আর মাইন্‌ষের কাচ হাতে ন'না কত্তা শুনি ব্যাড়বার নাগিল। আর ঘুরি ঘুরি আসি তামরা আজার কাচে সেইদ্যান সেইদ্যান করি কবার নাগিল্।

১। রাতে ২। এই কথা ৩। নিয়েছি ৪। পূর্বে ৫। পূর্বাপর ৬। এতটুকু নয় ৭। এখনকার ৮। চারদিকে ৯। রেলগাড়িই ১০। পা দিয়ে ১১। ক্ষমতা ১২। কোনভাবে ১৩। তথ্য ১৪। খুব আনন্দিত ১৫। সকলে যারপরনাই চেষ্টা করতে লাগল।

এ্যাতো মানুষ পর্ত্তায় পর্ত্তায় আজার কাছে আইস্‌পার নাগিল্ যে খবোর নিতে নিতে তার জাহান ফানা হয়া যাবার নাগিল্।[১] আগে আজায় নেয়োম কচ্চিল্ দ্যাশের হাইল চাইল কাগজোত্ ন্যাকি ন্যাকি[২] তার কাচে দেওয়া নাইগ্‌বে। কেন্‌তো এ্যাতো কাগোজ কাঁই পড়ে। এ্যাকনা এ্যাকনা করি কাগোজ নিতে নিতে তার আজকাচারি[৩] ভরি গ্যালো। তাতো তাঁই দ্যাশের আদোত্[৪] হাল চালের কতা জাইনব্যারে পাইলে না।

আজা এ্যাকে এ্যাকে তামান মানুষোক্ খ্যাদে দিলে।[৫] সগগইরে এ্যাতো খাটনি বরবাদ হইলো। এইদ্যান কান্‌ডো কারখানা দ্যাকি কাঁইও আর আজার কাচে দ্যাশের হাইল চাইল ন্যাকি নিয়া আইস্‌পার পায় না।

অই জাগাতে এ্যাকজোন নোক আচিল। তাঁই এই কতা শুনি কবার নাগিল্ঃ বাপরে বাপ, এই আরো ক্যামোন কতা। এ্যাতো এ্যাতো বিদ্দেন মানুষ এ্যাকজোনেও ক্যামোন দ্যাশের হাইল চাইল আজাক জানবার পাইলেনা। দ্যাকোভালা মুই এ্যাকেবার চেষ্টা করি। আজায় মোর কতাও পত্তেক[৬] করে, না, না করে। এই বুলি তাঁই দ্যাশের হাইল চাইল শোল্লোক দিয়া ন্যাকিল ঃ

অব্যবসাদারে
ব্যবসা করে
মাগি বয় তার হাল।
নাউয়ায় মোন্‌ডোলী করে
অনাউয়ায় কাটে বাল্।

এই কতা কয়টা না ন্যাকিয়া সেই কাগোজ কোনা নিয়া যায়া তাঁই আজাক দিলে।

আজা কাগোজ কোনা পড়ি তলাগলা না পায়া[৭] তকোন তাঁই সেই নোকোক ডাকে পটাইল্[৮]। আজার হুকুমে সেই নোক যকোন আজার কাছে গেল তকোন আজা তাক পুচ কইরবের নাগিল, তোমার এ শোল্লোকের ভ্যাদ[৯] কি? নোকটায় কবার নাগিল ঃ হুজুর তোমার দ্যাশের হাইল

১। জান শেষ হয়ে যাবার উপক্রম ২। লিখে লিখে ৩। রাজ কাচারি ৪। আসল ৫। তাড়িয়ে দিল ৬। বিশ্বাস ৭। হদিশ না পেয়ে ৮। ডেকে পাঠাল ৯। অর্থ।

চাইল সউগে উলটা। আজা পুচ করে: ক্যামোন? নোকটায় কয়: হুজুর তোমার এ আইজ্জোত্ যিগ্‌লা মাইন্‌ষে কোন ব্যবসা জানেনা তামরায় করে ব্যবসা। আর যিগ্‌লা বেটিছাওয়া মাগি, পর পুরুষের সাতে ওটোন বইসোন[১] করি সগ্গইরে[২] কাচ হাতে টাকা আদায় করে তামরায় আইজ জমি জাগা কিনি ভুরকুস[৩] হইচে। দ্যাশের মইদোত্ তোমার হাল ছাড়া আর কোনায়[৪] মাইনষের হাল নাই।[৫] দ্যাশোত্ ধনী বইল্‌তে অই মাগিডায় আচে। তামার ওপোর দিয়া আর কাঁইও ধনী নাই। আর দ্যাশোত্ যিগ্‌লা মোন্‌ডোল দ্যাকেন সিগ্‌লা[৬] সউগে নাপিত। নাইপতালী কত্তে কত্তে তামরা সগলে মোন্‌ডোল পইদ্দো[৭] নিয়া নাইপতালী ব্যবসা বাদ দিচে। এ্যালা যিগ্‌লাক নাইপতালী কাম কইরতে দ্যাকেন —ইয়ার এ্যাক জোনৌ নাপিত নৌয়ায়। এমরা সগ্‌লে অ-নাউয়া আর সগ্‌লে ভালো মানুষ। তোমার আগের আজা, ভালো করি ওদ্দোখোদ্দ[৮] ন্যায় নাই বুলি, মাগি আর নাপিত ধাউরে দ্যাশের মাইনষের ওপরোত মাতব্বরি করি দ্যাশের ভালো মানুষগুলাক চাইরো পাকে কষ্টো দিবের নাইগ্‌চে।

নোকটার মুক হাতে আজা দ্যাশের এ্যামোন হাইল চাইলের কতা শুনি খুবে সন্‌তোষ হইলো। তকোন তাঁই অই মানুষটাক্ আইজ্জো দেওয়ান বানেয়া আইজ্জো চলবার নাগিল্।

১। উঠা বসা ২। সকলের ৩। টাকা পয়সাওয়ালা ৪। কোথাও ৫। জমি চাষ করার যন্ত্র ৬। তারা ৭। উপাধি ৮। খোঁজ-খবর।

॥ ১০ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক বিত্তশালী বৃদ্ধ। তার প্রথম স্ত্রী মারা গেলে সে পুনরায় এক আধা-বয়সী স্ত্রীলোককে বিয়ে করে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি ভাল ছিল না। বৃদ্ধের অবর্তমানে সে উপপতি নিয়ে সময় কাটাতো। একদিন বৃদ্ধ অসময়ে ঘরে ঢুকলে তার উপপতিকে লেপের তলায় লুকিয়ে রেখে রোগগ্রস্তার মতো আই ঢাই করতে থাকে। প্রতিদিন সে একই অভিনয় করা শুরু করে এবং উপপতির সঙ্গে সময় কাটাতে থাকে। স্ত্রীকে অসুস্থ মনে করে বৃদ্ধ চিন্তিত হয়ে এক ফকিরের স্মরণাপন্ন হয়। ফকির তার স্ত্রীকে ঝাড়তে গেলে গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং বৃদ্ধ সব বুঝতে পারে।

কাহিনী শুরু

খায় দায়
বুড়ি কোকায়,[১]
বুড়ি বোলে[২] মোক[৩]
দ্যায় ঝোকায় ।।[৪]

এ্যাক জাগার মইদে আচিল[৫] এ্যাক বুড়া। বুড়ার আচিল খুবে সাইটাল অবোস্তা।[৬] সাইটাল অবোস্তার মানুষ হইলেও বুড়া আচিল খুবে ভালো মানুষ। য্যামোন হওয়া নাগে সেই দ্যান।

কারো সাতে হ্যানহ্যানি ক্যাচকেচি[৭] নাই। বেটি ছাওয়া গুলার[৮] নাহান[৯] যাই চলোন[১০]। বিয়ানা[১১] খায় আর তামান দিনে ভুঁইয়ে ভুঁইয়ে[১২] কাম কাজ করি ব্যাড়ায়। এ্যাক দণ্ডের জন্নেও বাড়িত তিষ্টি থাকেনা।[১৩]

১। বুড়ি অসুখের ভান করে ২। বুড়ি বলে ৩। আমাকে ৪। দেওয়ে ঝাকি দেয় ৫। ছিল ৬। বিশাল অবস্থা ৭। ঝগড়া ফ্যাসাদ ৮। মেয়ে-মানুষের ৯। মতো ১০। শান্তশিষ্ট চলন ১১। সকাল ১২। ক্ষেতে ক্ষেতে ১৩। চুপ করে থাকে না।

ভুরভুরি ছাওয়া পোয়া[১] নাই।

দুই এ্যাকজোন খালি যুয়ান ছাওয়া। তামরা তামারগুলার কাম কাজ করি খায়। বুড়ার সুকোতে[২] দিন যায়।

বুড়ার বুড়িও সেইদ্যান ডাঙাবাঁজ[৩]।

তাঁইও অওলেগওলে[৪] সংসার করে যাতে সংসার টাকা পইসাতে আরো উতলায়।[৫] ওমার যেন কোনটাতে চিরুটি থাকে না[৬]।

হইলেও
সেইদ্যানে।

কেন্‌তো অওলে গওলে সংসার কইরতে মিল্‌তে বুড়ি এ্যাকদিন বুড়াক্ আকি[৭] মারা গ্যালো। বুড়ার মদিনা আঁদার হইলো। এ্যাতো বড়ো সংসার। বুড়ি মরি যাওয়াতে অচোলের নাহান হইলো।

পোরতোম পোরতোম[৮] বুড়ির শোকে বুড়ার পাঁজরা ভাংগি যাওয়াতে মোনে মোনে কবার নাগিল ঃ বুড়ি যকোন মোক ছাড়ি গ্যালো—তে মুইও[৯] আর কয়দিন। মোকো তো মরায় নাইগ্‌বে। তে মইরবের আগোত্[১০] যে দুইটা দিন বাচি আচোঁ[১১] সেই দুইটা দিনের জন্নে আর গালাত্ এ্যাকজোন খ্যাটখ্যাটি বাজবার নওঁ। কোন রকমে দিন দুইটা কাটে দেইম।[১২]

যার সাথে বুড়ার দ্যাকা হয় তাকে বুড়ায় এইদ্যান এইদ্যান করি সাইকায়[১৩] আর বুড়ির কতা মোনোত্ তুলি ছোঁত্‌ছোঁত্ করি নাক ছাড়ে। ছ্যাপটা পেঁদা[১৪] চেংড়ি কালে বুড়ায় বুড়িক বিয়া করি নিয়া আনচিল, বুড়া সেই জন্নে বুড়ির কতা পাশারিবারে পায় না[১৫]।

আগের নাহান বুড়ার আর মুকোত্ হাসি নাই। কোন কামোতে বুড়ার হুস্‌ঘুস নাই[১৬]। সউগ সোমে[১৭] মুক কোনা আঁদেস্যা[১৮]। খাবারা চায় না। আর খাবার পাইলেও আগের নাহান জাতে জুতে[১৯] খায় না।

১। ছোট ছেলেমেয়ে ২। সুখে ৩। জাঁহাবাজ ৪। সংযত ভাবে ৫। আরও বেশী হয় ৬। অভাব থাকে না ৭। রেখে ৮। প্রথম প্রথম ৯। আমিও ১০। মৃত্যুর পূর্বে ১১। বেঁচে আছি ১২। কাটিয়ে দিব ১৩। বলে ১৪। ছোট কাপড় পরা ১৫। ভুলতে পারে না ১৬। খেয়াল নাই ১৭। সব সময় ১৮। অন্ধকার ১৯। ভালভাবে।

খাবার

বইস্লে

খালি কয়ঃ আগে যাই মোর প্যাটের দরোদ জানচিল্ তাই যকোন আর নাই—এ্যালা মুই খাইলে বেন কেটা কয়, আর না খাইলেও বেন কেটা কয়? এ্যালা মোর দিনো য্যামোন আইতো সেইদ্যান। মোর কিসের তার আরো থড়বড়ি[১]।

গেরামের এঁই অঁই[২] যামরা আইসে তামরা বুড়ার মুক হাতে বুড়ার এইদ্যান শাইল বিশাইলের কতা[৩] শুনি কয়ঃ কন্তো, হামরাও বুজি[৪]। কেন্তো বুজলে ফির আরো কি হয়। কাই যেন কুনাদিন মরে তাকতো কাঁইও কবার পায় না। যদিল্ আরো বিশ বচোর বাচেন তে কাঁই তোমার বেন দ্যাকা মিলা[৫] করে। আর ভাত চাইট্টায় কাঁইবেন ফির আঁদা বাড়ি করি দ্যায়। নিজের মানুষ না হইলে বেন ফির ইগ্লা কাঁই করে।

যাঁই আইসে তাই বুড়াক এইদ্যান এইদ্যান করি কয় আর ফুস্লা ফুস্লি করে[৬]।

মাইন্ষের মোন। দশজোনের ফুসলা ফুসলিতে এ্যাকজোনের মোন আরো ফির ক্যামোন করি ঠিক থাকে। বুড়াতো ইগ্লা ন্যাটযেটি[৭] চায়ে না ওমরা তামানে তো মানে না।

হইতে হইতে বুড়া ওমারে কতাত্ আজি হয়া গ্যালো[৮]। বুড়ার এই মত পায়া যামার যামার বেটি আচে তামরা আর বুড়াক বুড়া বুলি মোনে করে না। বুড়ার অবোস্তা খুবে ভালো। সেইজন্নে তামরা সগ্লে কবার নাগিল: কোনভাবে বুড়ার কাচে বেটি গত্পার পাইলে হয়।[৯] তকোন খাওন খোরাকের জন্নে বেটির আর কোনাটায় চিরুটি হবার নয়।

তা বাদে

আরো সুবিদা। বুড়া মরি গেইলে তার য্যাকোন হাল্লাকাল্লা নাই[১০]

১। তাড়াহুড়া ২। এ, ও ৩। নানা কথা ৪। আমরাও বুঝে দেখি ৫। দেখাশুনা ৬। নানা ভাবে করাতে চেষ্টা করে ৭। এই সব ঝামেলা ৮। রাজি হয়ে গেল ৯। গছাতে পারলে ১০। উত্তরাধিকার নাই।

তকোন সংসারের যাবতিটায়[১] হাত দিয়া নাগাইল পাইবে[২]। বেটি অওলার ঘরে খালি এই কতা। সেই জন্যে তামরা তামার বেটি কোনাক ধরি খালি যাচি যাচি, বুড়ার সাতে বিয়ে দিবের চায়। কাউটাল বাজিল,[৩] এ্যাকেজোন বুড়া, তাঁই আরো ফির কয়জোনোকে বিয়া করে?

আর চেংড়ি বেটি ছাওয়াক বিয়া করিও বেন বুড়ায় কি করে? চেংড়ি বেটি ছাওয়া সংসারেরো বেন কি জানে! সেইজন্যে সগলের কতা ছাট ফালেয়া[৪] আদাবয়সি বেটি ছাওয়া দ্যাকি শুনি তাঁই বিয়া কল্লে।

আদাবয়সি বেটি ছাওয়া কোনা আচিল নষ্টা বেটি ছাওয়া। বুড়াও তো সেইদ্যান। ট্যাকা পইসা জোত জমি দ্যাকি তো বেটি ছাওয়া বিয়া বসিল।

কেনতো হইলে বেন কি হয় বেটি ছাওয়ার বুড়া সোয়ামী মোটে মোনোত্ নাগিল্ না।[৫] অলপো দিনের ভেত্রোতে[৬] তাঁই এ্যাকজোন ওপোপতি[৭] জোগাড় কল্লেল।

বুড়া উগ্লা কবারে পায় না[৮]। বুড়া বিয়ানা উটি দুকনা খায় আর তামান দিনে পাতারে পাতারে[৯] ভুরমি ব্যাড়ায়[১০]। বুড়ার বউয়ের আর কোনায় হ্যাত ক্যাত্ নাই[১১]। ওপোপতির সাতে তাঁই তামান দিনে ফাসুর ফুসুর গাদুর গুদুর[১২] করে।

এইদ্যান করি ম্যালা দিন যায়।

এ্যাকদিন দোপোর সোমে[১৩] বুড়ার বউয়ে কইরচে কি ওপোপতিক নিয়া তাঁই যকোন বিচনাত শুতি আচে এ্যামোন সোমে বুড়া কিবা বুলি বেন ঘরের ভেতরোত্ সঁদাইল[১৪]। বুড়ার বউ ইয়াকে না আরাট[১৫] পায়া বুড়ার বউয়ে কল্লে কি তাওতে[১৬] এ্যাকখান খ্যাতা দিয়া নিজের গাও আর ওপোপতির গাও না ঢাকি ফ্যালে ওগ ব্যামারি[১৭] হইচে বুলি ছটপট কইরবার নাগিল আর খালি কোক্পার নাগিল[১৮]। খ্যাতার ভেতরোত দুইজোন মানুষ। এ্যাকজোন ছটপট কইরলে আর এ্যাকজোন যদিল ঝিত হয়া থাকে,[১৯] তে

১। সব কিছু ২। হাতের নাগালের মধ্যে পাবে ৩। গণ্ডগোল শুরু হলো ৪। বাদ দিয়ে ৫। পছন্দ হলো না ৬। ভিতরে ৭। উপপতি ৮। সবকথা বলতে পারে না ৯। মাঠে মাঠে (ক্ষেত) ১০। ঘুরে বেড়ায় ১১। কোন খেয়াল নাই ১২। ফুসফস গুজগুজ ১৩। দুপুর বেলায় ১৪। প্রবেশ করল ১৫। বুঝতে ১৬। সঙ্গে সঙ্গে ১৭। অসুখ ১৮। অসুখের ভান করতে লাগল। ১৯। একজন যদি চুপ করে থাকে।

হইলে বুড়ায় দিশ পাবার ভয়ে দোনজোন ছটপটপার নাগিল্। এ্যাকদিন আদ্দিন নোঁয়ায়[১]। পত্তায় পত্তায় এ্যাক ধেরান[২]। সেই জন্নে বুড়া এ্যাকদিন পুচ কইববের নাগিল ঃ তুই পত্তায় পত্তায় এদ্যান করিস ক্যান ? খাবার সোমে তো খাইসো। খাওয়া দাওয়া হইলে তা বাদে ফির আরো এদ্যান এদ্যান করিস্ ক্যান ? মোনে তোক বেন কেটা[৩] ঝোকপার নাইগচে[৪] ?

বুড়া—

এই

বুঝিল

দিশ পায়[৫]।

সেই জন্নে বুড়ি কায়দা করি কয় ঃ তাক কবারে পান না। মোক দ্যায়ে ধইরচে, তাঁই এইদ্যান করি পত্তায় পত্তায় মোক ঝোকায়। এ্যালা হাতে চিকিৎসা না কল্লে মুই ভালো হবার নঁও।

বুড়ির কতা শুনি বুড়ার পত্তেক হইলো। তাঁই মোনে কবার নাগিল্ হবারো পায়। দ্যায়ে তো অনেক বেটি ছাওয়াক ধরে। নাতে খাওয়া দাওয়া করি বিচনাত্ শুত্তে আর মোতোন ওদ্যান কইরবে ক্যান ? দ্যায়ের কতা শুনি বুড়ার খুবে ভয় হইলো। আগের বউও তার মরি গেইচে। এইও যদিন হাচিকিতসাতে[৬] মরি যায়, তে হইলে আইদ্রা জল্লা[৭] বুড়ার দুরগইতের[৮] সীমা থাইকপার নয় ভাবি বুড়া তক্নে তক্নে[৯] ফইকরের[১০] বাড়ী বুলি চলি গ্যালো।

ফইক্রের বাড়ীত যায়া বুড়া ফইক্রোক কবার নাগিল্ ঃ বা ফইক্রের ব্যাটা মোর বুড়িটার এ্যাকনা তদবির করা নাইগবে। আগের বুড়িটাও তো মারা গ্যালো। তদবির না কল্লে এ বুড়িটাও বুজিল[১১] হা-চিকিৎসাতে মরি যায়।

ফইক্রে কয় ঃ তোমার বেটি ছাওয়া তো উজান বয়সের। এ্যালাও তার এ্যাকনা চাপাও ভাবে নাই[১২]। তার আরো কি হইলো ?

১। এক আধদিন নয় ২। প্রত্যেক দিন এক কাজ ৩। যেউ ৪। ঝাকি দিচ্ছে ৫। বুড়া এই বুঝি বুঝতে পারে ৬। বিনা চিকিৎসায় ৭। একটুকুও ৮। দুর্গতি ৯। তখন তখন ১০। ফকিরের ১১। বোধ হয় ১২। এতটুকু গাল ভাঙ্গেনি।

ফইক্‌রের কতা শুনি বুড়ায় কয়ঃ মুইতো কোনেটায় কবার পাওঁনা[১]।

তে ক্যানবা
খায় দায়
বুড়ি কোকায়,
বুড়ি বোলে মোক
দ্যায় ঝোকায়।

সেইজন্যে তোমাকে তার ফইক্‌রালি কইরবার[২] নিয়া যাবার চাওঁ। তোমরা যদিল তার ব্যারামটা ভালো কইরবেন পান।

ফইক্‌রে কয়ঃ মুইতো যাবার পাওঁ, কেনতো মোর বেজেট[৩] যদিল দিবের পান তেসিন্নিয়া যাবার পাওঁ।

বুড়ায় কয়ঃ বেজেট বুলি কোনোটায় ভাবেন না। যদ্দিন উগি[৪] ভালো কইরবের পান নাই তদ্দিন তোমাক পত্তায় দশ কোনা করি[৫] ট্যাকা দেইম—তোমরা চিকিৎসাত্‌ হাস্‌কারী[৬] করেন না।

বুড়ার কতা শুনি ফকির তড়িঘড়ি[৭] না আসি কয়ঃ আইজকা মুই তোমার সাতে আর গেনুনা। আইজকা বাড়িত্‌ ঘুরি যাও। কাইল্‌কা যে সোমে তোমরা পরিবারোক দ্যায়ে আসি ঝোকাঝোকি কইরবের ধরে তয়ঘড়ি মোক খবোর দ্যান তয়ঘড়ি মুই তার ফইক্‌রালী কইরবার যাইম।

বুড়া ফইক্‌রের কতা শুনি সিদিনের মোন বাড়িত্‌ ঘুরি আইলো। এ কতা আর কাঁকোয় কইলে না। পরদিন বিয়ানা উটি আনান দিনের নাহানা[৮] বুড়া খাওয়া দাওয়া করি গ্যালো ভুইয়ে। ভুইয়ে[৯] কামলার ঘরে মোকাইদ মুসরুব[১০] কইরবার বুলি। তার পাচে ঘুরি আইস্‌তে আইস্‌তে আইলো ঠিক দোপরের নগয়া[১১]।

১। আমি কিছুই বলতে পারিনা ২। চিকিৎসা করতে ৩। ভিজিট ৪। রুগী ৫। দশটা করে ৬। দেরী ৭। তাড়াতাড়ি ৮। অন্য দিনের মতো ৯। ক্ষেতে ১০। খোঁজ-খবর ১১। ঠিক দুপুরের সময়।

আমি দ্যাকে আনান দিনের নাহান তার বুড়ি অইদ্যান নাগাইচে। সিদিন এ্যামোন ঝোকোন ঝোকায় যে, ঝোকোতে ঘরের চকিও যেন ভাংগি যায় যায়।

বুড়া কল্লে কি, বুড়ির আর কোনায় ওদ্দোখোদ্দো না নিয়া নেংটি ছিড়া দউড়। দউড়িয়া গ্যালো সেই ফইক্রের কাচোত্[১]।

বুড়াক্ দ্যাকি ফকিরও তক্নে তক্নে বুড়ার বাড়ি বুলি চলি আইলো। ফকিরের নেয়োম আচিল যে বেটি ছাওয়াক দেওয়ে ধরে, সেই বেটি ছাওয়ার ঘরের দোর বন্দো করি এ্যাকলায় এ্যাকলায় তাঁই সেই বেটি ছাওয়াক ঝাড়ে।

বুড়ার বাড়িত্ আসিয়াও ফইক্রে কল্লে কি, ঘরের দুয়ার না বন্দো করি ঝাইড়বার নাগিল্। ফইক্রে যে অজগুবি[২] আসি দুয়ার বন্দো কইরবে ওপোপতি তাক জানে না। তাঁই মোন কচ্ছিল আনান দিনের নাহান হাসি মসকারী করি তাই এ্যালা যাইবে।

কেন্তো দুয়ার বন্দো করাতে ওপোপতি কাপোইত[৩] পই গ্যালো। জালারদিন খ্যাতার তলোত্। ওপোপতির গাও ঘামি ছ্যালব্যালা হয়া গ্যালো[৪]।

খ্যাতার তলোত্ যে এদ্যান কাম ফইক্রে তো তাক জানে না। তাঁই খালি বেটিছাওয়াটার চাইরোপাকে[৫] ঘুরি ঘুরি ঝাড়াঝাড়ি নাগো দিলে। ঝাইড়তে ঝাইড়তে এ্যাকসোমে ফইক্রে খ্যাতা ধরি যেই টান দিচে অমনি ওপোপতি উদাও[৬] হয়া গেইচে। ফইকরে তো জানে না, এঁই বেটি ছাওয়াটার ওপোপতি। সেইজন্নে অই মোনে করিল ঝাড় ফুকোতে বুজিল দ্যাও মাইন্ষের নাহান হইচে। সেইজন্নে ফকির কাবরা কাবরি নাগে দিলে[৭]।

ফইক্রের কাবরা কাবরি দ্যাকি ওপোপতি মোনে করিল—মানুষ জুনুস আইস্লে তার জেবোন ফানা হইবে[৮]। সেইজনে ওপোপতি কল্লে কি দড়বড় করি[৯] ঘরের দুয়ার না হোসকেয়া[১০] মাল্লে দউড়।

১। কাছে ২। হঠাৎ ৩। কাঁপরে পড়ে গেল ৪। একেবারে ভিজে গেল ৫। চারদিকে ৬। উলঙ্গ ৭। ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল ৮। জীবন শেষ হয়ে যাবে ৯। তাড়াতাড়ি করে ১০। খুলে।

বুড়া আইগ্‌নাতে[১] আচিল। মানুষটাক দ্যাকি তাই চিনবের পাইলে। এ্যাতখানে[২] বুড়িক দ্যায়ে ধইরচে না কিসে ধইরচে বুজবার পায়া বুড়ায় খালি কবার নাগিল ঃ

খায় দায়
বুড়ি কোকায়
বুড়ি বোলে মোক
দ্যায় ঝোকায় ।।

১। উঠানে ২। এতক্ষণে।

|| ১১ ||

সার-সংক্ষেপ

এক লোক তার ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়ে সুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেয়। স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে ছেলেটি বিদেশে যায় চাকুরী করতে। এদিকে গ্রামের ছেলেরা তার স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। বিদেশে অর্থ রোজগারের নেশায় ব্যস্ত থাকায় ছেলেটি স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারছিল না। পরে এক সময়ে বাড়ী এসে স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলের দিকে রওনা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে এক জোড়া জুতার লোভে সে স্ত্রীকে একলা রেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এবং এই সুযোগে গ্রামের ছেলেরা তার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

কাহিনী শুরু

চামড়া দেইকলে
কুত্তা পাগোল
অক্তো[১] পড়ে ধারে,
তোমার কলা
বগদুলে[২] খাইলে
চোচা[৩] পাইবে শ্যাষে।

এ্যাক জাগাত এ্যাকজোন মানুষ আচল্। তার আচিল এ্যাকজোন ব্যাটা। ছোট হাতে তাক ন্যাকা পড়তে[৪] দিচে।

আইজকা দেক্তে
কাইলকা দেইক্তে

সে ছাওয়া কোনার ন্যাকা পড়াও হইলো আর দেইক্তে দেইক্তে শিয়ানা হয়াও গ্যালো। গেরামের মানুষ এমনি তো আলাভোলা টিপিল ছাওয়াক[৫] বিয়া দিবের পাইলে তামার ফরোজ আদায় হয়া যায়—তাতে ছাওয়া ন্যাক। পড়া করি শিয়ানা হইচে।

১। রক্ত ২। বাদুড় ৩। কলার খোসা ৪। লেখাপড়া করতে ৫। অবুঝ ছোট ছেলেকে।

তাক আরো বিয়া না দিয়া ঘরোত আকে[১] ক্যামোন করি। সেইজন্নে মানুষটায় কলেল কি ছাওয়ার এ্যাক পড়া শ্যাষ হইতে আর মোতোন তাঁই ছাওয়ার জন্নে পাত্তুরি উকটি ব্যাড়বার নাগিল। পাত্তুরি বেশিদিন উকটি ব্যাড়া নাগিল না। অল্প দিনের ভেতরোতে ফুলফুলা দ্যাকি[২] এ্যাকনা কইনা[৩] দ্যাকিয়া বাপে তার ব্যাটার সাতে কইনা কোনার বিয়া দিয়া দিলে। চেংড়ি কোনা ক্যাবোলে গ্যাজড়া হয়া উটচে তাতে উপো তার এ্যামোন স্যামোন নোঁয়ায়। পোজ্জাপতির পাকা[৪] আরো কি তার চাওয়াও অং চ্যাহেরায়[৫] ভালো। হইলে কি হয়। যার বেটি ছাওয়া, তার বেটি ছাওয়ার ওপরোত্ মযা নাই। সেই জন্নে অঁই বেটি ছাওয়াক না—বাড়িতে আকিয়া[৬] বিদ্যাশোত্ চাকরি কইরবের বুলি চলি গ্যালো। চাকরিত যায়া যকোন চ্যাংড়ায় পত্তি মাসের মাতাতে ট্যাকা পাবার ধরিল তকোন তার উয়ারে ওপরোত[৭] যোক[৮] হয়া গেলো। বাড়িতে আর অঁই আইসপার চায় না। চ্যাংড়ায় খালি মোনে মোনে কয়ঃ এ্যালায় আর মুই বাড়ি মুকে হবার নওঁ। ম্যালা টাকা জমে নিয়া তিসিংনিয়া মুই বাড়ি বুলি যাইম। চ্যাংড়ার অবোস্তা তো আর সেদ্যান নোঁয়ায় সেই জন্নে তাঁই ও মুকে আর হাটে না। দেইক্তে বচোরে কাটি গ্যালো তাতো যকোন পাড়ার চ্যাংড়াগুলা খালি আরা ঠারা করে[৯] আর বেটি ছাওয়া কোনাক দ্যাকিয়া নোচপোচায়।[১০]

তামান দিনে তামরা খালি কায়দা উকটি ব্যাড়ায়, ক্যামোন করি তামরা বেটি ছাওয়া কোনাক হাত কইরবে।

বেটি ছাওয়া কোনা তো সেদ্যান মাইনষের জড়জাত নোঁয়ায়। ভালো মাইনষের জড়জাত। তাঁই ওমারগুলার উগ্‌লা কেউরা কেউরিত[১১] কানে বা দিবে ক্যান, আর কতায় বা শুনবে ক্যান। ওমারগুলার আরাট পাইলে বেটি ছাওয়া কোনা কুতি যে নিখুস[১২] হয়া থাকে ওমারগুলা আর তার চাপাও[১৩] দেইকপার পায় না।

এমরা তো কইন্যা কোনার জন্নে পাগোল আর কইন্যা কোনায় তো ওমারগুলার বাওয়ে[১৪] সয়না। এ্যালা ওমরা কি করে? ওমারগুলার

১। রাখে ২। সুন্দর দেখে ৩। একটি কনে ৪। প্রজাপতির পাখা ৫। রং ৮ হারা ৬। রেখে ৭। তার উপরে অর্থাৎ টাকার উপরে ৮। লোভ ৯। ঘোরা ঘুরি করে ১০। আফসোস করে ১১। হাসি ঠাট্টা ১২। লুকিয়ে ১৩। মুখও ১৪। বাতাস।

মাতার মগোজ ধরি যায় ক্যামোন করি অই কইন্যাক ওমরা হাত কইরবের পাইবে। ওমার কতা হইলো—কইন্যাক পাওয়ায় নাইগ্‌বে। ইয়াতে যেটা যেটা নাগে সেইটা সেইটা করা নাইগবে।

এই কতা না মোনোত গাতি[১] ওমরা সউগ সোমে কইন্যার যাতে মোন ভোলে তারে জন্নে এটা ওটা তো কইরবের নাগিল। তাক বাদে, ফইকরের হাতায়[২] ফইক্‌রেলী করি নিয়া কইন্যা যেফাঁয় যেফাঁয়[৩] হাটি হুটি ব্যাড়ায় সেই ফাঁয় সেই ফাঁয়[৪] মাটি খুঁকরি তাবিজ পুতি থুইলে।

শনিবের মোংগোল বারের মরার কবরের মাটি নিয়া আসি কইন্যা কোনার আঁজরায় পাঁজরোয়[৫] আকি দিলে[৬] ইয়াতো কইন্যার কোন আরাটে পাইনা।[৭] তাতো ওমরা ওমার খেত্তক ফন্দি এ্যাক এ্যাক করি সউগে খাটপার নাগিল।[৮]

খাটাইতে মিলতে এ্যাকদিন কইন্যার সোয়ামি যে জাগাত তাঁই চাকরি করে সেই জাগাত কইন্যাক নিয়া যাবার বুলি এ্যাকদিন বাড়ি বুলি চলি আইলো।

আসিয়া তাঁই কয়দিন কইন্যা ভাঁয় বাড়িতে অইলো।[৯] বাড়িতে থাকা মিলা করিয়া যিদিন তার বিদ্যাশোত্‌ যাবার তারিক চাপি গ্যালো সিদিন তাঁই এ্যাক খ্যান গাড়ি না ভাড়া করি নিয়া বেটি ছাওয়া কোনা ভাঁয়[১০] বিদ্যাশ বুলি অওনা হইলো।

চ্যাংড়াগুলা আগে হাতে কইন্যা কুনদিন ভাতারের সাতে বিদ্যাশোত্‌ যাইবে না যাইবে সিগলা সউগ খবোরে আকচিল।[১১] সেই জন্নে তামরা কল্লে কি কইন্যার ভাতার কইন্যাক ভাঁয় বাড়ি হাতে যাবার আগোত্‌ ওমরাগুলা এ্যাক জোড়া নউতোন জুতা কিনি না নিয়া আসি যে ঘাটা দিয়া কইন্যাক বিদ্যাশোত্‌ নিয়া যাইবে সেই ঘাটার এ্যাক জাগাত্‌ এ্যাক খ্যান আর তারে দুরান্তরোত্‌[১২] আর এ্যাকখ্যান ফ্যালে আকিয়া চ্যাংড়া গুটিক একটা গাচের ওপরোত্‌ চড়ি অইলো।

কইন্যার ভাতারে তো তাক কবার পায় না। ইতি তো কইন্যার ভাতার কইন্যাক ভাঁয় বাড়ি হাতে বাইর হইলো। আইস্‌তে আইস্‌তে খানিক দূর

১। মনে রেখে ২। নিকট থেকে ৩। যেদিকে ৪। সেই দিকে সেই দিকে ৫। আশে পাশে ৬। রেখে দিল ৭। খোঁজ পায়না ৮। প্রয়োগ করতে লাগল ৯। রইলো ১০। সহ ১১। রাখছিল ১২। দূরে।

আসি এ্যাকখ্যান জুতা দ্যাকি কইন্যার ভাতারের মোন খুবে তচোল্লা[১] হইল। এ্যামোন সোন্দোর জুতা তাঁই জেব্নে দ্যাকে নাই। জুতা কোনা নিবের বুলি তার মোন কোনা নোচপোচপার নাগিল্। কেন্তো নোচপোচাইলে কি হয়। এ্যাক খ্যান জুতা নিয়া তাঁই করে কি ? সেইজন্নে জুতা খ্যানের ময়া বাদ দিয়া অ‍ঁই হটই হাতে[২] কইন্যাকে তাঁয় যাবারে নাগিল।

যাইতে
যাইতে

খানিক যকোন আউগাইচে[৩] সেটেই যায়া দ্যাকে আগের জুতা খ্যানের নাহানে আর এ্যাকখ্যান জুতা পড়ি আচে। নউতোন[৪] জুতা খালি চক্ মক্ কইরবের নাইগ্চে।

অল্পে এ্যাকনা খাটনি। কল্লে জুতা দোনখানে পাওয়া যায়। ইয়াকে না মোনে করি কইন্যা কোনার ভাতার গাড়ি হাতে নামি মুকের আগের জুতা খ্যান না হাতোত্ নিয়া তপাতোত্[৫] যে জুতাখ্যান ছাড়ি আইল্চে তাকে আইন্বের বুলি গমাগমি[৬] চলি গ্যালো।

চ্যাংড়াগুলা তো ইয়ারে জন্নে এ্যাতখ্যান গাচোত্ চড়ি আচিল। কইন্যার ভাতার কইন্যাক্ এ্যাকলায় গাড়িত্ ছাড়ি যাওয়াতে তামরা পাইলে সুযোগ। অমনি তামরা গাচ হাতে নামি কাঁইও ধল্লে কইন্যার মুক চিপি, কাঁইও ধল্লে পাঁজা করি, কাঁইও নিলে পাতাইল খোলা করি আর কাঁইও নিলে ঘাড়োত্[৭] তুলি। নিয়া এ্যাক সট্কাতে[৮] বেটি ছাওয়া কোনাক নিয়া তামরা সগলে মিলি এ্যাক জাগা বুলি চলি গ্যালো। বেটি ছাওয়া মানুষ তাঁই আর যুয়ান[৯] চ্যাংড়াগুলার সাতে পায় ক্যামোন করি। বেটিছাওয়া এ্যাকবারে ন্যাশন্যাশা[১০] হয়া গ্যালো।

তার সোয়ামি এ্যাকজোড়া জুতা দ্যাকি তার নোবোতে তাক এ্যাকলায় গাড়িত্ থুইয়া তাঁই যে জুতা আইন্বের বুলি চলি গ্যালো আর তারে দোষোতে তার জেবোন আইজকা এইদ্যান হইলো। সেইজন্নে তাঁই দুক্ক করি কয় ঃ

১। চঞ্চল ২। সেখান থেকে ৩। এগিয়ে গেছে ৪। নূতন ৫। দূরে ৬। তাড়াতাড়ি ৭। ঘাড়ে ৮। এক দৌড়ে ৯। যুবক ১০। ক্লান্ত।

চামড়া দেইক্‌লে
কুত্তা পাগোল
অক্‌তো পড়ে ধারে
তোমার কলা
বগদুলে খাইবে
চোচা পাইবে শ্যাষে।

ঢাকা

ঢাকা থেকে ৪টি শোল্কী কিস্সা সংগ্রহ
করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত
সংগ্রাহক জনাব আবদুর রহমান
ঠাকুর। তাঁর বর্তমান ঠিকানা
গ্রাম—সিধুনগর, পোঃ—
তেরশ্রী, জেলা—ঢাকা।

সার-সংক্ষেপ

পাহালী আর জমসেদ দুই বন্ধু। পাহালী ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে বেশ কিছু সম্পত্তির ভাগ পায়। সব সম্পত্তি সে জমসেদের হেফাজতে রেখে সস্ত্রীক এক পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। এখানে ব্যবসা করার জন্য সে জমসেদের নিকট তার গচ্ছিত মালামাল ফেরৎ চাইলে জমসেদ মালামালের কথা অস্বীকার করে।

জমসেদের নিকট প্রতারিত হয়ে পাহালী জমসেদের বাবার নিকট বিচার দেয়। জমসেদের বাবার কথামতো পাহালী জমসেদের বাবাকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। অনেকদিন পরে জমসেদ তার বাবাকে আনতে গেলে পাহালী বলল যে তার বাবাকে পাহাড়ী বিড়ালে খেয়েছে। জমসেদ তার বাবাকে খুব ভালবাসতো। সে মাতব্বরের কাছে পাহালীর বিরুদ্ধে নালিশ করলে সব ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং জমসেদ পাহালীর সব সম্পত্তি ফেরৎ দিয়ে নিজের বাবাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে।

কাহিনী শুরু

ইকথার কি কমু বন্ধু
কথা অন্ত দ.য়
বাইশ মুন[১] লুহা[২] যেমন
বিলাইতে[৩] খায়।
বাইশ মুন লুহা
খায় বিলাই উন্দে ধুন্দে[৪],
বাইশ থান কাপড়
খায় বিলাই মাড়ের গন্ধে।
দুই চিজ খাইয়ে তবু
বিলাই নহে জিয়ে,
বাইশ মুন ঘি বিলাই
পানির মত পিয়ে।

১। মণ ২। লৌহ ৩। বিড়ালে ৪। আমোদ করে।

য়্যাক জাগায় আচাল্ দুই দুস্ত। য়্যাকজনের নাম জমসেদ আরাক জুনের নাম পাহালী। তাগো দুইজনের মইদে খুব খাতের আচাল্। জমসেদের বাড়ী কিছু তৈয়র অইলে হে পাহালীরে ডাক দিয়া আইন্যা খাওয়াইত। পাহালীর বাড়ী যুদি কুন ভাল জিনিষ তৈয়র অইত তাইলে হ্যাও জমসেদরে থুইয়া খাইত না। তারা দুইজন গলায় গলায় থাকত।

পাহালীর বাড়ীতে খুব গুলযোগ, ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্য পড়ে না। পাহালীরা পাঁচ ভাই। তাগো বড় কারবার আচাল্। কারবারের ট্যাকা লইয়া গুল্‌যোগ বান্‌ছে। অহন কারবারে লাব অয়ই না, খালি যায় লুকসান। মুল তক্কিলে ট্যাকা নাই। যে যার মতন যা পারে, জেবে ভরে। জিনিষ পাতি যে যত পারে হরাইয়া লইতাছে।

পাহালীগো অনেকতার[১] কারবার আচাল্। একই মুকামে তাগো তিনডা আরত আর তিনডা মহজনী কারবার আচাল্। তারা পাঁচ ভাই লুহালক্করীর মহাজন, কাপড়ের মহাজন, তামায়[২] ঘিও তারা মুটা দাগে চালান দ্যায়।

তাগো কয় ভাইয়ের মইদে যহনে গুলযোগ বান্‌চে তহনে কারবার ছারেখারে যাইবার নাগ্‌ল। ইয়ার আচতালেও,[৩] উয়ার আচতালে আরাক জুন ট্যাকা গড়ায়, মালপাতি সরায়।

কারবারের গুনে পাহালী যে মাল সরাইবার নাগ্‌ল তা হে তার দুস্ত জমসেদের বাড়ী নিয়া থুইবার নাগ্‌লে। পাহালীর ভাইয়েরা যে সব জিনিষ সামলায় হেগুলি তারা নিয়া যার যার হোশুর বাড়ী থয়। কেউ কেউরে কিছু কইবার পারে না, সগলেই ঐ য়্যাক কম্ম করে।

পাহালী বাইশ মুন লুহার যন্‌তোর পাতি আইন্‌য়্যা দুস্তের বাড়ী থুইচে। কাপুইড়্যা দুকান গনে[৪] হে বেশী দামের বাইশ থান কাপড় আনচে। হেগুলিও দুস্তের বাড়ী আইন্‌য়্যা উটাইচে। ঘির আরত থোনে পাহালী বাইশ মুন ঘি আইন্যা দুস্তের বড় ঘরে থুইচে।

পাহালীর দুস্ত আর দুস্তালী খুব খুশী। তারা অরে নিত্যি নিত্যি পিটা য়াটা তৈয়ার কইরা খাওয়ায়। জমসেদ কয়ঃ দুস্ত, দুনিয়াদারীডা কয়

১। অনেক রকমের ২। তাছাড়া ৩। এর আড়ালেও ৪। থেকে।

দিনের নাইগা, চোক বুজলেই সব অন্ধকার। মানুষের জানডা কতাক্ষুণের মামলত, চোকের আগো মানুষের পরাণ। মালমাত্তা, ধন-দৈলত সব পইড়া থাকপো, কার বান বাড়ী, কার বান ঘর। মইরা গেলে সবই পইড়া থাকপো। দুস্ত, আপনের বাড়ীও আমার, আর আমার বাড়ীও আপনের। আবার কুন বাড়ী কেঐরই না, সগলি ঐ য়্যাক মালিকের।

পাহালী মালামাল যা যুগার কোরচাল্‌ তা হে দুস্তের বাড়ী থুইল। হে নগদে আট আজার ট্যাকা কারবারে গুনে নিচাল্‌।[১] ট্যাকাগুলি তার নিজের কাচে রাক্‌তো। ট্যাকা কেঐরে দ্যাহায় নাই।

পাহালী য়্যাকদিন তার দুস্তেরে কয়ঃ দুস্তজী, আমার বাড়ী আপনের খাউন নাগবো, আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে পেরথক অমু। আমার পক্ষে আপনে দুইডা চাইরডা কতা কইবেন। জমসেদ কইলঃ দুস্ত, আপনের কামে আমি কি না খাইয়া পাবমু। কবে খাউন্‌ নাগবো, দিন তারিক মতন আমারে কইয়েন, যামু।

পাহালীর কয় ভাই যেদিন পেরথক অইবো তার আগের দিন পাহালী আইহ্যা জমসেদেরে নইয়া গেল। পাহালীর আর আর ভাইয়েরা তাগো আপ্ত[২] বন্ধু নইয়া অইচে। বহুত মাদবোর আইচে। তারা অগো পাঁচ ভাইয়ের সয় সম্পত্তি বাটতাচে। পাটা পুইত্যা নইয়া কয় ভাইয়ের মইদে নাড়াই নাগ্‌ল। বচসা অইতে অইতে নাড়াই শুরু কইরা বাজ্‌ল। নাড়াই ত নাড়াই হ্যাশতক ফৈজদারী অইল। মাদবোরেরা তাগো থামাইতে না থামাইতে কিছু মিছু অইয়া গেল। মাদবোরেরা মিট্‌মাট কইরা দিল। সয় সম্পত্তি বাটা কাটা অইল। পাহালীর মন খুব খারাপ অইচে। ভাইয়েগো সাতে যহন মেইল[৩] নাই তহনে হে এর তাগো কাচে কিনারে বসত কোরবে না। হে অন্যাস্ত যাইবো।

পাহালী য়্যাকদিন তার দুস্তেরে আইহ্যা কয়ঃ দুস্তজী, আমি দ্যাশান্তরী অমু। ভাইয়েগো মইদে যহন মেইল মেছেল[৪] অইল না, অহনে এ দ্যাশে থাকমু না। আপনের কাচে আমার যেসব জিনিষপাত্তি নইল আপনে ওগুলি দেইক্যা রাকপেন। আমি আইলে বাদে জিনিষগুলি নিমু।

আমার আইতে যদি দেরি অয় তাইলে অপেনে বিচ বেইচ্‌রা টাকা

১। নিয়েছিল ২। আত্মীয় ৩। মিল ৪। মিল ৫। রইল।

আপনের কাচে রাইক্যা থুইবেন আমি আইহ্যা টাকা নিমু। যদি আগে তরা কইরা আইতে পারি, তাইলে ঘি আমিই বেচুম।

পাহালী তার পরিবারেরে নইয়্যা দ্যাশান্তরী অইল। যাইতে যাইতে তারা য়্যাক বাহাইড়া দ্যাশে যাইয়া উঠল। হিডা জঙ্গইলা দ্যাশ। হেহিনে লুকের বসত কম, জমি জমার অবাব নাই। মুটে য়্যাক আজার ট্যাবা ব্যয় কইরা পাহালী অফুইর‍্যান জমি রাইক্যা ফালাইল্। বাড়ী ঘর ঠিক ঠাক কোইরা প্যাহালী তার পরিবার নইয়া আবার দ্যাশে ফিরা আইল। হে তার মাল মাত্তা নইয়া খাইয়া পাহাইড়া মুল্লুকে কারবার খুলবো, এইতো মনের আশা।

পাহালী তার পরিরার সাতে কইরা আইহ্যা দুস্তের বাড়ী উঠল। দুস্ত-দুস্তানী তাগো বেশি আতুব[১] নহিদা করেনা। পাহালী কিচু ঠিক পায় না। যে দুস্ত তার জইন্যে পাগল আচাল্, হে আইজ কতা কই-বার চায়না, ইয়ার কিস্তুক[২] কি?

দুস্তে আর দুস্তানী খাইয়া নইয়া ভাতগইড় দিল। তাগো দুই জনেরে খাইবার কইল না। জমসেদের বেবহার দেইক্যা পাহালীর মনে দুক্ক অইল। পাহালী আর তার পবিবার না খাইয়া বইহ্যা থাকল। জমসেদ ঘুমে থোনে উঠলে বাদে পাহালী তারে কইল : দুস্তজী, আমার যে জিনি পাতি আপনের কাচে থুইয়া গেচিলাম হে জিনিষ গুলি দ্যান।

তহন জমসেদ কয় :

ইকথার কি কমু বন্ধ্,
    কথা অন্ত দায়,
বাইশ মুন লুহা যেমন
    বিলাইতে খায়।
বাইশ মুন লুহা
    খায় বিলাই উদে ধুন্দে
বাইশ থান কাপড়
    খায় বিলায় মাড়ের গন্ধে।
দুই চিজ খাইয়ে তবু
    বিলাই নহে ভিগে

১। আদর যত্ন ২। কারণ।

বাইশ মুন ঘি বিলাই
পানির মত পিয়ে।

জমসেদ তার দুস্তের সগল[1] মালপাতি বেইচা খাইচে। হে দুস্তের কিচুই দিবো না। তে অহন কি আর কইবেন, কুন মতে বুজ দেওয়ার জইন্যে ঐ ছিক্যালী কইল।

পাহালী তহন খুব চিন্তায় পইল। হে মনে মনে চিন্তা করে: হায়রে, যে জমসেদেরে বিশ্বাস কইরা সব মালামাল তার কাচে থুইলাম হেইতি আমার তা খাইয়া বইল। দুনিয়ার মানুষ দিয়া বিশ্বাস নাই। যে আমার প্রাণের দুস্ত আছলে্ হেইতি আমারে ঠগাইল। কি করুম আমার বজে[2] নাই।

মনের আইক্ষ্যাপটা[3] হে য়্যাকজন চেনা হুইনা লুকের কাচে কইল। হে লুকটার বাড়ী জমসেদের বাড়ীর কাচেই। লুকটা পাহালীর দুক্কের কতা হুইন্‌য়্যা খুব গালইয়্যা গেল।

পাহালী আর তার পরিবারেরে নিয়া হে কয়টা খাওয়াইল। পাহালী আর তার পরিবার হেই লুকটার[4] বাড়ীতেই অতিত থাক্‌ল।

বাদের রোজ বিহানে পাহালী জমসেদের বাড়ী আইহ্যা হ্যার (জমসেদের) বাপের কাচে কইল্: তাঐ, আপনে বাচা থাকতে দুস্তজী আমার উপর য়্যাতবর য়্যাটা অবিচার কোল্ল। তাঐ, আপনে য়্যাকজন মুত্তাকিন লুক, খুদা বুইল্যা কি কেঐ নাই। আপনের সাইক্ক্যাতে আমি য়্যাতগুলি মাল আইনা দুস্তের কাচে থুইলাম, আইজ আমার দুস্তে কয়, সগলি বিলাইতে খাইচে। এইগুলি কি য়্যাটা সম্ভাপ্পর কতা। তাঐ, যদি আপনে ইয়ার য়্যাটা বিহিত না করেন তাইলে আপনে আল্লার আগে ঠ্যাহা থাক্‌বেন।

পাহালীর তাঐ আসুলেই খুব ধার্মিক লুক আচান্। হে অনেকক্ষণ চিন্ত্যা ভাবনা কইরা তার বাদে কইল: দ্যাহরে বাবা, তুমি কয়েকদিন বাদে আমার কাচে আইহো, ভ্যাইব্যা দেইহ্যা নই।[5]

কদ্দিন বাদে পাহালী তার তাঐর কাচে গিয়া কয়: তাঐ, আপনে আমারে আইসফ্যার[6] কইচেন দেইহ্যা আপনের কাচে আইচি। আপনের বিচারে যা অয় তাই আমারে কইয়া দ্যান। তাঐ, আমার দুস্তে যে এমুন

১। সকল ২। ভাগ্যে ৩। আক্ষেপ ৪। সেই লোকটার ৫। ভেবে দেখি ৬। আসতে।

কাঁমড়া করবো তা আর কুনদিন ভাবি নাই। আপনে আমারও মুরব্বি তারও মুরব্বি, আপনের কাচে আমি হক বিচার পামু।

তহনে তাঐতে কইল: বাবা পাহালী, তুমি আমারে নিয়া চল। তোমার দুস্তেরে তুমি কইও, দুস্তজী, আমার তাঐরে আমি দাওত খাওয়াইবার নইয়া ম্যালা কল্লাম।[১] কদ্দিন পরে আইহা তাঐরে দিয়া যামু। তাঐর যুক্তি মতন পাহালী তার দুস্ত জমসেদেরে কইল: দুস্তজী, তাঐরে আমি দাওত খাওয়াইবার নইয়া ম্যালা দিলাম, কদ্দিন বাদে তাঐরে আইন্যা দিয়া যামু। জমসেদ মনে মনে কয়: যাইক্ ভালই অইল, বাপেও দাওত খাইয়া আসুক গিয়া, আর পাহালী যত তারাতারি বিদ্যায়[২] অয় তাই ভাল।

তহনে পাহালী তার তাঐরে নইয়া বাড়ী ম্যালা কল্ল। পাহাইড়া মুল্লুকে হের যে বাড়ী করাচেল,[৩] হেই বাড়ীতে হে তাঐরে নইয়া গেল। হে তাঐরে খুব আদুর যত্তন করে। তাঐ তারে যুক্তি দিল: বাবারে, তুমি আমারে সহজে বাড়ী নিয়া দিয়া আইহো না। যহনে জমসেদ আমার তালাশে আইসফো[৪] তহন তারে কইবা, তাঐরে যে বনের বাঘে খাইচে। জমসেদ আইলে বাদে আমারে ভুর্ কইরা হামলাইয়া থুইও।

বহুত দিন যায়, তাও জমসেদের বাপে বাড়ী আহে না। জমসেদের খুব রাগ অইল। হে দুস্তের বাড়ী ম্যালা দিল। মনে মনে কয়: ব্যাটায় আমারে আটাইল[৬] খুব। অবে পামনি,[৭] অরে যা পাইল্ পারুম কিনা, তা যদ্দুর পারি।

পাহাইড়া মুল্লুকে আইহ্যা জমসেদ তার দুস্তের বাড়ী তালাশ কইরা পায় না। হে যারে দ্যাহে তারেই জিগায়: ও মিয়া, আমার দুস্ত পাহালীরে চিন নি, তার বাড়ী কুনডা।

পথের নুকে কয়: কি জানি ক্যারা তুমার দুস্ত, তা আমরা জানি না। পথের নুকেরে জিগাইতে জিগাইতে এ্যাকদিন হে পাহালীর বাড়ীর উদ্দিশ পাইল। ঠিক দুপুরের কালে জমসেদ গিয়া দুস্তের বাড়ী উটল। পাহালী তারে খুব আদুর সুমদুর[৮] কোল্ল। খাওয়া নওয়ার পরে জমসেদ

১। রওনা দিলাম ২। বিদায় ৩। করেছিল ৪। আসবে ৫। লুকিয়ে ৬। হাটাল ৭। পাব ৮। সমাদর।

কয় ঃ দুস্তজী, আমার বাপেরে তো দেহি না। আমি আইলাম য়্যাক পথে হেকি আরাক পথে বাড়ী গেল ?

জমসেদেরে দেইক্যাই পাহালী তার তাঐরে হাম্‌লাইচিল। পাহালী কয় ঃ না দুস্তজী, তাঐতো বাড়ী যায় নাই। জমসেদ কয় ঃ তাইলে তারে ডাক দ্যান, তারে বাড়ী নইয়া যাই। আপনের যে কি আক্কেল পছন্দ, আইজ কদ্দিন অয় হে বাড়ী ছাড়া ; তারে বাড়ী পাটান নাই। আমার বাপে বুইড়া মানুষ তার জইন্যে আমার চিন্তা অয়।

জমসেদ তার দুস্তের সাতে আরু ব্যাজায় বেশী ধামী কোরবার চাইচাল্‌ কিন্তুক তা হে পাল্ল না। দস্তের যে লুস্‌কান হে কোইরা থুইচে হে কতা তো তার মুনে পায়।

পাহালী জমসেদেরে কয় ঃ দুস্ত তাঐরে নিবার আইচেন য়্যাদ্দিনে ?

ইকথার কি কমু বন্ধু,
কথা অন্ত দায়,
বাইশ মন লুহা যেমুন
বিলাইতে খায়।
বাইশ মন লুহা
খায় বিলাই উপে ধুপে,
বাইশ থান কাপড়
খায় বিলাই মাড়ের গন্ধে।
দুই চিজ খাইয়ে তবু
বিলাই নহে জিরায়,
বাইশ মুন ঘি বিলাই
পানির মত পিয়ে।
ইকথা কি কমু বন্ধু,
কথা অন্ত দায়
তাঐরে নিয়া খাইচে
পাহাইড়া উলায়।[১]

জামসেদ কয় ঃ কি দুস্ত, আপনেতো সাংঘাতিক লুক। আমার বাপেরে দাওত খাওয়াইবার লাইগ্যা আইন্যা বাঘ দিয়া খাওয়াইচেন, কিন্তুক আমি

১। হুলো বিড়ালে।

ছাইড়া দিমু না। বাপের দাবী ছাড়ুম না। আমি আপনের শয়তানীর জ্বালা উইঠিয়্যা ছাড়ুম।

তহনে জমসেদ গিয়া য়্যাক মাদবোরের কাচে নালিশ কোল্ল। মাদবোরে পাহালীরে ডাক দিল। মাদবোরে কয়ঃ পাহালী তুমি অর[১] বাপেরে পাহাইড়া উলা দিয়া খাওয়াইলা ক্যা।[২] দ্যাহ তোমার ঠ্যাহা কিনা।

তহন পাহালী মাদবোরের কাচে কয়ঃ দ্যাহেন মাদবোর, আমি অর কাচে বাইশ মুন লুহার যন্তোর[৩] থুই, তামায় বাইশ থান কাপড় আর বাইশ মুন ঘিও থুইচিলাম। ও আমার ছুটকালাইনা[৪] দুস্ত। অরে দ্যা আমি খুব বিশ্বাস পাইত্যাম। অর কাচে জিনিষগুলি থুইয়া আমি পাহাড়ে আহি। পাহাড়গুনে[৫] ফির‍্যা গিয়া আমি যহন আমার মালমাত্তা চাইলাম তহন ও কয়,

ইকথার কি কমু বন্ধু,
　　কথা অন্ত দায়,
বাইশ মুন লুহা যেমন
　　বিলাইতে খায়।
বাইশ মুন লুহা
　　খায় বিলাই উন্দে ধুন্দে,
বাইশ থান কাপড়
　　খায় বিলাই মাড়ের গন্ধে।
দুই চিজ খাইয়ে তবু
　　বিলাই নহে জিয়ে,
বাইশ মুন ঘি বিলাই
　　পানির মত পিয়ে।

তবে দ্যাহেন মাদবোরের ব্যাটা, (পাহালী কয়) আমি আমার তাঐরে দাওত খাওয়াইবার নইয়া আইচি। তাঐর বাড়ী যাইতে দেরি অইচে। ও তাঐরে নিব্যার আইচে। তহন আমি অর কাচে ঐ শল্লকই[৬] কইচি, বেশির মইদে এই কইছি যে,

ইকথার কি কমু বন্ধু
　　কথা অন্ত দায়,
তাঐরে নিয়া খাইচে
　　পাহাইড়া উলায়।

১। ওর ২। খাওয়ালে কেন ৩। লোহার যন্ত্র ৪। ছোটকালের ৫। পাহাড় থেকে ৬। শ্লোক।

মাদবোরের ব্যাটার বিচারে যা অয় তাই করেন। আমি আপনের বিচারে বাইদ্যা[১] আছি। কোন্‌চে[২] মাদবো'র, ইয়াই কি য়্যাটা সুম্বাপর কথা, আমার বাইশ মুন লুহার যন্‌তোর, বাইশ থান কাপড় আর বাইশ মুন ঘি বিলাইতে খাইল। তহনে মাদবোর কয়ঃ জমসেদ, তুমি আগে পাহালীর জিনিষ আইন্‌য়্যা হাজির কর তার বাদে তোমার বাপের খুঁজ[৩] করমু।

তহনে জমসেদ বাড়ী যাইয়া ছাব্বিশ আজার ট্যাকা নইয়া আইল। হে মাদবোরেরে কইলঃ মাদবোর, আমার দুস্তের মালামাল বেইচ্‌য়্যা এই ট্যাকা অইচে। তামাম আইন্‌য়্যা আপনের কাছে দিলাম, অহন আপনের যা খুশী করেন। মাদবোরে ট্যাকা গুনি পাহালীরে দিল। তহন পাহালী তাঐরে আইন্‌য়্যা জমসেদের কাচে দিল। জুম্‌তে জুমতে[৪] জমসেদ বাপেরে নইয়া বাড়ী ম্যালা কল্ল।

১। বাধ্য ২। বলুন দেখি ৩। খোঁজ ৪। ঝিমাতে ঝিমাতে।

॥ ২ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক বড় নদীর পাড়ে এক গ্রাম। তার পাশে বিস্তৃত এক ফসলের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে যে ফসল হতো তা গ্রামের লোকজন খেয়েও অনেক বেঁচে যেত। সেই উদ্বৃত্ত ফসল খেয়ে অনেকগুলো ইঁদুর বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু নদীর ভাঙ্গন শুরু হওয়ায় ধীরে ধীরে সব ইঁদুর ক্ষেত ছেড়ে চলে গেল।

শুধু একটি ইঁদুর ফসলের লোভে থেকে গেল। কিন্তু পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন ঐ গোটা অঞ্চলটি নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হলো, তখন ইঁদুরটি এক বালি হাঁসের সাহায্যে ওখান থেকে নদীর অপর পারে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো। নদী পার হওয়ার সময়ে ইঁদুরটি বালি হাঁসের ডানার ভেতর থেকে অভ্যাস ও স্বভাববশতঃ তার পাখনাগুলো দাঁত দিয়ে কেটে ফেললো। ফলে নদীর অপর পারে পৌঁছানোর পর বালি হাঁসটি আর উড়তে পারলো না, পানিতে নেমে গেল।

কাহিনী শুরু

উপকাইরার অপকার,
    পিঠে কইরা কল্লাম পার,
তাইতে হইল নদী পার,
    কুন ব্যাটা দুষ্ক কার ?

বড় য়্যাক নদীর পাড়ে য়্যাক গেরাম আচাল। হেই গেরামের পাশের চকচাচরে[১] খুব ভাল ধান অইত। চকে আর গিরস্তগো বাড়ীতে ইঁদুর থাক্‌ত খুব। খাওয়ার অবাব নাই কিনা হেই জইন্যে ইঁদুরের এত বির্‌ধি[২] আচাল্‌।

নদীডা কোর্‌মেশ[৩] ভাইঙ্গা চকের কাচে আইসফ্যার নাগ্‌চে।[৪] নদীর

১। জমিগুলোতে ২। বৃদ্ধি ৩। ক্রমে ৪। আসা শুরু করেছে

ভাঙ্গার হাবভাব দেইক্যা বাড়ী ঘর ভাইঙ্গা অন্য জাগায় চইল্‌য়্যা গেল। নদী চকের তিনমুর ঘির দিয়া[১] ভাঙবার নাগল। ইন্দরেরা ইয়্যাতে[২] ডরাইয়া যার যার মতন পলাইয়া যাইবার নাগল।

চকে তহনও অনেক ধান আচে। সগল ইন্দুর ডরে ডরে যাইয়া সাল্ল, মাত্র য়্যাকটা বুইড়া ইন্দুর চকে আচে। আর সগল ইন্দুর তারে সাতে কইর‍্যা নিব্যার চাইল কিন্তুক হে কয়ঃ আরে ভাই, ই ধান থুইয়া আমি কুথায়ও যাইতাচি না। অহন এহিনে বইহ্যা বইহ্যা নিরচিন্তে[৩] ধান খাইতাচি, আর কুদারে না কুদারে[৪] তয় খামু। আমি যামুনা, তোমরা সবে যাওগা। যুদি মওত আহে মরুম আর যুদি হেকমতের জুরে বাঁচপার পারি তাইলে বাঁচুম।

তহনে সব ইন্দুর যাওয়া সারা, খালি ঐ বুইড়া ইন্দুর ক্ষ্যাতে নইল। নদী ভাংতে ভাংতে ক্ষ্যাতগুলির চাইরমুর ঘির দিল। অস্তে অস্তে নদী আরু কাচইয়া[৫] আইসফ্যার নইল। অহন মাত্র কয়াকখান ক্ষ্যাত বাকী আচে। উডা য়্যাটা ডীপচরের[৬] মোগাল্[৭] অইচে। বুইড়্যা ইন্দুর দ্যাহে বাইরাইতে[৮] ভারি ব্যাকয়ে[৯] পড়ইলাম, কবে যুনি[১০] ই ক্ষ্যাত কয়হান নদীর মইদে যায়।

অহন ইন্দুরডা বাঁচার চেষ্টাতে আচে। কিন্তুক কি উইপ্যায়[১১] করা যায়। শোন্য[১২] ডীপচর, ইয়ার ধারে কাচে লুক্‌জন আতেনা, নাও[১৩] আহে না। য়্যাকদিন ইন্দুর দেকল যেন, য়্যাটা বাইল্‌য়্যা আস[১৪] ঐ ডীপচরের কাচ দিয়া হাতার[১৫] পারতাছে আর ছুট মাচ দোইর‍্যা খাইতাচে। তহনে ইন্দুর তারে কয়ঃ ও ভাই বাইল্‌য়্যা আস্, তুমি নি আমারে নদীর উপার নিয়া দিবার পার। দ্যাহরে ভাইরে, আমি ব্যাজায় ব্যাকয়ে পড়চি। তুমি যুদি না তরাও তাইলে আমার বাঁচার সাইদ্য নাই। ছুট ইট্টুখান ডীপরে কুন সুমায় য্যান ভাইঙ্গ্যা যায়।

ইন্দুরের কান্দাকাটিতে বাইল্‌য়্যা আসের খুব মায়া দোইল। হে কয়ঃ তুমি যুদি আমার পাখের ফইরের মইদে কুনমতে গুজি

১। তিন দিক ঘিরে ২। এই ঘটনায় ৩। নিশ্চিন্তে ৪। কোথায় না কোথায় ৫। নিকটে ৬। চরের ৭। মতো ৮। বের হওয়া ৯। অসুবিধা ১০। যেন ১১। উপায় ১২। শূন্য ১৩। নৌকা ১৪। বেলে হাস ১৫। সাঁতার।

মাইর‍্যা থাকপার পার তাইলে আমি তোমারে নদীর উপার নিয়া দিবার পারি।

ইঁন্দুর কয়ঃ তা আমি পারম্। আমরা অইলাম ইন্দুর জাত, আমরা সামান্য জাগার মদে গুজি দিয়া থাকপার পারি। তুমি আমারে বাঁচাও তোমার সুমান বন্ধু নাই। দুনিয়াতে তুমিই আমার বান্ধব। ইন্দুরের খুশামদিতে বাইল্‌য়্যা আস্ ভুইল্যা গেল। হে ইন্দুরেরে কয়ঃ আজ দুস্ত তোমারে নদী পার কইরা দেই। তুমি যহন য়্যাত ব্যাদানে গোড়চাও,[৩] তোমারে নদীর উপর নিয়া দেই।

বাইল্‌য়্যা আস তহনে নদীর পানিতে গুনে তাঁপচরে উইট্যা আইল। ইন্দুর বাইল্‌য়্যা আসের পাঁকের বুগাল দিয়া গুজি মাইর্‌য়্যা নইল। বাইল্‌য়্যা আঁস উইড়্যাল ছাড়ল[৪]। ইন্দুর জাত্ তো, ইয়াগো দাঁত হুর হুর করে, কুন কিছু পাইলেই কট্‌কটাইয়া কাটপার মনে নয়। বাইল্‌য়্যা আঁস উড়ত্‌তাচে, উদারে[৬] ইন্দুর করচে কি, কট্ কট্ কট্ কট্ কইরা বাইল্‌য়্যা আসের পাক কাট্‌তাচে।

বাইলয়্যা আস কয়ঃ দস্ত, খচর মচর আউজ অয় ক্যা। ইন্দুর কয়ঃ দুস্ত, আমরা অইচি ইন্দর জাত, খচ্‌মচ্ করাই আমাগো আবোশ,[৭] নোড়্‌তাচি চোড়্‌তাচি আর কিছু কোর্‌তাচি না।

ইন্দুর বাইল্‌য়্যা আসের যে পাকের তলে আচান্ হে পাকটার সগল্ ফের আধা আধা কইরা কাটচে। সল্‌সল্লা ফেরগুনিতো, ওগুলি কাইট্‌য়্যা আরাম আচে।

নদীর ওপার যাইয়া বাইল্‌য়্যা আস ইন্দুরেরে নামাইয়া দিল। ইন্দুর দুড়াইয়া[৮] ধান ক্ষেতে যাইয়া পালাইল। উড়তে উড়তে বাইল্‌য়্যা আসের পাক ভার অইয়া আইচে। হে করচে কি, নদীর পাড়ে বইহ্যা[৯] পাক জারা[১০] দিচে, তার ডাইন পাকের তামান ফর জরজরাইয়া[১১] পইড়া গেল। ঐ পাকের তলে ইন্দুর আচাল্। তখনে ইন্দুর ফাৎ কইরা নিয়াস ছাইড়া কইয়া উট্‌ল,

১। লুকিয়ে ২। বিপদে ৩। পড়েছো ৪। উড়তে শুরু করল ৫। এদের ৬। ওধারে ৭। অভ্যাস ৮। দৌড়িয়ে ৯। বসে ১০। ঝাড়া ১১। ঝর ঝর করে ১২। নিঃশ্বাস।

উপকাইরার অপকার,
পিছে কইরা কল্লাম পার,
তাইতে হইল নদী পার,
কুন ব্যাটা বন্ধু কার ?

আরঃতো উড়ার যো নাই। বাইল্‌য়্যা আস জাপ্‌ দ্যা[1] পানিতে নাম্‌ল। তার য়্যাক পাকে ফৈর আচে আর য়্যাক পাকে ফৈর নাই। হে পানিতে ভাস্‌পার নাগ্‌ল। যদিন তুরি[2] পাকের ফৈর বড় না অয় তদ্দিন হে পানিতে পানিতে ভাইসা থাক্‌পো।

১। ঝাঁপ দিয়ে ২। যতদিনে না।

সার-সংক্ষেপ ঃ

এক ছিল জোলা আর তার জোলানী। তাঁত বুনে কোন রকমে তাদের সংসার চলে। কিন্তু সংসার চালানো যখন খুব কঠিন হয়ে পড়লো, তখন জোলা গেল বিদেশে চাকুরী করতে। এক মাড়োয়ারীর বাড়িতে সে চাকুরী পেল। এদিকে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়লে জোলানী বাড়ীর পূর্ণ দুরবস্থা এক রূপকের মাধ্যমে জানিয়ে জোলাকে এক চিঠি দিল। সেই চিঠি গিয়ে পড়লো মাড়োয়ারীর হাতে। চিঠি পড়ে মাড়োয়ারী তো তাকে রাজা মনে করলো এবং তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলো।

কিছুদিন পর জোলা বাড়ী আসতে চাইলে মাড়োয়ারী তাকে উপহার স্বরূপ তিন গাড়ী টাকা দিল এবং বললো, কয়েকদিন পরে সে তার বাড়ীতে আসবে।

চিঠির মর্ম জোলা জানতো। বাড়ী ফিরে সে জোলানীকে সব বৃত্তান্ত বললো। পরে জোলানীর পরামর্শে জোলা সেই তিন গাড়ী টাকা দিয়ে বিরাট এক প্রাসাদ তৈরী করলো এবং দুটো হাতী কিনলো। মাড়োয়ারী বেড়াতে এসে জোলার বাড়ী এবং হাতী দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। জোলা মাড়োয়ারীকে নিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ালো। জোলার জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবহারে মাড়োয়ারীর মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না। জোলাকে যথার্থই রাজা ভেবে খুশী মনে ফিরে গেল।

কাহিনী শুরু ঃ

চিঠিরও চাপটে পর্দোপরি বসা,
মিয়ার কাছে বইতে খবর
বিবির এই দশা।
ছোট হাতীর[1] দাঁত খানাইচে,
বড় হাতী নেইট্যা[2] দিচে,
দুইবুরুজ্যা[3] কাণ্ডার দিয়্যা দোরাচে,
মুছয়ালা জমাদ্দার

১। হাতীর ২। শুয়ে পড়েছে ৩। দুর্গা।

আঠারডা খুন কোরচে।
কুতুবালী[১] মিয়া ঘড়িঙ্কে যায়
ঘড়িঙ্কে আছে,
চরক[২] আলী খাঁমিয়ার
য়্যাক আত ছোট গি' '
আমানত খাঁ পাঠা'ন
জমিনেতে গির ।ঃ য়া।

য়্যাক জাগায় আচাল্ কি য়্যাক জুল্লা। জুল্লা পোড়ছে খুব অবাবে। জুল্লী চরকা হুইত্যা কাটে, জুলা কাপড় বুইন্যায়। নিত্য জুলা য়্যাক খানা কইরা কাপড় বুইন্যায়। তাতে জুলার চলে না। জুলার বাড়ী ছাইড়া আট[৩] বহুত দূর, যাইতে আইতে য়্যাক রুজ নাগে। ছয় দিনে জুলা কাপড় বানায় ছয় খান। আটের দি' জুলা আটে যায়। আটে যাইয়া জুলা কাপড় ব্যাচে, হুইত্যা কিন্যা আনে, আর সাত দিনের সদাই-পাতী আনে। ছয়ডা কাপড় বেইচ্যা জুলার যা লাব অ'হে তা দিয়া জুলার সংসার চলে না।

জুল্লী তারে কয় ঃ কেমুন অইল। এমুন অবাবে আমরা বাচুম কেমনি। চালানপাতী ভাইঙ্গা খাইতে খাইতে আমাগো এমুন য়্যাকদিন আইবো যহনে আমরা না খাইয়া ভিট্যায় পইড়া মরগু। তার চাইয়া তুমি য়্যাক কর, বিদাশে যাও। বিদাশে যাইয়া য়্যাটা চার্‌হি নি কোরবার পার তাই দ্যাহ।

জুলা কাপড় বানান বাদ দিয়া কয়া'ন ট্যাকা নইয়্যা বিদ্যাশে ন্যালা দিল। কিছু ট্যাকা হে জুল্লীর কাছে থুইয়া গে । তাই দিয়া তুইল্যা কিন্যা জুল্লী চরকায় হুইত্যা কাটে। এইবারে জুল্লী বাচবার চেষ্টা কোর' র নাগল। জুলার বাড়ীর কাচে তার আরু আরু সয় শরীক আচে তারাই জুল্লীর আট বাজার কইর‍্যা দ্যায়।

জুলা অনেক দূর গেছে। হে সহজে কুন চার্‌হি পায় না। উদ্দিশ[৪] কোরতে য়্যাকদিন হে য়্যাক মারুয়ারীর আরতে চার্‌হি পাইল। মারু-য়ারীর আরতে চার্‌হি পাইল ভালয়ালে, তারেদ্যা মারুয়ারী খুব বিশ্বাস করে।

উদারে জুল্লীর দশা কাহিল অইচে। চরকার কামাই হে খাইত।

১। কুকুর ২। চরকা ৩। হাট ৪। খোঁজ ৫। ভালভাবে।

চরকাডার য়্যাকটা টুই ভাইঙ্গা গেচে। জুল্লী অহন কি করে, স্বামীর কাচে হে চিঠি ল্যাহা সাবেস্ত কোল্ল। অনেকদিন দোইরা জুলা বিদেশে গেচে চারহি কোরবার। হে ট্যাহা পাটায় না পয়সা পাটায় না জুল্লী অহন বাঁচে না। য়্যাহাতে[১] আতে নাই পয়সা তাতে বাড়ীর আরু নানান ক্ষোতি অইচে। জুলার কাচে চিঠি না দিয়া জুল্লীর আর কুন গতিক নাই।

কিন্তু হে যেন জুলার কাচে চিঠি লেক্‌পো, তাও য়্যাক ব্যাকর। বাড়ীর যা যা দশা অইচে তা তা হে যুদি চিঠিতে ল্যাহে তাইলে জুলা লুকের কাচে নজ্জা পাইব্যার পারে। চিঠিহান অন্যেও তো দেক্‌পার পারে। বাড়ীতে তার যত দুর্দশাই থাইক্, আইজ জুলা দশের মাজে চারহি করে, দশের মাজে তার মাতাডা নীচ্যা কইর‍্যা দিয়া কাম কি।

তাইতে জুল্লী কেরামতী কইর‍্যা যেমন লেক্‌ল,

চিঠিরও চারটে বন্দেগিগি কয়া,
    মিয়ার কাচে কইও খবর
বিবির এই দশা।
    ছোট আতীর দাঁত ভাঙ্গইচে,
বড় আতী লেইট দিচে,
    দুইব্‌ন্যা রাজায় ঘিরা্যা দোরছে
মুছহালা দারোগার
আঠারডা খুন কোরচে।
কুতুবালী মিয়া ঘড়িক্কে যায়
    ঘড়িক্কে আহে,
চরক আলী খাঁ মিয়ার
    য়্যাক আত ছোট গিয়া,
আমানত খাঁ পাঠান
    জমিনেতে শির দিয়া।

জুল্লীর চিঠি যাইয়া মাকুয়ালীর আতে পরচে। হে মনে মনে কইতাচে: খুব লুক আইহ্যা আমার অধীনে চারহি নইচে। এমুনি[২] কুদারকর[৩] রাজা। রাজায়তো বেষম বিপদে পোড়চে। দেক্‌চাও, ছোট আতীর দাঁত ভাঙ্গাইচে, বড় আতী লেট্ দিচে, ইতো যেমুন তেমুন লুক না। আমি য়্যাতবাড় ধনী তাই আমার য়্যাটা আতী নাই অরে ইয়ার দুইড্যা আতী আচে। দুইব্‌ন্যা রাজায় ঘিরা্যা দোরচে। দেক্‌চাও, এ রাজার অহন চরম বিপদ, আরাক রাজা,

১। এদিকে ২। যেন ৩। কোথাকার।

দুইবৃল্যা রাজা তার নাম, হে আইহ্যা এই রাজারে আক্রম্‌ করচে। মুছয়ালা জুমাদ্দার আঠারডা খুনও করচে, তাইলে রাজার জুমাদ্দার যেমুন তেমুন পাত্র না। আঠারডা খুন কি মুহের কতা। কুতুবালী মিয়া ঘড়িক্কে যায়, ঘড়িক্কে আহে, ওহ্‌হো, এইতি বলি লড়াইর খবর আনা ন্যাওয়া করে। য়্যাকজনের য়্যাটা আতও কাটা গেচে আর পাঠান সর্দার লড়াইতে মারা গেছে। এতেদ যেমুন তেমুন যুইদ্য না, ঘোরতর আবস্তা।

তহনে মারুয়ারী জুলারে ডাইক্যা চিঠি দ্যাহাইল। হে জুলারে কইল : আপনে য়্যাকজন রাজা। আপনের দুইড্যা আঙী আচে পরিচয়ডি গুপন কইর‍্যা আপনে আমার চারহি কোরবার নাগ্‌চেন। আপনে তো খুব লুক, গুপনে গুপনে আমার চাহুর[1] অইয়া আমারে নচো দিবার নাগ্‌চেন! দুইবৃল্যা নামে আপনের বাড়ীর কাচে কুন রাজা আচে নাকি।

জুলায় কয় ঃ আচে য়্যাক রাজা, হে তারি পাজি। মারুয়ারী কয় ঃ হে তো আপনে রাজত্বি আক্রম করচে। বহুত মন খারাপ অইব্যার নাগ্‌চে। আপনের মুছয়ালা জুমাদ্দার ব্যাজায় পালুয়ান, হে আঠারডা খুন কইরা হারচে।[2] আপনের পক্কের লুকও কয়্যাক জন মারা গেচে, পাঠান সর্দার মারা গেচে।

জুলায় কয় ঃ আহ হা, পাঠান সর্দার মুনের জুইগ্যান আচ্‌ল। তার জইন্যে আমার মরা অয়। মারুয়ারী তহন জুলারে কয় ঃ যাইক রাজাজী, আমি আপনের পরিচয় জানি না বুইলা সাহেবের মতন খাটাইচি, য়্যাহাকসুম[4] নানান কতা কইচি, তা মনে রাকপেন না। এইজগুনে[5] আপনে আমার বন্ধু। তে বন্ধু তারাতারি বাড়ী যানগা উদারে য়্যাদ্দিন না জানি কি অইয়া গেল।

জুলায় বাড়ী যাওয়ার জইন্যে তৈয়ার অইচে। তহনে মারুয়ারী তারে ডাইক্যা কয় ঃ বন্ধু আপনের মস্ত বিপদ, দুইবৃল্যা রাজায় আপনের রাজত্বি আক্রম করচে, আপনেরে কি দিয়া সাহায্য[6] করি। জুলায় কয় ঃ বন্ধু, আপনের যেমন খুশী!

তহনে মারুয়ারী কইল ঃ বন্ধু, আমরাতো আপনাগো ল্যাগাল রাজা মহারাজা না আমরা অইচি বেরসিক[7] লুক। আমাগো ছেপাই নাই, লস্কর

১। চাকর ২। খুন করে গেরেছে ৩। দেওয়ান ৪। এবেক সময় ৫। আজ থেকে ৬। ব্যবসায়ী ৭। আসতে পারে।

নাই, তে আমি আপনেরে কিছু টাকা দেই, তাতে এমুন বিপদের সুমায় আপনের কিছু কামে আইফ্যার পারে।[১]

মারুয়ারী তহন জুলারে তিন গাড়ী টাকা দিল। জুলায় মনে মনে কয়ঃ খুব কায়দা অইচে।

মারুয়ারীতে জুলারে কইয়া দিল ঃ বন্ধু, আপনের বিপদ কাইট্যা যাইক তার বাদে আপনের বাড়ী ব্যাড়াইব্যার যামু। জুলায় খুব চিন্তায় পইল। জুলায় মনে মনে কয়ঃ আমি যেন্ কাঙ্গাল, তাতো মারুয়ারী জানে না, জুল্লীর চিঠির মানে উব্যাটা বুজে নাই। জুলা তিন গাড়ী ট্যাহা নইয়া বাড়ী আইল। জুলা লেহনের মানে আগে থাক্‌তেই বুচ্‌চাল।[২] হে বারীতে আইহ্যা দ্যাহে, জুল্লীর কতা ঠিকই। জুলার ছোট গর হানের[৩] টুইই নষ্ট অইয়া গেচে, রূইয়্যার মাতা[৪] বাইরিয়া গেচে, আত্তীর দাঁতের মতন রূইয়্যার মাতা দ্যাহা যাইত্যাচে। তার ছনের বড় গরহানে এ্যাট্‌কা যাইয়া পইড়্যা গেচে। হে গরে অনেক দিন এয় থাম নাগান অয় না তাইতো গরের এই দশা অইচে। জুলার বাড়ীতে বড় বড় দুইব্‌ল্যা অইচে, অনেক দিন অয় ছাপ করা অয়না। দুইব্‌ল্যার মইদে ম্যালাই ইন্দুরের গাত।[৫] জুলার বাড়ী য়্যাকটা শিকারী বিড়ল[৬] আচে। বিড়লে আঠারডা ইন্দুর মারচে। জুলার বাড়ীর কুইত্ত্যা[৭] অহন আর খাইব্যার দাইব্যার পায় না। কুইত্ত্যাডা খাওয়ার উদ্দিশে য্যাকবার বাইরে যায় আবার বাড়ী আহে, উয়ার[৮] পরাণে নাই শান্তি ; খালি নুড়ানুড়ি পারে। জুল্লী যে চরকায় য়্যাক য়্যাদ্দিন হুইত্যা কাট্‌ত হেচরকাহানের য্যাক মুরকর নহি ভাইঙ্গা গেচে। ত্যাইতে জুল্লী অহন হুইত্যা কাট্‌পার পারে না। য়্যাকদিন খুব বেগের সাত ঝাড়ি[৯] আইচাল্। ঝড়িতে জুলার বাড়ীর ছ্যামাহানের[১০] প্রকাণ্ড আমগাছ্‌টা পইড়া গেচে। জুল্লীর অহন বাঁচার উপগ্যায় নাই। তাইতে জুলী জুল্লার কাচে লেহন[১১] পাটাইচাল্।[১২]

জুলা তিন গাড়ী ট্যাকা নইয়া বাড়ী আইল। হে জুল্লীরে কয়ঃ আমি য়্যাক মারুয়ারীর চাকুহি করতাম। মারুয়ারী তর্ লেহনের আসল মানে কোরবার পারে নাই। হে লেহনের উইল্ট্যা মানে কোরচে। হে ভাবচে আমি রাজা, তাইতে হে আমারে তিন গাড়ী ট্যাকা দিচে, হে আমার সাতে বন্ধু পাতচে।

১। আসতে পারে ২। বুঝেছিল ৩। ঘরের ৪। কুয়ার মাথা ৫। গর্ত ৬। বিড়াল ৭। কুকুর ৮। ওটার ৯। ঝড় ১০। সম্মুখের ১১। লেখা। ১২। পাঠিয়েছিল।

তে কওচেন[১] জুল্লী অহন কি করি। মারুয়ারী কয়ডাদিন বাদে আমাগো বাড়ী দেক্পার আইবো। আমরা অইলাম গরিব মানুষ। মারুয়ারী মনে করবো যেন্ রাজার বাড়ী যাইতাচি. আমরা যে হলে আচি ইয়া দেক্লে মারুয়ারী ট্যাকার লাইখ্যা কোরবো। আমরা তহন মুস্কিলে পড়মু।

জুল্লী কয় ঃ তুমি ও যেন্ কেমুন লক, তা আমি লক পাইনা। মারুয়ারী তিন গাড়ী ট্যাকা দিচে, ঐ ট্যাকা দিয়া আমাগো বাড়ী দালান দাও, দুইড্যা[২] হাতী কিন, তাইতো ল্যাটা চুইকিয়া যায়। কার কপালে প্রজা আচে তাই কি কেঐ দেক্পার আছে। জুল্লীর যুক্তি ঠিকই তো। হে তহনে রাজ[৩] খবর দিল, ইট কাট আন্ল। অনেকটি রাজ লাগাইয়া দিয়া অল্প দিনের মইদে জুলা তার বাড়ীতে দালান দিয়া ফালাইল।

জলা পাহাড়ে যাইয়া ছোট বড় হাতী কিন্যা আনল। জলার বাড়ী অহন রাজবাড়ীর তুল্য বাড়ীই অইচে। কদ্দিন পরে মারুয়ারী তার রাজা বন্ধুর বাড়ী ব্যাড়াইব্যার আইল। হে আইচ্যা দ্যাহে ঠিক কতাই, তার বন্ধু য়্যাক জন রাজাই। রাজার বাড়ীতে ছোট বড় দইড্যা হাতী আচে।

জুলা মারুয়ারীরে খুব খাতের যত্ন কল্ল। মারুয়ারী কয় ঃ বন্ধু আপনেরে যেন্ দুইবল্যা রাজায় আক্রম্ করচ্যান্ হে খবর[৪] কি অইচাল্। জুলা কয় ঃ বন্ধু, হে শত্রু নিপাত করচি। মারুয়ারী কয় ঃ বেশ ভাল কতা।

ভাটি বাংলায় জুলা চল্ল ছোট আত্তীতে আর মারুয়ারী'র চড়াইল বড় আত্তীতে। তার দুই বন্ধু ব্যাড়াইল বড় আত্তীতে। তারা দুই বন্ধু ব্যাড়াইবা'র ম্যালা কল্ল। বহুত দ্যাশ গেরাম পাহাড় নদী মারুয়ারীরে জুলায় দ্যাহাইয়া[৬] আন্ল। মারুয়ারী খুব খুশী অইচে। রাজার সাতে দোস্তি কোইরা মারুয়ারী আমোদ পাইচে খুব।

জুলায় মারুয়ারীরে খালি আমোদে রাখ্পার নাগল হে নাচ গানের আয়োজন কল্ল। পাহাইড়্যা নাচ। মারুয়ারী খুব ফুর্তিতে আচে। খাওয়া নওয়া, কুনহার[৭] অভাব নাই।

মারুয়ারীর যাইবার দিন জুলায় বড় আত্তীড্যা সাজাইয়া আনল্। মারুয়ারীরে হেইড্যায় চড়াইয়া জুলায় কয় ঃ বন্ধু, এই আত্তীড্যা আপনেরে ভাল

১। বল দেখি ২। দুটো ৩। রাজমিস্ত্রী ৪। সে ব্যাপারে ৫। শেষ ৬। দেখিয়ে ৭। কোন কিছুর।

বাসাস্থলে দিলাম। মারুয়ারী কয়ঃ বন্ধু, আমি ইডা[১] নিবার পারমু না। আমি থাহি সহরে, আমি বেরসিক লুক, সহরে আমি আত্তী পাল্‌বার পারমু না। আত্তী পালা অইল আপনের মতন রাজ রাজার কাম, ইয়া আমাগো সাজে না। আপনের মত রাজার সাতে আমার বন্ধুতা অইচে তাই আমার ভাইগ্য, আপনের এহিনে[২] ব্যাড়াইব্যার আইলে আত্তীতে চড়্‌বার পারমু। মারুয়ারী সহরে চইল্যা গেল। জুলা আস্তে আস্তে[৩] সম্পিত্তি কিন্যা রাজাই অইয়া গেল।

১। এটা ২। এদিকে ৩। আস্তে আস্তে।

সার সংক্ষেপ ঃ

আরব দেশে এক মুন্সী ছিল আর ছিল এক মাতব্বর। মুন্সী সাহেবকে সকলে অত্যন্ত ইমানদার বলে জানতো এবং ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতো। একদিন ঐ মাতব্বর পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে এক শয়তান এসে তার সামনে দাড়াল। শয়তানকে সামনে দাঁড়াতে দেখে মাতব্বর বললো যে, সে অতি নগণ্য লোক বলে শয়তান তার সামনে দাঁড়াতে পেরেছে। তাই বলে মুন্সী সাহেবের সামনে সে দাঁড়াতে পারবে কি ?

এই ভাবে শয়তানের ক্ষমতাকে ছোট করে দেখায় শয়তান অত্যন্ত ক্ষেপে গেল এবং বললো, সে ঐ মুন্সীকে কুত্তার পিছনে দৌড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং তার ঘাড়ে চড়ে ঘোড়া দাবড়াতে পারে। আসলে মুন্সী সাহেব যে কিছুটা ধর্মের ভড়ং করতো এবং প্রকৃত কামেল ছিল না তা শয়তান জানতো।

এদিকে মাতব্বর গিয়ে মুন্সী সাহেবকে শয়তানের কথা বললে মুন্সী সাহেব শয়তানকে বিদ্রূপ করলো। শয়তান তখন নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে মুন্সী সাহেবকে কুত্তার পিছনে দৌড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তার ঘাড়ে চড়ে তাকে ঘোড়া দাবড়িয়ে তার কথা রাখলো।

কাহিনী শুরু ঃ

রুজা কর, নমাজ ফড়
গাড়া টুপি মাথাত্ কর
ইমান আমান না থাকলে হরে
শয়তান হ্যার গারে চড়ে।

আরব্য দ্যাশে এগ্গা মুন্সী আছিল্। হ্যা গাড়া টুপি মাথায় দিয়া আলখেল্লা পইর‍্যা খুব দুরুস্তহালে মুত্তকিন সাইজ্যা থাকত। লুকে হ্যারে খুব পাক্কা মুছল্লি বইল্যা জান্ত।

১। পড় ২। মাথায দাও।

হ্যাই মুন্সী সাবে সব সুমায়ই এগ ছড়া[১] তচফি হাতো কইর‍্যা থাক্‌ত। লুক দ্যাক্‌লেই হ্যা হাক ছাড়ত্ ঃ হক আল্লা, মুর্শেদ মওলা।

লুকে বাবে,[২] মুন্সী খুবই কামেল মানুষ অইচে। এগদিন এগ্‌গা মাতবরে ফত[৩] দিয়া যাইতাচে। হ্যার ছামনে পইল শয়তান। মাতবরে কোয় ঃ তুই আমার ছামনে খাড়ালি কিয়্যারে, তুই এহানে আইচ কিয়ারে। শয়তানে কোয় ঃ তোমারে দ্যাক্‌লাম।

মাতবরে কয় ঃ তুই আমারে দ্যাক্‌পি কি, আমি এগজন সামান্য মানুষ। আমার কাছোত তুমিও আসতে হার[৪] য্যা কোন শয়তানে আস্‌তে হারে। যাওগা মুন্সী সাবের কাছোত্ দেহগা কেমন ঠেলা। হ্যা কামেল লোক, হ্যার কাছে শয়তানী খাডতো না।

শয়তানে কোয় ঃ দেহ মাতবর, ক্যাবল পয়গাম্বর সাবের কাছোত্ যাইতে হারম না, হানের একশো গজ দূর থোনেই[৫] পলাইয়া আহি। কিন্তু তোমাগো মুন্সী সাবেরে পলডাইতে আমার তিলেকমাত্র লাগত না। হ্যারে আমি কুত্তার পিছে দৌড়ইতো হারি, হ্যার গারে উইড্যা, হ্যারে গুড়া দৌড়াইতে হারি।

মাদবরে মুন্সীর কাচে আইয়া শয়তানের বারাবারির কোতা কইল। মুন্সীয়ে কোয় ঃ হ্যা অইল শয়তান, হ্যার কোতা তাই আলাদা, হ্যার কোতার সাতো ফারবো কে। আচ্ছা দাক্‌মনে শয়তানে কোত ফারে।

এগদিন মুন্সীয়ে করচে কি নমাজ ফরতাচে। শয়তান মাতবরকে কোয় ঃ আজকা মুন্সীরে দ্যাক্‌মানে। মুন্সীর বাঁও পাশে আঁচিল মুখটু চাউলের হড়ি। স্যাই হাড়ির গলায় মুন্সীয়ে হার তছফিডা ফরাইয়া থুইচ্যা।

এমন সুময়তে এক ফইকরী ঐ গরে আইয়া একছড়া সুনার তছফি থুইয়া মুনসী সাবের কাডের তছফি নইয়া যায়। মুনসী তা দ্যাকচে, হ্যা কিচু কইল না। হ্যা এমন বাব দেখাল য্যা[৬] মনে হোয় হ্যা একমনে নমাজ ফরতাচে।

ইসুময় এক কুত্তা আইয়া গরে, কুত্তায় চাউল খাওয়ার জইন্য হাড়িতো মুখ দিচা। হাড়ির মুকা ভাইঙ্গা গেল, কান্দাড়া কুত্তার গলায় বাইজ্যা পল্‌ল, সুনার তছফিও কুত্তার গলাত্ যায়। মুন্সী তকোন নমাজ থুইয়া

১। এক ছড়া ২। লোকে ভাবে ৩। পথ ৪। আসতে পারে ৫। থেকেই ৬। এমন ভাব দেখাল।

কুত্তার পিছে পিছে দৌড়িবার লাগ্ল। দৌড়িয়া মুন্সী অনেক দূর পর্যন্ত গেছে। এগ বনের পাশে যাইয়া শয়তান হাপনা মূর্তি দৌইরা সুনার তছফি হাতে[১] কইরা খাড়াইচ্যা।

হ্যা কোয় ঃ কি মুন্সী সাব, সুনার তছফি লাগ্ত না। মুন্সীয়ে কোয় ঃ হ্যারে শয়তান, এই যা পাল্লা, আর পারবানা। শয়তানে কোয় ঃ মুন্সী সাব, আম্হনের কাছা যামু তাতে শানি, মঙ্গল নাই, হ্যা কুনসুম আম্হনের গারে[২] উইঠ্যা গুড়া দাবড়াইতে হারি।[৩]

মুন্সীয়ে কোয় ঃ আচ্ছা দেয়া যাইবানে। শয়তান কোয় ঃ দেহেন আমি খালি পয়গাম্বর সাবরে দেইকা ডরাই, আন্হ্নের গারে উটতো আমার বেশী সুময় লাগ্ত না।

আরব্য দ্যাশ মরুবুমির দ্যাশ। স্যাহানো পানির হ্যা খুব অভাব হ্যা তো আম্হনেরা জানেনই। ও সমুস্ত দ্যাশের জাগায় জাগায় সামান্য পানির ধারা বয়। স্যাহানো ছিকা লুকে পানি নেয়।

মুন্সী সাবে হ্যাডির এগ্ পানির ধারার কাছ দিয়া যাইতাচে। খুব খোপছুরত এগগা কন্যা[৪] পানির কাহোত্ বইয়া কানতাচে। এমুন খোপ-ছুরত কোন্যা দেইকা মুন্সীর পরাণ গল্চে। হ্যা ঐ কন্যার কাহোত্ গিয়া কোয় ঃ তুমি কান্দ কিয়ারে।[৫] তোমার কি জোন্য দুখ লাগচে।

খোপছুরত কোন্যায় কোয় ঃ এই পানির ধারা পার অইয়া হ্যা পাড়ে যামু তাতো হারিনা। মুন্সীয়ে কোয় ঃ পানিতো মাত্র ছাইর আঙ্গুল, হ্যা পাড় যাইতে হারনা কিয়ারে।

খোপছুরত কোন্যা কান্দে আর কোয় ঃ আমি পায় আলতা নইছি[৬] (মুন্সীরে হ্যা আলতা পরা পাও দেহায়) আলতা দুইয়া যাইবানে। আসুলে মুন্সীর পরাণ গল্চে। হ্যা কোয় ঃ উপকারের ভরং কোরে। হ্যা কয় ঃ তোমারে আমি ক্যামনে ফার করি। তুমি ম্যায়া ছেইল্যা, তোমার শরীলেতো হাত দিতা হারমুনা। মুন্সীয়ে শরীয়াতীর ভরং কোরে। খোপ-ছুরত কোন্যায় কোয় ঃ তোয় আম্হনে বইয়া পড়েন, আমি আমহনের গাড়ে চড়ি। মুনসী তকোন ডাইন বায় চাহিয়া দ্যাকুম, লুকজন আছে কিনা। কুন লুকজন স্যাহানো আচিল না। তকোন মুন্সীয়ে বইয়া পল্ল, খোপছুরত

১। হাতে ২। ঘাড়ে ৩। ঘোড়া দৌড়াতে পারি ৪। এক কন্যা ৫। কাঁদছো কেন?

কন্যা হ্যার গারে চল্ল। আদতে খোপছুরত কন্যা দেইকা মুন্সীর মনে আনন্দ অইচে। মুন্সী হ্যারে গারে কইর‍্যা পানির ধারা পার কল্ল। উপাড় যাইয়া মুন্সীয়ে কোয়ঃ একেন তুমি নাম। খোপছুরত কোন্যা মুন্সীয়ের গারে থনে নামেনা।

মুন্সীয়ে কোয়ঃ তোমারে পার কইরা দিলাম। তুমি নামনা কিয়ারে। তাও হ্যা নামেনা। তকোন মুন্সীয়ে গার কাইত কইর‍্যা দুই হাত দিয়া দোইরা হারে নামাইতে চায়, তাও কন্যারে নামান যায় না। মুন্সীয়ে মনে মনে কোয়ঃ এমন য্যা মোমের কোন্যা হ্যা এতো শোক্ত অইল্ ক্যামুনে।

মুন্সী তকোন গার ফাইলে[১] ফিরা চাইচে। হ্যা দেহে খোপছুরত মোমের কোন্যা না, কাইলচ্যা বয়স্কর মূর্তি, হ্যার মুখ দিয়া দিনে দুফুরে[২] আগুন জ্বলতাচে। হ্যারে দেইকা ডরাইয়া মুন্সী দুরমুরিয়া বালুর মইদ্যো ফইরা গেল। শয়তান হ্যার[৩] ছামনে খাড়াইয়া কোয়ঃ কি মুন্সী, তোমার গারে চড়চিতো।

১। ঘাড়ের দিকে ২। দুপুরে ৩। তার

মোমেনশাহী

মোমেনশাহী থেকে এই ৫টি শিল্‌কি কিসসা সংগ্রহ করেছেন
বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ
সাইদুর। তিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমীর
ফোকলোর বিভাগে সহকারী পদে নিযুক্ত
আছেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা
গ্রাম—বিন্নগাঁও, পোঃ—
কিশোরগঞ্জ, জেলা—
ময়মনসিংহ।

॥ ১ ॥

সার-সংক্ষেপ ঃ

এক গ্রামে এক গৃহস্থ বাস করত। সংসারে তার এক বউ আর মা ছিল। একদিন শাশুড়ী বউ-এর নিকট মেড়া পিঠা খেতে চাইলে বউ শাশুড়ীকে নিয়ে বেশ কয়েকটি পিঠা তৈরী করলো। পিঠা তৈরী হলে শাশুড়ী গেল গোছল করতে। এই ফাঁকে লোভ সামলাতে না পেরে বউ একটি পিঠা মুখে দিয়ে ফেলে। পিঠা মুখে দেয়া মাত্র শাশুড়ী এসে উপস্থিত। বউ তখন চট করে পিঠাটাকে গালের এক কোণে নিয়ে রাখলো। তাতে গাল গেল ফুলে। এদিকে বউ-এর গাল ফোলা দেখে শাশুড়ী ভাবলো বউ-এর গালে কিছু হয়েছে এবং চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ডেকে আনলো। কবিরাজ এসে দেখেই সব বুঝতে পারলো। বউকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কবিরাজ বললো যে বউকে সকলের অসাক্ষাতে চিকিৎসা করতে হবে। বউ যখন বুঝতে পারলো যে কবিরাজ সব বুঝতে পেরেছে, তখন সে মুখের পিঠা ফেলে দিল এবং ভাল হয়ে গেল।

কাহিনী শুরু ঃ

আল গর্জনায় দিলা পিডা
গাল গর্জনায় খাও,
তুমি কইন্যা সতী থাক
শোইয়্যা নিদ্রা যাও।

এক গেরামে আছিন এক গিরস্ত। গিরস্তের মা বিনে এই ত্রি সংসারে আর কেউ নাই। গিরস্তের মা দেইখ্যা হোইন্যা গিরস্তের বিয়্যা করাইয়া খুব সুন্দর দেইখ্যা এক বৌ ঘরঅ[১] আনছে, না, সুখহালেই[২] তারার দিন যাইতেছে।

একদিন করছে কি, গিরস্তের মা বৌয়েরে কইল ঃ বৌগো, অনেকদিন ধইরা মেড়া পিডা খাইনা, আইজ জানি কের লাইগ্যা মেড়া পিডা খাইতাম,

১। ঘরে ২। সুখের সঙ্গে।

আমার মুনডা খুব খেছচে[১]। এই কথা হোইন্যা বৌয়ে কইল ঃ হয় এইডা কি কইন আমুন ছাব[২]। আপনের মেড়া পিডা খাইতাইন[৩] অত মন খেচছে? তে লইন আইজয়েই কট্‌কি[৪] মেডা পিডা বানাইয়ালাই এইডা কি আর বউত সময়ের কাম!

যেই কথা হেই কাম, হৌরী বৌয়ে এই রহম কওয়্যা বলা কইর‍্যাই, টাইলত্য[৫] গিয়া ধান লামাইয়্যা, এলা লাগাইয়্যা, বাইন্যা, দুইট্যা, পিডা বানাইছে বানাইয়া পাইলাত পিডা রাইখ্যা হৌরী বৌয়েরে কইল ঃ বৌগো, তুমি পিডাডি জ্বাল দেও আমি একটা দৌড় দিয়্যা ঘাটত্য একটা ডুব দিয়্যা আই। হৌরী এই কথা কইয়্যা গেছেগা ঘাটয়। এদিক দিয়্যা বৌয়ে করছে কি, দেহে যে ঘরতন কেউ নাইগ্যা,[৬] তহন বৌয়ে করছে কি, পাইলার উপরে থাইক্যা একটা পিডা নামাইয়্যা মুই[৭] দিছে এমন সময় আল্লার কি কুদ্রত তার হৌরী আইয়্যা পড়ছে। হৌরীরে দেইখ্যাই বৌ পড়ছে বিপদঅ। অহন অত বড় পিডা, এই পিডা গিলতও পারে না চাবাইলে হৌরী দেইখ্যা কইব বুলে ঃ দেখছ, আমার বৌ কিমুন ছাব্‌রা।[৮] চুলার উপরের থাইক্যা বৌয়ে কাঁচা পিডা খাইতাছে।

বৌ এই মুস্কিল দেইখ্যা করছে কি, মুহের পিডা গালের এক কানিত নিয়্যা থইয়্যা দিছে। পিডা গালের কানিত নেওনে দেহা যায়, গাল ফুইল্যা তুম্বুরা লাইগ্যা রইছে। তহন হৌরী দৌড়াদৌড়ি কইর‍্যা বৌয়েরে জিগাইতাছে ঃ ও বৌ, বৌ গো, তোমার গালঅ কি অইছে গো বৌ?

তহন বৌত আর কিছুই কয় না। কথা কইলেই ত্য মুহের পিডা বাইর অইয়্যা পড়ব। হৌরী কত ভায় জিগাইতাছে তেও বৌয়ে আর কিছু কয় না। জামাই আইছে হৌর আইছে তারাও কত চেষ্টা চইত্য করল, না বৌয়েরে আর কিছু মতেই কেউরাও করাইত পারলনা। তহন হৌরী জামাইরে দৌড়াইয়্যা পাডাইছে কবিরাজের বাড়ীত। পরের দিন কবিরাজ আইছে, আইয়্যা রোগীরে দেখছে, কবিরাজ আছিন খুব চালাক। হে আইয়্যাই হগল[৯] হগল ব্যাপারই বুজছে। তহন কবিরাজ মনে মনে কইল ঃ বৌয়ের ত দেহা যায় যে রোগ আইছে এই রোগ ত মাইনষের সামনে ভালা করন যাইব না। কবিরাজ এই রহম কইর‍্যা ঘরঅ যারা আছিন

১। ইচ্ছা করে ২। আম্মা ৩। খাওয়ার জন্য ৪। কয়েকটি। ৫। গোলা ঘর থেকে (যেখানে ধান রাখা হয়) ৬। নেই ৭। মুখে ৮। লোভী ৯। সকল।

তারা হগলরেই কইল ঃ এই রোগ বড় রোগ। এই রোগের যদি আমি কবিরাজি করিতে এই ঘরঅ আর কেউ থাকতারতাইন না। আমি এহলা এর চিরকিৎসা[১] করবাম। কবিরাজের এই কথা হোইন্যা[২] ঘরের হগলই বাইল[৩] অইয়্যা গেল। তহন কবিরাজ বৌয়ের ধারঅ দিয়্যা কইল,

"আল গর্জনায় দিল পিড়া
গাল গর্জনায় খাও,
তুমি কইন্যা সতি থাক
শোইয়্যা নিদ্রা যাও।

কবিরাজের এই কথা হোইনা বোয়ে বুঝল যে, কবিরাজে হগল কথা বুঝ্যালছে।

তহন বৌ মুহের পিড়া ফালাইয়্যা দিছে—আর বৌ-ও ভালা অইয়্যা পড়ছে।

১। চিকিৎসা ২। কথা শুনিয়া ৩। ঠিক হইয়া।

॥ ২ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক ভোমরা আর এক গুবরে পোকা বন্ধু। ভোমরা ফুলে ফুলে মধু খায়। গুবরে পোকা গোবর খায়। বন্ধুর মধু খাওয়া দেখে গুবরে পোকারও খুব সখ হলো মধু খাওয়ার জন্য। এ বিষয়ে প্রায়ই সে বন্ধুকে বলতে লাগলো। অবশেষে একদিন ভোমরা বন্ধুকে এক ফুলের কাছে নিয়ে গেল। চলে আসার সময়ে বন্ধুকে বলে এলো যে সে যেন সূর্য উঠার আগেই ফুলের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসে নইলে ফুলের পাঁপড়ি বন্ধ হয়ে গেলে সে আর বের হতে পারবে না। কিন্তু গুবরে পোকা বন্ধুর সতর্ক বাণী ভুলে গিয়ে মধু খেতেই থাকলো এবং এক সময়ে ফুলের মধ্যে বন্দী হয়ে রইলো।

এক বামুন ফুল তুলতে এসে পূজার জন্য সেই ফুলটিও তুললো, ফুলের মালা তৈরী করে সে মহাদেবের গলায় দিয়ে পূজা করলো। সেই মালা এক বিধবা সারারাত সঙ্গে রেখে সকালে নদীতে ফেলে দিল। পানিতে পড়ে ফুলের পাঁপড়ীগুলো আবার সজীব হয়ে মেলে ধরতেই গুবরে পোকা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এবং উড়ে বন্ধুর কাছে গেল।

কাহিনী শুরু

সারাদিন কাডাইলাম আমি
মহাদেবের গলে
সারা রাইত কাডাইলাম
কাঞ্চন কামিনীর বাসরে
পরভাতে ভাসিলাম আমি
উত্তম গঙ্গার জলে
বাঁচি উঠিলাম আমি
কোন সুভাগ্যের ফলে ॥

একটা ভমর আর একটা গোবইরা পোকের আছিল[১] দুস্তি। দুই দুস্তের

১। ছিল।

খুব মিল। একজন আর জনরে থইয়া খায় না লয় না এমন কি ঘোমায়ও না। অত মিল অইলে কি অইব! দুই জনের দুই স্বভাব দুই জাত। গোবইরা পোহায় গোবর খায়, গোবর আঁছলায়, আর ভমর ফুলের মধু খায়, ফুলে ফুলে ঘুরে।

তে একদিন গোবইরা পোহায় ভমরারে ডাইক্যা কয়: দুছ, আপনে ত সারাদিন ফুলে ফুলে ঘুরুইন[1] ফুলের মধু খাইয়া মোজ করুইন। আর আমি গোরে থাইক্যা গোবরের পোক খাই! আচ্ছা দুছগো, ফুলের মধু খাওনডা আমারে হিঁগাইয়া[2] দিতাইন্যা[3]?

গোবইরা পোহার কথা হুইন্যা ভমর চিন্তায় পরছে। এক অইছে দুস্তের আবদার, আর অইছে দুস্তের আবদার রাহলে তার বিপদ। তে ভমর কি করব! অনেক ভাবনা চিন্তা কইরা কয়ঃ

দুছ, যার কাম তারে সাজে
অপরের লাড়ি ঠোঙ্গা বাজে।

তে কথা অইছে দুছ, এইতা আপনে পারতাইন[4] না। মধু খাইতাইন[5] যাইবাইন[6] আরও বিপদে পরবাইন[7]।

কে হুনে[8] কার কথা! ভমরের কথা হুইন্যা গোবইরা পোহায় মনে করছে যে ভমর তারে বাইল[9] দিয়া ভুলাইত চায়। না এইদিন থাইক্যাই গোবইরা পোহায় ভমরের লগে আর কথা বার্তা কয় না।

ভমর তে কি করব! দুস্তের বিপদ জাইন্যা ও একদিন রাইত থাকতে ভমরে তারে লইয়া গেছে বাগানে। খুব ভালা একটা ফুলের মাইঝে[10] গোবইরা পোহারে ভুইল্যা দিয়া কইয়া দিছে যে,

আরে আরে পরানের বন্ধু
তুমি ফুলের মধু খাইও
রাতি পরভাত না হইতে
ফুলে বন্দী না হইও।

ভমর এই কথা কইয়া গেছেগা। এইহান দিয়া গোবইরা পোহে মধু খাইতাছে। গোবইরা পোহে মধুর স্বাদ পাইয়া হগলতা[11] ভুইলা খাইতেই আছে। এইহান দিয়া এক এক কইরা সহাল[12] অইছে, রইদ উঠছে।

১। ঘোরেন ২। শিখিয়ে ৩। দিবেন না ৪। পারবেন না ৫। খেতে ৬। যাবেন ৭। পড়বেন ৮। শুনে ৯। মিথ্যে কথা ১০। মাঝে ১১। সব ১২। সকাল।

রইদের তেজ পাইয়া মেলাইন ফুল জোড়া লাইগ্যা গেছে। ফুলের পাপড়ি জোড়া লাগনে গোবইরা পোক ত ফুলের মাইঝে আটকিছে। আটকিছে যে আটকিছেই, অহন আর বাইর অহত[২] পারে না। ভালা কইরা রইদ বান উঠছে।

বাবুন[৩] বাগানে আইয়্যা ফুল তুলছে। আর আর ফুলের লগে হেই ফুলডা ও তুইল্যা লইয়া বাড়ীত গেছে। ফুলের মালা গাঁইত্যা এই মালা বাবুনে মহাদেব ঠাহুরের গলাত দিয়া পূজা পালই করছে। মালা সারাদিন ঠাহুরের গলাতেই রইছে সইন্ধ্যার আগখানে[৪] এক রারী[৫] বিধবা এই মালা নিয়া তার ঘরে রাখছে। বিধবা এই মালা সারা রাইত পূজা কইরা সহালে কি করছে, গঙ্গার জলে নিয়া ভাসাইয়া দিছে। ফুলের মাইঝে গোবইরা পোহায় ত তার জীবনের আশা ছাইড়া কাব্ডা লাইগ্যা রইছে। অতক্ষণ তেও বাঁচনের আশা আছিন, অহন পানিত পইড়া হেই আশাও ছাইড়া দিছে।

আল্লার কুদ্রত! আর এক কেরামতি! হুকনা ফুল, পানির মাইঝে পড়নে তাজা অইছে, ফুলের পাপড়ি আপনের থ্যাইক্যাই মেইল্যা উঠছে। পাপড়ি মেলনে গোবইরা পোক দুইদিন পরে ফুল থাইক্যা বাইর অইয়া উড়া দিছে। উড়তে উড়তে হেইতার জাগাত গেছে।

দুইদিন যাবত দুস্তের না দেইখ্যা ভমরত বেহুশ[৬] অইয়া এইহানে গোবইরা পোহেরে বিছরাইতাছে।[৭] বিছরাইতে বিছরাইতে এইদিন আইয়া পোহের দেহা পাইয়া জিগাইতাছে ঃ কি দুছ, আপনে এই দুইদিন কই আচলাইন?

তহন গোবইরা পোহে কয় ঃ

সারা দিন কাডাইলাম আমি
দেব মহাদেবের গলে
সারা রাইত কাডাইলাম
কাঞ্চন কামিনীর বাসরে!
পরভাতে ভাসিলাম আমি
উত্তম গঙ্গার জলে
বাঁচি উঠিলাম আমি
কোন সভাগ্যের ফলে॥

১। অনেক ২। বের হতে ৩। ব্রাহ্মণ ৪। পূর্বে ৫। বন্ধ্যা ৬। বেহুঁশ ৭। খুঁজছে।

॥ ৩ ॥

সার-সংক্ষেপ ঃ

সোনা নাপিতের ছেলে খুনা লেখাপড়া শিখে বিদেশে চাকুরী করে। সেখানে সে নিজের পরিচয় গোপন করে এক বামুনের মেয়েকে বিয়ে করে। কিছু দিন যেতেই সে নাপিতদের স্বভাব সুলভ আচরণ অনুযায়ী স্ত্রীকে মারধোর শুরু করে। একদিন বাজারে গিয়ে তারই গ্রামের রাম সোনার সঙ্গে তার দেখা হলো। রাম সোনা এখানে গণকের ব্যবসা করে। কথায় কথায় খুনা কিভাবে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করেছে. সব কথা রাম সোনাকে বলে ফেলো। কিন্তু বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারলো এবং রাম সোনার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে কিছু টাকা দিয়ে ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বললো।

রাম সোনা রাজী হয়ে বাড়ী যাওয়ার পথে গোপনে খুনার শ্বশুর বাড়ীতে গেল। সেখানে খুনার শাশুড়ীর অনুরোধে সে খুনার বউ-এর হাত দেখলো। হাত দেখার সময়ে সে খুনার বউকে এমন এক মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেল, যে মন্ত্র শুনে খুনা আর কোনদিন তার বউকে মারতে সাহস করলো না।

কাহিনী শুরু ঃ

সোনার পুত খুনা
ইডা আম তইল ঘর---
রাম সোনায় কইয়া দিছে
এমুন এমুন কর ॥

ইডা আমতইল গেরামের সোনা নাপিত। সোনা নাপিতের পুত অইছে নাপিত। খুনা যে খুব সুন্দর, দেখতে হুনতে লাবুস লুবুস।[১] তারার জাতের কোন ছাম[২] পাইছে না। তে রাম সোনায় কি করছে. এমুন সুন্দর পুতেরে তারার জাত বেবসা নাপিত গিরি না হিগাইয়া ইস্কুল

১। নাদুস নাদুস ২। মিল।

দিয়া লেহাপড়া শিহাইছে। খুনা লেহাপড়া শিইক্ষা বড় বিদ্যান অইছে। অইলে কি অইব, নাপিত দেইখ্যা তার কেউ চাহরী[1] দেয় না।

চাহরী যহন পায় না, তহন এই দুঃখে খুনা কি করছে, দেশ ছাইড়া বিদেশে গেছে গা। মনে করছে যে দেশে যহন চাহ্‌রী বাহ্‌রী মাইনষে দেয় না তে বিদেশে গেছে চাহ্‌রীর তালাশ করি। যে কথা মনে করছে হেই কথাই। বিদেশ অচিন জাগায় যাইতেই তার চাহ্‌রী অইয়া গেছে।

চাকরী ত অইছে অইছেই, খুনার এমুন রূপগুণ দেইখ্যা এক বাবুনে চায় তার ট্যোন মায়া[2] বিয়া দিয়া ঘর জামাই রাখত। তে বাবুনে লোকজন দিয়া খুনারে জিগাইছে হে কি জাতের। খুনা ভালা মাইষের লাগান কইয়া দিছে হে বাবুন জাত।

তে আর কথা কি! দিনক্ষণ দেইখ্যা খুনার কাছে বাবুনে মায়াডা বিয়া দিয়া দিছে। খুনা বাবুন মাইন্যা লইয়া হুউর বাড়ীতেই ঘর জামাই থাহে।

ভালায় ভালায় কিছুদিন গেছে। শত অইলেও জাতের একটা ধারা থাহে। তে খুনায় কি করে, এক খানতে ঘরে আইব, আইয়াই আর কথা নাই অন কারণে[3] বউয়েরে ঠেলাডা মারব, ধাক্কাডা মারব, চড় চাপড়টা মারে। যতই দিন যাইতাছে খুনার এই আত[4] লাড়াডা খালি বাইড়াই যাইতাছে। তে বউ কি করব! মারট্যোন[5] কয় বাপেরট্যোন কয়। কইলেই কি, জামাইয়ে ঝিরে এই রহম অত্যাচার করে, অহন করব কি! এই দুঃখু সইয়াই দিন তারা কাডাইতাছে।

দিন যাইতাছে। একদিন খুনা বাজারে গিয়া দেহে যে, তার গাঁওয়ের জাত ভাই রাম সোনা "গনক ঠাহুরের" বেবসা লইয়া এই-দেশে বেবসা করত আইছে। রাম সোনারে দেইখ্যা খুনা পলাইয়া যাইতাছিল গা। তে অত্‌খামাইরা[6] রাম সোনা খুনারে দেইখ্যাই ডাকতাছে: আরে এইলা কেলারে, আমরা খুনা নাহি?

রাম সোনার ডাক দুইন্যা খুনা তাড়াতাড়ি আইয়া কয়: হ কাহা আমিই। তে তুমি এই দেশে কোন দিন আইছ? —ইত্যাদি এক এক

১। চাকরী ২। মেয়ে ৩। বিনা কারণে ৪। হাত ৫। মার কাছে ৬। হঠাৎ করে।

কইরা দেশ গাঁওর খবরাখবর লইছে, বাপ মার হাল হকিকত জানছে। এইহানে বাইল পরিচয়[১] দিয়া যে এক বাবুন ছেড়ী সাদি করছে এইতা বেবাকতা রাম সোনারট্যেন কইছে।

খুনায় বেবাক কথা কইছে ত কইছেই অহন ঠেকছে আর এক বিপদে। রাম সোনায় যুদি এইহানে কোনু ভায়[২] তার পরিচয় দিয়া দেয়, তে ত হগল কুলই যাইব। কতাত আর মাইনষেরট্যেন থাহে না, তার হউর[৩] বাড়ীর লোকে জানতে পারলে হাঙ্কুন[৪] মাইরা বিদায় করব।

তে খুনায় অনেক চিন্তা ভাবনা কইরা রাম সোনারে কয়ঃ কাহা, বিষয় অইছে কি, এই দেশটার মিল চরিত্র বেশী ভালা না। আপনে এই দেশে থাকলে আমরা দুইজনই যে এক জাতের এই গোপন কথাডা বাইর অইয়া পড়ত পারে। আমি যে নাপিত জাত, এই কথা যুদি আমার হউর বাড়ীর কেউর কানে যায় তে আমার কাম শেসে কইরা দিব। এরতে ভালা কিছু টেহা পইসা দিয়া দেই এইডি লইয়া আর এক দেশে আমি যাওহাইন[৫] গা। খুনার কথা হুইন্যা রাম সোনায় তার ট্যেনতে শ দুইয়েক টেহা লইয়া বিদায় অইছে। কথা দিছে এই দেশে আর থাকত না। থাকলে ত দুই জনেরই ক্ষতি।

রাম সোনা অইছে নাপিত জাত; কি ধুরন্ধর! খুনারট্যেনতে গইন্যা বাইছ্যা টেহাডি[৬] লইয়াই মাইনষেরট্যেন জিগাইয়া জিগাইয়া যেই গাঁও খুনার হউর বাড়ী, হেই গাঁও গেছে। গাঁওয়ে দিয়া হাইট্যা[৭] যাইতাছে আর কইতাছেঃ কার কি গনার আছে গো? গইন্যা আগাপাছা সুখ দুহের কথা কইতাম পারি। বাড়ী বাড়ী এমুন কইয়া যাইতেছে। খুনার হউর বাড়ীর সামনে আইয়া যহন এইন কইছে, তহনেই খুনার হউরী তাড়াতাড়ি গনক ঠাহুররে ডাইক্যা আইন্যা বওয়াইছে।[৮] বোড[৯] অতদিন ধইরাই গনক বিচড়াইতাছিল। অহন পাইছে তে আর ছারে কেরে। খুনায় বউয়েরে ডাইক্যা গনকের কাছে আইন্যা কয়ঃ গনক ঠাহুর বাবা, এই মায়াডার রাইশটা এটুক গইন্যা দেইখ্যা দিবা। মায়াডারে এক বিদেইশ্যা জামাইয়ের কাছে বিয়া দিয়া জামাই ঘরে রাখছি। আগে জামাই ভালই আছিন। অহন কিছুদিন ধইরা এমনেই অহনাতে[১০] জামাই ঘরে আইয়াই মায়াডারে বহা

১। মিথ্যে পরিচয় ২। কোন প্রকারে ৩। শ্বশুর ৪। এক প্রকার অস্ত্র ৫। যাও ৬। টাকা গুলি ৭। হেটে ৮। বসিয়েছে ৯। মহিলা ১০। এখন।

বাদ্যি করে, চড়টা ছাপড়টা মারে। বাবা এইডার কি দোষটা যে অইল এইডা একটুক গইন্যা কইয়্যা দিবা।

রাম সোনা ত বুঝই পাইছে। তে হে মাডির মাইঝে একটা দুইডা আঁক দিয়া কয়ঃ এ গো বুড়া বেডি, আপনের জামাইরে একটা উপরি দোষে পাইছে। কিছু টেহা পইসা পাইলে এই দোষ সারাইয়া দিতারবাম।[১] এইহানে এই রহম কইরা আরও একশ টেহা লইয়া খুনার বউয়েরে কানে কানে একটা মন্ত্র হিঁহাইয়া কইছে যে—জামাই বাড়ীত আইয়া অহনাতে বহা বাদ্যি কি মাইর ধইর করত চাইলে এই মন্ত্রডা তারে হুনাইয়া কইবা তেই, জামাইর উপরি রোগ ছাইড়া যাইব।

রাম সোনা এই কইরা টেহা পইসা লইয়া তাড়াতাড়ি সইরা পরছে। এর কিছুক্ষণ বাদেই খুনা বাজার কইরা বাড়ীত আইছে। বাড়ীত আইয়াই আর কথা বার্তা নাই, রোজের অভ্যাস মত অন কারণে বউয়েরে ভেদা[২] মারতাছে, বহা বাদ্যি করতাছে। বউ তহন গনকে যে মন্ত্রহান হিঁহাইয়া গেছিন, এইডা কইতাছে ঃ

সোনার পুত খুনা
ইডা আমতইল ঘর
রাম সোনায় কইয়া গেছে
এমুন এমুন কর ।।

খুনা ত বউয়ের মুহে এই কথা হুইন্যা তাজ্জব অইয়া গেছে। মনে করছে, রাম সোনা আইয়া হগল কইয়া গেছে। তে অহন বেশী কিছু করলে তার রক্ষা নাই।

এই মনে কইরা এইদিন থাইক্যাই খুনা ভালা মানুষ অইয়া গেছে। বউয়েরে সেইব্যা থাহে। তারা ও হেইহান দিয়া গনকের মন্ত্রের খুব বাহানা করতাছে।

১। দিতে পারব ২। লাথি দেওয়া।

সার-সংক্ষেপ

কয়েকটি ছেলেমেয়ে একটি কাকের বাচ্চা ধরে এনে তার পাখনা ছাড়িয়ে ফেললো। পরে তাকে ফেলে রেখে গেলে এক পানকৌড়ি তাকে নিজের কাছে রেখে লালন করা শুরু করলো। কিছুদিন পর পাখনা উঠলে কাকের বাচ্চাটি এদিক সেদিক উড়ে গিয়ে আম কাঁঠাল খাওয়া শুরু করলো। এই সব ফলের স্বাদ পেয়ে আর পানকৌড়ির কাছে থাকতে চাইলো না। সে পানকৌড়িকে এই বলে চলে গেল যে পানকৌড়ি যখন ডুব দেয় তখন তার পশ্চাদ্দেশ দেখা যায়। দেখলে অযাত্রা হয়। পানকৌড়ি বুঝলো সব, বললো: 'আমে রস আছে, সুতরাং আমার পশ্চাদ্দেশের দোষতো হবেই।"

কাহিনী শুরু

আমে অইছে রস
　　কাঁডলে[১] অইছে কুষ
অত দিনে পানিখাওরীর
　　মার্গের অইছে দুষ।'

বিষয় অইছে কি—

চৈত বৈশাখ মাসে ক্যাওয়ায়[২] ছাও তুলে না? তে পাড়ার পোলা[৩] পুড়িরা কাওয়্যার বাসাত্তো একটা ছাও পাইড়া এইডারে লইয়া খুব খেলা মেলা কইরা, বেবাকটি[৪] পাখ ছিইড়া এক বিলের কানিত নিয়া ফালাইয়া দিছে।

ছাওডা না মরা না জেঁতো পেঁকে পাইন্যে[৫] পইড়া রইছে। পাখা নাই তে উইড়াই যায় ক্যামনে?

আল্লা সয়, একটা পানিখাওরী[৬] যে কি করত এইহানে আইছিন[৭]। এইডায় এই কাওয়ার ছাওডারে দেইখ্যা কি করছে, ছাওডা নিজের বাসাত

১। কাঁঠালে ২। কাকে ৩। ছেলেমেয়েরা ৪। সকলটি পালক ৫। পাঁকের মধ্যে ৬। জলপাখী বিশেষ ৭। এসেছিল।

নিয়া ঝিপুতের লাগান লালন-পালন করতাছে। বিলেরতো[১] মাছ ধইরা আইনা খাওয়াইয়া পরায়া সিয়ান করতাছে।

এই মতে দিন যাইতেছে। পরায় মাস চাইরেক গেলে ছাওড়া একটুক বড় অইছে, আর নয়া পাখও উঠছে। অহন এইহানে হেইহানে উইড়া এইডা হেইডা ধইরা খাইয়া হেই পানিখাওরীর বাসাত আইয়া থাহে। এই করতে করতে জ্যৈষ্ঠ মাস আইছে। একদিন কাওয়্যার ছাওড়া গেরাম গিয়া দেহে গাছে গাছে আম কাঁডল পাইক্যা রইছে।

তে আম কাঁডল খায় আর কয় ঃ এই হানে অত অত খাওন থইয়া আমি বুঝি পানিখাওরীর এই হানে থাকবাম! আমার সামনে পানিখাওরী ও একটা পক্ষী নাহি? আমি অইছি কি সুন্দর। তে এই দিন ছাওড়া আর পানিখাওরীর বাসতি গেছেনা, গেরামেই রইছে। চাইর পাঁচ দিন পরে একটা উছিলা[২] লইয়া পানিখাওরীর ট্যেনতে[৩] বিদায় আনত গেছে।

কাওয়্যা পানিখাওরীরে গিয়া কয় ঃ মামু. আমি আর তোমার এইখানে থাকতাম পারি না।

পানিখাওরী কয় ঃ কিরে বেডা, আমার এইহানে থাকতারছুনা কেরে? কি অইছে?

কাওয়্যায় কয় ঃ অইছে যে মামু, তোমরা অইছ উল্‌ডা জাত। বাসাত্যে লাম্যাই মাথাডা পানির তলে দিয়া ম্যার্গডা উপুরভায়[৪] ভাসাইয়া শিহার ধর। বেনসর বেন্নক্কই[৫] তোমার ম্যার্গ দেখলে আমার সিদ্দি অয়না। এর লাইগ্যা যাইতাম তো চাই।

এই কথা হুইন্যা পানিখাওরী কয় ঃ হেইডা ত বুঝলামই, যাইতে লইছে বেডা যা, তে কথা অইছে কি অহন—

আমে অইছে রস
কাঁডলে অইছে কুষ
অত দিনে পানিখাওরীর
মার্গের অইছে দুষ

১। বিল হতে ২। কারণ ৩। পানি কৌড়ীর নিকট হতে ৪। উপর দিকে
৫। প্রতিদিন ভোরে।

॥ ১ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক গ্রামে এক ধনী গৃহস্থ বাস করতো। সে তার মেয়েকে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে বিয়ে দিল। কালক্রমে গৃহস্থটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। এত খারাপ যে প্রতিদিন তার ডালভাতের চেয়ে বেশী কিছু জোটানোর সামর্থ রইলো না। তাই কিছু ভালমন্দ খাওয়ার আশায় তার ধনী বেয়াই বাড়ীতে গেল। গিয়ে দেখে বেয়াই পাটক্ষেতে আগাছা বাচছে। সেও তার সঙ্গে কাজ করা শুরু করলো।

এমন সময়ে ধনী বেয়াইয়ের বাড়ীতে আর এক ধনী বেয়াই আসাতে সে এই গরীব বেয়াইকে কিছুক্ষণ কাজ করতে বলে চলে গেল। এদিকে দুপুর গড়িয়ে যায় তবুও খাওয়ার ডাক আসে না। দেখে গরীব বেয়াইটি পাটক্ষেত থেকে বাড়ী চলে গেল। গিয়ে দেখে দুই ধনী বেয়াই খেয়ে দেয়ে গল্প-সল্প করছে। গরীব বেয়াইকে দেখে ধনী বেয়াই শশব্যস্তে তাকে খাবার দিতে বললো। কিন্তু তখন ডালভাত ছাড়া কিছুই দিল না। সুতরাং গরীব বেয়াইয়ের ভাগ্যে ডালভাত ছাড়া আর কিছুই জুটলো না!

কাহিনী শুরু

"ধনীর ধইন্য আলা জালা
নিধইন্যোর ধন কাবাশ তলা
ওরে গঙ্গার জল,
আমি আইছি গোদারার নায়
তুই আইছ কার নায় ?

বিষয় ওইছে কি,

এক গিরছ[২]। হে খুব ধনী, তার ঝিরে এমুন এক ধনী গিরছের বাড়ীতে বিয়া দিছে। দিন যাইতাছে। না, আল্লার কুদ্রত! ধনী আছিন গিরছ।

১। পাট গাছের তলে ২। গৃহস্থ।

অইয়া গেছে গরীব। এমুন গরীব অইছে যে, দিন আনে তে খায়, না আনলে উবাশ[1] যায় ?

ভাতের ব্যবস্থা কালে ও ডাইলের বেশী আর কিছু জোগাইত পারে না। ডাইল খাইতে খাইতে গিরছের মন ঝালা পালা অইয়া গেছে ।

গিরছ একদিন মনে মনে কয় ঃ আইজ আমার বিয়াইয়ের বাড়ীত যাইবাম[2]। বিয়াই খুব ধনী। তে হেইহানে গেলে খাওডায়া খুব ভালো পাইবাম[3]। গিরছ এই মনে কইরা কি করছে, তার বিয়াইর বাড়ীত রনা[4] করছে। পথে একটা ছোড়ু[5] নদীর গোদারা[6] দিয়া পার অইয়া, তার বিয়াইর বাড়ীর কাছ গিয়া দেহে, বিয়াইরে পথের কানিতেই নাইল্যা ক্ষেতে বাছ বাছতাছে।[7] তে গিরছ ক্ষেতে গিয়া বিয়াইর লগে বইয়া আলাপ সালাপ করতাছে। আলাপ সালাপ করতে করতে তার বিয়াইর বাড়ীত্যে খবর আইছে যে, তার ছোড়ুপুতের[8] হউর আইছে। এই খবর পাইয়া তার এই গরীব বিয়াইরে কয় ঃ বিয়াই, আপনে এই ক্ষেতেই বইয়া একটুক বাছ বাছতে থাকুক্যাইন,[9] আমি বাড়ীত হেই বিয়াইর লগে একটুক দেহা কইরা আই। আর খাওন করনেরও ভাও কইরা আই।[10] আসল কথা, ছোড়ু পুতের হউর অইছে খুব ধনী। আর এই বেডা ত অহন গরীব অইয়া গেছে, তে তার অত যত্নডা কি। গরীব গিরছরে ক্ষেতে বসাইয়া[11] হেই বেডা গেছে বাড়ীত। গিয়া নয়া বিয়াইরে লইয়া খুব আমুদ আহলাদ করতাছে। জাতে জাতের তয় তরকারী রানছে, তে তুই বিয়াইর খুব কইরা খাওয়া দাওয়া করছে। আর এইহান দিয়া যে এই গরীব বিয়াইরে ক্ষেতের ওয়ইয়া থইয়া আইছে এইডা তার মনেই নাই।

ছ আধদিন বিয়াইর লাইগ্যা বাছরইয়া[12] থাইক্যা গেছে জামইর বাড়ীত গিয়া বিয়াইরে কয় ঃ কি বিয়াই, আমারে যে ক্ষেতে থইয়া আইলাইন[13] আরত গেলাইন না[14]। ঃ আরে আরে বিয়াই, এইডা ভুলেই অইয়া গেছে। আপনের কথাডা আমার একেবারেই মনে আছিন না।

১। উপোস ২। যাব ৩। পাব ৪। রওনা ৫। ছোট ৬। নৌকা ৭। নিড়াচ্ছে ৮। পুত্রের ৯। ক্ষেত নিড়াতে থাকেন ১০। ব্যবস্থা করে আসি ১১। বসিয়ে রেখে ১২। অপেক্ষা করে থেকে ১৩। এলেন ১৪। গেলেন না।

বিয়াই যহন অইছে, তহন গরীব অওক আর ধনী অওক ত খাওয়ানি লাগে। অহন খাওয়াইবই কি দিয়া। ডাইল ছাড়া আর কোন তরকারী নাই। কি আর হরব! এই বেডার লাইগ্যা আর একটা রান্ধনের কি ঠেহাডা পড়ছে! যে ডাইল আছিন হেই ডাইল আইন্যা ভাত দিছে। গিরছ খাইত বইয়া[১] ডাইল দেইখ্যা ডাইলেরে কয়ঃ

ধনীর ধইন্য আলা জালা
নিধইন্যার ধন কাবাশ তলা,
ওরে গঙ্গার জল
আমি আইছি গোদারার নায়
তুই আইচ্ছ কার নায়?

অর্থাৎ ধনী বিয়াই আইছে তারে লইয়া আলাজালা আর আমি গরীব, আমার বওন নাইল্যা ক্ষেতে। আর ডাইল ত জল দিয়াই পাক অয়। তে বাড়ীত যে ডাইল্যে ডাইল এই হানেও হেই ডাইলেই। তে আমিবেন গোদারা দিয়া নদী পার অইয়া আইছি ডাইল পার অইল কি কইরা।

১। খেতে বসে।

ফরিদপুর

ফরিদপুর থেকে এই ৬টি শোল্‌কী কিস্‌সা সংগ্রহ করেছেন
বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক শ্রীচিত্তরঞ্জন
বিশ্বাস। তাঁর বর্তমান ঠিকানা সাং—
গোলাবাড়িয়া, পোঃ—বেদগ্রাম, থানা/
মহকুমা—গোপালগঞ্জ, জেলা—
ফরিদপর।

॥ ১ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক ছিল ফকির। তার ছিল এক সুন্দরী বউ। সেই বউ-এর সঙ্গে ভালবাসা ছিল সেই গ্রামের মাতবরের। কিন্তু ফকিরের জন্য তাদের মেলামেশায় অসুবিধা হতো বলে তারা ফকিরকে মেরে ফেলা ঠিক করলো এবং এই উদ্দেশ্যে বিষ মাখানো মোয়া ফকিরকে দিয়ে তাকে দূরে ভিক্ষা করতে পাঠাল।

চল্‌তে চল্‌তে রাত হয়ে গেলে ফকির এক জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের উপরে বসলো। এদিকে কয়েকজন ডাকাত ডাকাতি করে ঐ গাছের নীচে এসে বসলো মালামাল ভাগ করার জন্য। এমন সময়ে উপর থেকে মোয়ার টোল্‌লাটা নীচে পড়ে গেলে সব ডাকাত উপরের দিকে তাকালো। কিন্তু অন্ধকারে কাউকে দেখতে না পেয়ে মোয়াগুলি তারা খেয়ে ফেললো এবং খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল।

ফকির বুঝতে পারলো, তাকে মারার জন্যই মোয়ার মধ্যে বিষ দেয়া হয়েছিল। সে গাছ থেকে নেমে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ীর পথে রওনা হলো।

বাড়ীতে এসে দেখে যে তাকে মৃত মনে করে মাতবর এবং তার বউ ঘরের মধ্যে নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রেম লীলায় মত্ত। আচমকা ফকিরের সাড়া পেয়ে মাতবর পালাবার জন্য জানালা দিয়ে দিল এক লাফ। কাছেই ছিল একটি এঁড়ে গরু। লাফ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গরুর শিং-এ বিদ্ধ হয়ে গেল। এই নিয়ে ফকিরের বউ আদালতে নালিশ করলে ফকির আদ্যপান্ত সব ঘটনা খুলে বললো এবং বেকসুর খালাস পেল।

কাহিনী শুরু

কপাল যদি আচান[১] হয়
পইড়া পায় সোনা,
মুড়ি খাইয়া মলো তারা
মানুষ তিন্ জোনা।

১। ভাল

আমারে যে মারতি চালো
মারা গ্যালো সে,
পালের আইড়া[১] মানুষ মারলি
বিচিয়ার[২] অরে কে ?

এ্যাক দ্যাশে ছেলো এক ফকির, আর ছেলো তার পরিবার।[৩] তার পরিবারের বয়স ছেলো অল্প। ভারি সোন্দার[৪] ছেলো ফকিরির পরিবার। তারে দেখ্‌লি ভালো মান্‌ষেরও মাথা ঘুইরা যায়। স্বভাবটা তার ত্যামোন ভাল ছেলোনা।

ঐ দ্যাশে ছেলো এক মাতুব্বর। তার সাথে ছেলো ফকিরির পরিবারের ভালবাসা। কিন্তু ফকিরির জ্বালায় তাগো মেলামেশাতে ভারি অসুবিধা হতো। ওরা চিন্তা করলো ফকিররি বাড়ীরাতিয়া[৫] না খেদাতি পারলি ওগো সুবিধা হবেনা। তাইনা মনে অইরা[৬] ফকিররি তার পরিবার কয় যে, এক কাচ্ কর।[৭] দ্যাহোদেহি, দূরি গেলি কিছু বেশী টেশী ভিক্ষিয়া পাওয়া যায়নে কি ?

এ্যাতো কয় তবু ফকির বাড়ীরতিয়া বারুয়ায় না।[৮] দিন ভইরা ভিক্ষিয়া ঠিক্ষিয়া অইরা রাত্রি বাড়ী ফিরে আসে। রাগের জ্বালায় আর বাচেনা তার পরিবার।

মাতুব্বরও চেইতা গেছে।[৯] শালার ফকিররি না মারতি পার্‌লি আর ভাস্যি[১০] নাই। কিভাবে মারা যায়, ফকিরির পরিবার বার্তা[১১] নয় মাতুব্বরের কাছে। মাতুব্বর কয় যে, ওরে দূরে পাটাত[১২] হবে ভিক্ষিয়া অরতি। যেভাবেই হোক্, পাটান দরকার। মাতুব্বর শিহোইয়া[১৩] দ্যায় আচ্ কিয়া[৪] তুমি জন্মের ঝগড়া[১৪] বাঁধাবা। ওরে বাড়ীরতিয়া খেদান দরকার।

মাতুব্বরের কথামত ফকিরির পরিবার বাধাইছে তো ঝগড়া। আহ্নানে ফকিরও বিরক্ত হইয়া গেইছে, কলো যে, আমার ঝোলা কম্বল দ্যাও, যাই দেহি দক্ষিনি। এবার ভিক্ষিয়া না পালি আর বাড়ী ফেরব না। এইয়া শুইনা ভারী খুশী হইছে ফকিরির পরিবার।

নিত্যি গুতায় ফাষাণ[৫] ক্ষয়। ক্য়দিন আর সহ্য অরা যায়।

১। এঁড়ে গরু ২। বিচার ৩। স্ত্রী ৪। সুন্দর ৫। বাড়ী হতে ৬। মনে করে ৭। কাজ কর ৮। বের হয় না ৯। রেগে গেছে ১০। স্বস্তি ১১। জিজ্ঞাসা করে ১২। পাঠাতে হবে ১৩। শিখিয়ে ১৪। তুমুল ঝগড়া ১৫। পাষাণ।

এইয়াইতো[১] চাতিছে সে।

তাড়াতাড়ি ঝোলা কম্বল বায়োরিয়া[২] দ্যায় ফকিরির বৌ। আর এট্টা হুড়ুমির টোলা[৩] দেলো বিষ মিশোইয়া।[৪] সেই ঝোলা আর হুড়ুমির টোলা নইয়াতো বারোইয়া পড়ল ফকির সাব। হাট্‌তি হাট্‌তিতো অনেক দূর গেইছে। এট্টা গাছের তলায় বইসা ভাব্‌তাছে, হুড়ুম কয়ড়া আহানে[৫] খাই। আবার ভাব্‌তিছে, না, খাবনা। আহানে খালি পরে আবার পাবানি[৬] কোহানে।[৭] এইয়া ভাইবা আবার ঝোলা টোলা নইয়া উইঠা পড়ল ফকির সাব। আবারও হাট্‌তি হাট্‌তি অনেক দূর গেইছে। ক্ষিদিয়াও নাক্‌ছে ফাকিরির। হুড়ুমির ঝোলাডা বায়োরিয়া খাবে আহানে।

এবারও এট্টা গাছের তলায় বইছে খাবার জন্যি। ঝোলাডা খুইলা এবারও ভাবতিছে, না, খাবনা। আহানে খালি পরে আবার পাবানি কোহানে। এইয়া মনে কইরা আবার বাইন্ধা থোলো হুড়ুমির টোলাডা। আবার হাট্‌তি হাট্‌তি অনেক দূর গেইছে। আহানে আর গেরাম বাড়ী ছোহি পড়েনা।[৮] অরুন[১০] জঙ্গল। সেহানে গাছ পালা ছাড়া আর কিছু নাই। সেই জঙ্গলের মদ্যি[১১] যাইয়া ফকির ভাব্‌তিছে কোহানে থাকা যায়। ঘর-বাড়ী কিছু দ্যাহে না[১২]। ফকির ভারি চিন্তিয়ায় পইড়া গ্যালো। তাই তো কি অরি। শ্যাষকালে কি বাগ ভল্লুকির[১৩] প্যাটে না যাতি হয়। খুচ্‌তি[১৪] যায়ে কোহানে একটু আশ্রয় পাওয়া যায়। খুচ্‌তি খুচ্‌তি রাত হইয়া গেইছে। আহানে আর কোহানে যায়। দ্যাহে এট্টা মস্ত গাছ। বড় বড় তিন হান ডাল এক জাগার তিয়া তিন দিক ছড়াইয়া গেইছে। সেই গাছে যাইয়া উঠ্‌ছে তো ফকির।

সেই তেডালায় বইসা আরামে বইছে ফকির। সেহান তিয়া ঘোমালিও পড়ার কোন ভয় নাই। গাছে উইটা ফকির ভাব্‌তিছে, হুড়ুম কয়ড়া আহানে খাই। বায়োরিছে টোলাডা। আবার ভাব্‌তাছে, আহানে খাইয়া ফেল্লি বেহানে[১৫] কি খাবানে। থাইকগিয়া আহানে খাবনা। বেহানে থাথুলিয়া[১৬] খাবানে। আবার থুইয়া দেলো হুড়ুমির টোলাডা। হুড়ুমির টোলাডা ফাশে[১৭] থুইয়া, ফকিরতো পড়লো ঘুমোইয়া।

১। এই তো ২। বের করে ৩। মুড়ির টোপলা ৪। বিষ মিশিয়ে ৫। এখন ৬। পাব ৭। কোথায় ৮। লেগেছে ৯। চোখে পড়েনা ১০। গহীন ১১। মধ্যে ১২। দেখে না ১৩। বাঘ-ভালুক ১৪। খুঁজতে ১৫। সকালে ১৬। গাত্রোত্থান করে ১৭। পাশে।

এদিকে অরছে কি, তিনজন চোর চুরি টুরি কইরা ঐ গাছের তলায় আইসা টাহা পয়সা ভাগ করতিছে।

এই সোমায় কি অইরা[১] যেন ঐ হুড়ুমির টোলাডা পড়িছে গাছের তিয়া। চোরারা গাছের উপর তাহাইয়া[২] দেখ্তি নাগলো কোহানতিয়া[৩] পড়িছে এই হুড়ুমির টোলা। অন্ধকারের মদ্যি ভালো কইরা কিছু দেখতি পালো না তারা। শ্যাষে ঐ হুড়ুম খুইনা খাতি নাগলো তারা।

তাগেও ক্ষিদিয়ায় কাম সারা। সারারাত ধইরা চুরি অরা[৪] তো। দ্যাহে যে আহুড় গুড়[৫] দিয়া মাহানো[৬] রইছে হুড়ুম কয়ডা। এর মদ্যি বিষ মিশানু থাক্‌তি পারে তা তারা চিন্তিয়াই অরলনা।[৭]

সেই বিষ মিশানু হুড়ুম খাইয়া মইরা সেই গাছের তলায় পইড়া রইছে কয় চোরা। বেহান ব্যালা গাছেরতিয়া লাইমা দ্যাহে যে কয়জন মানুষ মইরা রইছে। কাছেই তাগো টাহা পয়সা, গয়না গাটি। তাই না দেইহা ফোত কইরা[৮] ফকির সেই টাহা পয়সা আর গয়না গাটি এট্টা টোলা বাইন্ধা ওহান তিয়া সইরা পড়লো। তাড়াতাড়ি আহানে হাট্‌তিছে ফকির সাব। ক্ষিদিয়ার কথা আহানে আর তার মনেও নাই।

এট্টা বাজারে যাইয়া কিছু খাবার টাবার খাইয়া আবার হাট্‌তি নাগলো ফকির। তাড়াতাড়ি হাট্‌তি নাক্‌ছে আহানে ফকির। যার জন্যি দ্যাশের তিয়া গেইছলো, তারে এ টাহা পয়সা না দেহাতি পারলি আর শান্তি পায় না।

এদিকে বাড়ীতে ফকিরির পরিবার ফকিরির বাড়ীরতিয়া খেদাইয়া, মাতুব্বররে নইয়া মাইতা রইছে। তাগো ফূর্তি আহানে দ্যাহে আর কেডা! যার জন্যি অসুবিধা ছেলো সেতো আর আহানে বাধা দিতি আসপেনানে[৯] আর আসারও ফত্[১০] নাই। হুড়ুম খাইয়া হয়তো সে মইরাই পইড়া রইছে যেহানে সেহানে। আর চিন্তিয়া কি? যার জন্যি চিন্তিয়া ছেলো তারেতো শ্যাষ করিছি।

দুইজনে আহানে প্রেম ফাতারে[১১] যেন ভাইসা চলছে। রাত দশটার সোমায় আইছেতো ফকির বাড়ীত। আইসা তার পরিবাররে ডাক্‌তিছে। তাই না শুইনা মাতুব্বর দেখল্ যে, তাইতো এ্যাহোন করি কি? কি ভাবে পলাই। ফকিরির কাছ হাতে নাতে ধরা পড়লি চলবেনা। ফাচে[১২] ছেলো

১। কি করে' ২। তাকিয়ে ৩। কোনখান থেকে ৪। চুরি করা ৫। আখের গুড় ৬। মাখানো ৭। চিন্তা করতে পারল না ৮। তাড়াতাড়ি করে ৯। আসবে না ১০। পথ ১১। প্রেম সাগরে ১২। পিছনে।

ব্যাড়া। সেই ব্যাড়ার বাধন কাইটা সেইহান দিয়া দেলোতো মাতুব্বর এক নাফ[১]। ফাচে ছেলো একখান বারেন্দা। সেই জাগায় ফকির এট্টা আইড়া গরু বাইন্দা রাখ্‌তো। তার শিং দুইখান ছেলো খুব ধারালো। মাতুব্বর সাব যেই নাফ্ দেছে পড়বিতো পড় এ্যাহেবারে[২] আইড়া গরুর শিং-এর উপুয়ার[৩] যাইয়া পড়ছে।

আইড়া গরুর শিং এ্যাহেবারে তার প্যাটের মদ্যি যাইয়া ঢোক্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফকিরির পরিবার দেছে চেল্লানী।[৪]

সেই চেল্লানী শুইনা গ্রামের সব মানুষ আইসা ঢুহিছে[৫] ফকিরির বাড়ী। আইসা দ্যাহে কি মাতুব্বর সাব খুন হইয়া গেইছে। ফকিরির বৌ কয় যে, আমার ফকিরই মাতুব্বররে মাইরা ফেলিছে। ফকির কয় যে, আমি কিচ্ছু জানি না। তা শোনে কেডা। তার বৌই সাক্ষী দেচ্ছে যে, ফকিরই মাতুব্বর সাবরে মাইরা ফেলিছে।

এ্যারপর আর অবিশ্ব্যাসের কি থায়ে। গ্রামের মান্ষি থানায় জানাল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আইসা ফকির সাবরে বাইন্ধা নইয়া গ্যালো।

অনেকদিন ধইরা কেচ্[৬] চল্‌তি নাগলো। ফকির সাবের কোন উকিল মোক্তার ছেলোনা। নিজেই নিজির পক্ষ নইয়া কেচ চালাতি নাগলো। আমি কোন অন্যাই করি নাই এই ছেলো তার বিশ্যাস। আমার কোন শাস্তি হতি পারেনা। হাকিম জিগ্গেস করল, ফকির তুমি তোমার পক্ষের কথা কও। তহন ফকির কতি নাগ্‌লো,

কপাল যদি আচান হয়
পইড়া পায় সোনা।
মুড়ি খাইয়া মলো তারা
মানুষ তিন্‌জোনা।
আমারে যে মারতি চালো
মারা গ্যালো সে।
পালের আইড়া মানুষ মারলি
বিচিয়ার অরে কে?

১। এক লাফ ২। একেবারে ৩। উপরে ৪। চিৎকার ৫। ঢুকেছে ৬। মামলা।

এই শোলোক শুন্‌লি হাকিম বার্ত্তা নলো, এ্যার অর্থ কি? ফকির তহন আগাগোড়া সগ্গল[১] ঘটনা খুইলা বললো।

হাকিম শুইনা ফকির সাবরে খালাস দেলো। কেচ্‌ ডিসমিস হইয়া গেলো। গ্রামের মান্‌ষি সগ্‌গলতা[২] শুইনা অবাক হইয়া গ্যালো।

১। সকল ২। সব ঘটনা

॥ ২ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক বৈরাগী সারা দিনে চার আনা রোজগার করে একটি ইলিশ মাছ কিনলো। মাছ কিনে সে এক বাড়ীতে গৃহকর্ত্রীকে অনুরোধ করলো মাছটি রান্না করে তাকে ভাত খাওয়াতে। গৃহকর্ত্রী রাজী হলো। কিন্তু খেতে বসে বৈরাগী শুধু ডাল ভাত দেখে কর্ত্রীর প্রকৃত মনোভাব বুঝতে পারলো। সে তখন গৃহকর্ত্রীকে উচিৎ শিক্ষা দেয়ার জন্য তার কাঁসার থালাটি সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল। গৃহকর্ত্রী তখন বেগতিক দেখে বৈরাগীকে ইলিশ মাছ ফেরৎ দিয়ে নিজের কাঁসার থালাটি ফেরৎ নিল।

কাহিনী শুরু

ডাল রানছ ভালো, খালাম ভালো
ডালি দ্যাও নেই আদা,
খাতি দিছিলে কাসার থালে,
হইয়া গেইছে খাদা।

এক বোরোগী[১] ভিক্ষিয়া অরিয়া খায়। একদিন ভিক্ষিয়া অরতি অরতি গেইছে তো অনেক দূরি। ভিক্ষিয়া অরিয়া পাইছে তো চার আনার ফয়সা[২]। এক বাজারে যাইয়া দ্যাহে কি মেলা ইল্‌শিয়া মাছ[৩] উঠছে, ভারি অস্তা।

তাই না দেহিয়া বোরোগী তো কেনল সেই চার আনার ফয়সা দিয়া এট্টা[৪] ইল্‌শিয়া মাছ। ঐ মাছটা নইয়া তো শ্যাষে যাইয়া উঠ্‌ছে এক বাড়ী।

সেই বাড়ীর বিটি গি[৫] যাইয়া কতিছে যে ঃ মা ঠারোন[৬] আমার এই মাছটা তোমরা এট্টু আমারে রান্ধিয়া দ্যাও। তোমরাও খাতি পারবানে আর আমিও খাতি পারবানে[৭]। তহন সেই বাড়ীর এক বিটি কলো যে ঃ তয়[৮] দ্যাও ঠাউর মশায় তোমারে এট্টু রান্ধিয়া দেব, তাতে আর

১। বৈরাগী ২। পয়সা ৩। ইলিশ মাছ ৪। একটা ৫। মহিলাকে ৬। মা ঠাকরুন ৭। পারবে ৮। তাহলে।

আমাগো কণ্ট কি ? তহন বোরোগী সেই মাছটা নইয়া সেই বিটির হাতে দেলো।

বিটি তহন মনে মনে ভাবল যে, রাহো বোরোগী ঠাউর খাওয়াইয়া দেবানে তোমারে! তোমারে যা খাওয়াবানে তা আছে আমার মনে মনে। তহন সেই বিটি অরল কি,[1] রান্ধলো তো এক কোড়োই খেসাড়ীর ডাল।

বড় এক খান কাসার থালে বড় এক গাদ্দা ভাত আর থাল ভরিয়ে ডাল আনিয়া দেলো তো বোরোগীরি খাতি। বোরোগী মনে মনে ভাব্‌ল যে, ফেতম ফেতম[2] তো ডালই খাতি হয়। এর ফরে[3] তো মাছ দেবেনে। সেই ডাল দিয়া যহন[4] খাওয়া হইয়া গ্যালো তহন আবার সেই বিটি আরাক থালা ডাল আনিয়া ঢালিয়া দেলো বোরোগী ঠাউরীর পাতে। বোরোগী ঠাউর ভাবল যে, দুইবার বোধ হয় ডাল দিয়ে খাবার নিয়ম এই দ্যাশে। তহন কষ্টে ছেষ্টে সে ডালও খাইয়া উঠ্‌ল বেরোগী ঠাউর।

এদিকে কিন্তু সেই বিটি তাহাইয়া রইছে, কোন সোমায় আবার বোরোগীর খাওয়া হইয়া যায়।

যহন সে বিটি দেহিছে যে, বোরোগীর পাতে আর ডাল নাই তহন যাইয়া আবারও আরাক থাল ডাল ঢালিয়া দেলো বোরোগী ঠাউরীর পাতে। বোরোগী তো এবার মনে মনে রাগিয়া আগুন। মনে মনে ভাবতি নাগল ঃ একি হারামজাদা বিটি। আমার মাছ, অথচ আমারে খাতি দিতি চায় না। ডাল দিয়া খাওয়াইয়াই প্যাট ভরাতি চায়। এতো সাঙ্গাতিক মাইয়া লোক।

বোরোগী ঠাউর বিটির চালাকী বুঝতি পারলো। তহন বোরোগী তার হ্যাচ্‌লার[5] মদ্যির তিয়া[6] একখান্‌ মাটিয়া খোরা বারুয়ার লো। কাসার থালের সেই ভাত আর ডাল ঐ খোরায় ভরিয়া কাসার থাল্‌হান তার হ্যাচ্‌লার মদ্যি ভরিয়া থোলো। বিটি দ্যাহে যে তার কাসার থালা নাই বোরোগীর সাম্‌নে। মাটিয়া খোরায় খাতিছে বোরোগী ঠাউর। তহন সেই বিটি আসিয়া বোরোগীর বার্ত্তা নেলো যে ঃ বোরোগী ঠাউর আমার থাল্‌ কোহানে ? মাটিয়া খোরায় খাতিছ ? তহন বোরাগী ঠাউর কতি নাগল্‌ যে,

১। করল কি ২। প্রথম প্রথম ৩। এর পরে তো ৪। যখন ৫। বোচকার ৬। মধ্য থেকে।

ডাল্‌ রান্‌ছ ভালো, খালাম ভালো
ডালি দ্যাও নেই আদা,
খাতি দিছিলে কাসার থালে
হইয়া গেইছে খাদা[1]।

এই কথা কইয়া অম্‌নি বোরোগী ঠাউর সেই সামনের ভাত ফেলাইয়া সেই কাঁসার থাল নইয়া হাটা দেলো। অম্‌নি যাইয়া সেই বিটি বোরোগীর পাও ধরতি নাগল, আর কতি নাগাল যে ঃ তোমার ইল্‌শিয়া তুমি খাইয়া যাও বোরোগী, আমার থালাহান তুমি ফেরৎ দ্যাও। তহন বোরোগীর সেই ইল্‌শিয়া মাছ ফেরৎ দিয়া তার কাসার থাল ফিরিয়া পালো।

১। খোরা।

॥ ৩ ॥

সার সংক্ষেপ ঃ

এক লোক বিদেশে চাকুরী করে। দেশে ফিরে এসে দেখে তার বউএর তিনজন উপপতি। সুতরাং সে পুনরায় বিয়ে করবে বলে ঠিক করলো। তার কাছে হাজার চারেক টাকার একটি বাণ্ডিল ছিল। টাকার বাণ্ডিলটি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে রেখে বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতে লাগলো। মেয়ে পছন্দ করার পর টাকা আনতে গিয়ে দেখে সন্ন্যাসী টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

সে রাজবাড়ীতে গেল রাজার কাছে বিচার চাইতে। রাজবাড়ীতে গিয়ে রাজবাড়ীর কাছে দেখে এক সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে দেখে সেই রাজ্যের মন্ত্রী গৌরাঙ্গ এবং রাণী অবৈধ প্রেমে লিপ্ত। এর পরে সে রাজদরবারে গেল এবং রাজার কাছে সব ঘটনা খুলে বললো। সব শুনে রাজা নিজের টাকা দিয়ে লোকটিকে বিয়ে দিল এবং সন্ন্যাসীকে খুঁজতে চারদিকে লোক পাঠাল। আর মন্ত্রী গৌরাঙ্গ এবং রাণীকে বনবাসে পাঠালো।

কাহিনী শুরু

হস্ত বান্ধিয়া দুদ দ্যায় সেও বড় সতী,
এক রাত জাগিয়া দেহি চারডিয়া তার পতি
তৃণ হরেনা ব্রহ্মচারী,
টাহা মারিলেন তিনি হাজার চারী।
রাজার বাড়ীর সুরঙ্গ
লাফ দিয়া পড়ে গৌরাঙ্গ।

এট্টা লোক চাক্‌রী অরে। বৌডুয়া থায়ে তার বাড়ী। বৌডুয়া তার জন্মের খারাপ, তার মানে এ্যাহেবারে চরিত্রহীন। সেই লোকটা হাজার চারিক টাহা যোগাড় অরিয়া মনে মনে ভাব্‌তিছে এবার দ্যাশে যাইয়া বিয়া না অরিয়া ছাড়্‌বনা। বাড়ীতো আইছে। কিন্তু বাড়ী আসিয়া

দ্যাহে কি তার এক বচ্ছরের ছলডার হাত বান্ধিয়া দুধ দেচ্ছে তার বৌ। তহন তার বৌরি সে বার্ত্তা নেলো যে, ছলডার হাত বান্ধিয়া দুধ দেচ্ছে ক্যান? তহন তার বৌ কলো যে, ছলের আছে খালি দুদ্‌ খাবার অধিকার, দুধ ধরার অধিকার তো তার নাই। দুধ ধরার অধিকার আছে মাত্তর তোমার। এই কথা শুনিয়া সেই লোক্‌টা ভাবল যে, তাইতো, বৌ তো আমরে ভারি সতী। কিন্তু মন তার বুজ মানে না। পরীক্ষা অরিয়া দেহা দরকার। বৈকালে খাইয়া দাইয়া তার বৌরি কলো ক, এট্টু মামা বাড়ীর তিয়া বেড়াইয়া আসি। আমি আর রাত্রি বাড়ী আস্‌পোনানে। এইয়া কইয়া সে তো কিছু দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বাড়ীর কাছে এট্টা হিজিয়াল গাছে উঠিয়া বসিয়া থাক্‌ল। সেদিন ছেলো জোচ্ছনা রাত। সেই গাছের তিয়া তার বাড়ীর সব কিছু দেহা যায়। সে গাছে উঠিয়া দেখল কি, তিন ব্যারে তিনডিয়া মানুষ তার ঘরে ঢুইয়া আবার খানিক পরে বারোইয়া গ্যালো। তাইনা দেহিয়া সে বুঝল্‌ যে, এই তিনাডিয়া মান্‌ষীর সাথেই তার বৌর ভালবাসা। মনের দুঃখিতে বেহান রাত্রি সে গাছেরতিয়া নামিয়া আস্‌ল। এ্যাহোন কি অরে।

গাঠি তার চার হাজার টাহা। তার বৌর যে স্বভাব, তাতে তো আর তারে বিশ্বাস অরা যায় না। কিন্তু সব সোমায় তো আর টাহা গাঠি নইয়া ঘুরে বেড়ান যায় না। সে দেখ্‌ল কি একজন সন্ন্যাসী এক বাড়ীর উপুয়ার দিয়া হাটিয়া যাতিছে। তার পায় ধরছে এট্টা খ্যাড়। তহন সেই খ্যাড়ডা সে কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই বাড়ী রাহিয়া গ্যালো। সন্ন্যাসী সাঙ্গাতিক ধাম্মিক লোক। পরের খ্যাড়ড়া পর্যন্ত সে ধরেনা। তহন সেই লোক্‌টা ভাব্‌ল যে, এই সন্ন্যাসীর কাছেই টাহা রাখা দরকার। পরের জিনিসের উপুয়ার এর কোন লোভি নাই। তহন সেই লোকটা সন্ন্যাসীর আখড়া কোহানে বার্ত্তা নলো। তহন সন্ন্যাসী কলো যেঃ ঐ সামনের গেরামেই আমার আখড়া। যাইও বাবাজী একদিন বেড়াতি। সন্ন্যাসীরি দেহিয়া তার ভারী ভক্তি অলো। একদিন সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইয়া সে ঐ চার হাজার টাহা সন্ন্যাসীর কাছে রাহিয়া আস্‌ল। কথা থাকল্‌, সে যহন তার দরকার হবে তহনই সে আসিয়া ঐ টাহা নইয়া যাবে।

এদিকে বাড়ী আসিয়া বিয়া অরার জন্যি যাইয়া দেহিয়া বেড়ায় লোকটা। শ্যাষে তো এট্টা যাইয়া দেহিয়া হইছে তার পছন্দ। কথা বার্ত্তাও

১। টাকার।

ঠিকঠাক। বিয়ার দিনও ঠিক হইছে। এ্যাহন টাহার দরকার। টাহার জন্যি গেইচ্ছেতো সন্ন্যাসীর আখড়ায়। যাইয়া দ্যাহে কি সন্ন্যাসী সেহানে নাই।

কেউ তার খবরও কতি পারেনা। চারিদিক খোজাখুজি অরিয়াও সন্ন্যাসীরি আর খুঁজিয়া পালো না।

লোকটার মাথায় যেন আহাশ ভাঙ্গিয়া পড়ল। কিন্তু কি আর অরে। শ্যাষে তো গ্যালো রাজার কাছে বিচিয়ার অরতি, আর সংবাদ দিতি। রাজার বাড়ীতো গেছেই। যাইয়া দ্যাহে কি, বাগানে এট্টা ফাতর নড়তিছে। ব্যাপার কি ? জান্‌বার জন্যি তার ভারী ইচ্ছিয়া হলো।

লোকটা কাছে যাইয়া ফাতরডা উচুয়া অরিয়া দ্যাহে কি মস্ত বড় সুরঙ্গ। সেই সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ল সে। আস্তে আস্তে পাও টিবিয়া টিবিয়া আগোতি নাগ্‌লো। শ্যাষে অন্দেরের কাছে যাইয়া দ্যাহে কি, মন্ত্রী গৌরাঙ্গ রাণীর সাথে এ্যাহেবারে প্রেমে মজিয়া রইছে। তাইনা দেইহা আস্তে আস্তে আবার সে সেহানতিয়া চলিয়া আস্‌ল। শ্যাষে গ্যালো রাজার দরবারে। দরবারে যাইয়া মনে মনে ভাবৃতি নাগ্‌ল, কি অরা যায়। নানান চিন্তিয়া টিন্তিয়া অরিয়া শ্যাষে যাইয়া রাজার কাছে এট্টা শোলোক দিতে নাগ্‌ল—

হস্ত বাঁন্ধিয়া দুদ্‌ দ্যায় সেও বড় সতী,
এক রাত জাগিয়া দেহি চারডিয়া তার পতি।
তৃণ হবে না ব্রহ্মচারী,
টাহা মারিলেন তিনি হাজার চারি।
রাজার বাড়ীর সুড়ঙ্গ
লাফ দিয়া পড়ে গৌরাঙ্গ।

রাজা এই শোলোকের অর্থ কিচ্ছু বুঝতি পারল না। শ্যাষে সেই লোকটারে অর্থ করার জন্যি আদেশ দেলো। একে একে সমস্ত ঘটনা তহন সে রাজার কাছে কতি নাগ্‌ল। শুনিয়া রাজার মাথায় যেন বাজ পলো। কি আর অরে। শ্যাষে সেই সন্ন্যাসীর খোজার জন্যি রাজা দ্যাশে দ্যাশে চর পাঠাল। আর ঐ লোকটারে নিজির গাঠির টাহা দিয়া বিয়া দেল আর রাণী আর মন্ত্রী গৌরাঙ্গের দেল বনবাসে।

কুমিল্লা

কুমিল্লা থেকে এই শোলকী কিস্‌সাগুলি সংগ্রহ করেছেন
বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব
মোহাম্মদ মোর্তজা আলী। তাঁর বর্তমান
ঠিকানা ঃ সাং— ইলিয়াসপুর
ডাকঘর—ভুবনপুর
জেলা—কুমিল্লা।

॥ ১ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক গরীব কাঠুরে আর তার সুন্দরী বউ ছিল। বউটি গ্রামের এক যুবককে ভালবাসতো। কিন্তু কাঠুরের জন্য তাদের মেলামেশায় বেশ অসুবিধা হতো। তাই তারা ঠিক করলো কাঠুরেকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে। এই উদ্দেশ্যে একদিন কাঠ কাটতে যাওয়ার সময়ে কাঠুরেকে তার স্ত্রী বিষ মিশিয়ে কয়েকটি নাড়ু তৈরী করে দিল খাওয়ার জন্য।

কাঠুরে সন্ধ্যাবেলা কাঠ কাটার পর যেই নাড়ু খেতে যাবে অমনি সেখানে কয়েকজন ডাকাত এসে পড়ায় ভয়ে নাড়ু ফেলে দিয়ে গাছে উঠে পড়লো। এদিকে ডাকাতরা সেই নাড়ুগুলি খেয়ে মারা গেল। তাদের টাকা পয়সা রইলো পড়ে। কাঠুরে উপর থেকে সব দেখলো এবং বুঝলো, তাকে মারার জন্যই নাড়ুতে বিষ দেয়া হয়েছিল। কাঠুরে এরপর গাছ থেকে নেমে যেই টাকা পয়সা সব তুলতে যাবে, অমনি সেখানে এক বাঘ এসে পড়লো। কাঠুরে ভয়ে পালাতে গিয়ে কোমরের দাও ছিটকে বেরিয়ে সোজা বাঘের পেটে ঢুকে গেল এবং বাঘটা মরে গেল।

কাঠুরে তখন সব টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ীতে এসে যখন বউকে ডাক দিল, তখন ঘরের মধ্যে তার বউ সেই যুবকটির সঙ্গে গভীর প্রেমে মত্ত ছিল। কাঠুরের সাড়া পেয়ে যুবকটি জানালা পথে পালাতে গিয়ে গরুর শিংয়ে বিদ্ধ হয়ে মারা গেল।

কাহিনী শুরু

কপাল যুদি থাহে পথ পায়ে সোনা
ঝালের নাড়ু খাইয়া মরল সাতপনা[১]
গাছের থাইক্যা দাও পইড়্যা বাঘ মারা যায়,
দামড়ার শিংয়ে যত্তা[২] মরে কেমন দেহা যায়।

এক কাডুইর‍্যা আছিল। কাডুইর‍্যার এক বউ আছিল। কাডুইর‍্যার

১। সাতজন ২। জীবিত।

অবস্থা বড় বেশী বালা আছিল্ না। গেরামের এক ধনী যুবক একদিন কাড়ুইর‍্যার বউয়েরে দেখল। কাড়ুইর‍্যার বউয়ের চেয়ারা দেইখ্যা যুবকটা পাগল অইয়া গেল। হে তহন আস্তে আস্তে কাড়ুইর‍্যার বউয়ের লগে খাতিল জমাইল।

ধনী যুবকে বাজার থাইক্যা নানানতান কিইন্যা আইনা কাড়ুইর‍্যার বউয়েরে দেওনের শুরু করল। কাড়ুরিয়া তার সুন্দরী বউয়েরে কিন্তুক কিছুতান দিত পারে না। হগল ওক্তে কাড়ুইর‍্যার খানাঅ জোডেনা।

রাইত পোয়াইলে কাড়ুইর‍্যা দাউরগা কাড়ত যায় আর হাইনজা বালা বাইত আইয়ে। হগল দিন হাইনজা বালা যাইত আইত পারে না।

কাড়ুইর‍্যার বউয়ে গেরাইম্যা যুবকটা থাইক্যা নানানতান পাইয়া অস্তে অস্তে আপন সোয়ামী ভুলনের শুরু করল। কাড়ুইর‍্যার বউয়ে গেরাইম্যা যুবকটার লগে সন্ধি কইর‍্যা কইল, যাইন কাড়ুইর‍্যারে মাইর‍্যা লওন।

একদিন কাড়ুইর‍্যা বন রওয়ানা অইল কাড়ুইয়্যার বউ যে হাতরা লাড়ু বানাইয়া কাড়ুইয়্যারে দিল বন নিয়া খাওনের লাইগ্যা। কাড়ুইর‍্যা খুশী অইয়া হাতরা লাড়ু লইল। কাড়ুইর‍্যা বেডার বউ যে গোপনে লাড়ুডির লগে বিষ মিশাইয়া দিছিলো। বেডীর মনের ভাব, বন গিয়া কাম কইর‍্যা জিরানের সময় লাড়ুডি খাইলে তে আর বাঁচত না। তহন তারা দোনজনে আউশ পুরাইয়া প্রেম খেলা খেলাইব। কাড়ুইর‍্যা বন গিয়া কাম কইর‍্যা জিরানের সময় গাট্টি থাইক্যা লাড়ুডি বার কইর‍্যা খাইব এমন সময় হে হানে কিতা যেন বন ঝাড় লইয়া এমল আইতে আছে।

কাড়ুইর‍্যা মনে করল এইডা বুঝি বড় বউন্যা[১] জানোয়ার। তে তার হাত্রা লাড়ু গাছের তলে হালাইয়া গিয়া বনের মধ্যে পলাইল।

হাতজন ডাহাইত ডাহাতি করত গেছিল। তারা ডাহাতি কইর‍্যা বহুত টেহা পইসা পাইয়া এই গাছের তলে আইল জিরানের লাইগ্যা। আর টেহাডি ভাগ করত। গাছের তলে আইয়া হগলে ঘোড়া থাইক্যা নাইম্যা টেহা পইসা ভাগ করব এমন সময় দেহে তারার হুমকে হাতরা লাড়ু পইড়্যা রইছে। ডাহাইতরার আছিল পেড বুক[২]। লাড়

১। বুনো ২। পেটে ক্ষুধা।

পাইয়া তারা আর জিরবা[1] সামলাইত পারল না। হাতজনে হাতরা লাড়ু খাইয়া লাইল। লাড়ু খাইতে না খাইতেই তারারে ধরল বিষে। কয়ডা চাউন দিয়া ডাহাইত হাতজন গেলুগ্যা মইর‍্যা।

কাডুইর‍্যা বনের ছিপা থাইক্যা হগল কিছু দেখল। ডাহাইতরা মইর‍্যা যাওনে কাডুইর‍্যা আবার গাছের তলে আইল। আইয়া দেহে, আই অলেহি কাণ্ড! বস্তা বস্তা টেহা পইড়া রইছে। কাডুইর‍্যা পইলা কতক্ষণ গায়ের কাঁপে খেড়াইত[2] পারল না। কাডুইর‍্যা তার বাদে টেহাডি গোলানের আরম্ভনা করল। ডাহাইত বেড্যারার ঘোড়াডি তহনঅ জেঁয়তা খেড়াতি[4] আছিল। জেঁয়তা[5] ঘোড়া দেইখ্যা এক বাঘায়[6] আইল এইডিরে খাওনের লাইগ্যা। বাঘ দেইখ্যা কাডুইর‍্যা তাড়াতাড়ি জীবন বাঁচানের লাইগ্যা গাছ গিয়া উঠ্‌ল। কাডুইর‍্যা গাছ উডতে লওনে বাঘাডা আক কইর‍্যা কাডুইর‍্যারে দিল দৌড়ান। কাডুইর‍্যার কোমড় আছিল একটা দাও। আতকা দাওডা কাডুইর‍্যা বেডার কোমড় থাইক্যা খুইলা পইড়্যা গেল অক্করে বাঘায় আক্কের[7] ভিতরে। দাওডা অক্কেরে বাঘার আক্কের মধ্যে পইড়্যা অক্করে বাঘার সোজা পেটের ভিতরে যাইয়া হান্দাইল[8]। বাঘ কতক্ষণ চাইট্টাইয়া মইর‍্যা গেল। কাডুইর‍্যা কতক্ষণ পরে গাছের থাইক্যা নাম্‌ল। নাইম্যা হগলডি টেহা পইসা গোলাইল। তার বাদে টেহা হগল লইয়া বাইত রওয়ানা অইলো।

এই দিন বাইত যাইতে যাইতে কাডুইর‍্যার দীরং[9] অইয়া গেল। হেই দিগ দিয়া কাডুইর‍্যার বউ গেরাইম্যা যুবকটারে লইয়া খুব ফুর্তি করনের শুরু করল। হোতিয়ে[10] জানে, যাইন কাডুইর‍্যা আর ফিইর‍্যা আইত না। কারণ বিষ মিয়াইন্যা[11] লাড়ুডা হে নিজেই বিষ দিয়া দিছে। কাডুন্নীর বিশ্বাস যাইন কাডুইর‍্যা মইর‍্যা ভেটকী দিয়া রইছে।

এত দিন গেরাইম্যা যুবকের লগে প্রেম খেলাইতে কাডুন্নীর বাধা আছিলো। কে জানে কাডুইর‍্যা কোন সময় বাইত আইয়া পড়ে। কিন্তুক, আউজগা তার কোন চিন্তাই নাই। কাডুন্নী আইজ হেতারে ঘর রাইখ্যা দিল। বাইত যাইত দিল না।

১। জিহ্বা ২। দাঁড়াতে ৩। একত্রিত করতে ৪। দাঁড়িয়ে থাকতে ৫। জীবিত ৬। বাঘ। ৭। মুখ গহ্বরে ৮। প্রবেশ করল ৯। দেরী ১০। সে (স্ত্রী) ১১। মিশানো।

হাইনজের পর পরে কিছু রাইত অওনে[১] কাডুন্নী আতকা বাইরে কিয়ের সুর হুনল। হেই সময় আতকা কাডুইর‍্যার কাডুন্নীর নাম লইয়া ডাক মারল। কাডুন্নীর মাথাত তহন আহাশ ভাইঙ্গা পড়ল। কাডুইর‍্যার দেশে চোরের বড় ডর আছিল। কাডুইর‍্যার আস্তার[২] একটা দামড়া আছিল। দামড়াডার শিংডি আছিল বহুত লম্বা। চোরের ডরে কাডুইর‍্যা তার রসই ঘরের পিটনে দিয়া একটা বড় জানালা রাখ্‌ছিল। যেন রসই ঘর থাইকা দামড়াডার চাওন টাওন যায়। আবার গরু ঘরটার ভিতরঅ আউন যাওনঅ যায়।

কাডুইর‍্যার গলার সুর হুইন্যা কাডুন্নীয়ে ষণ্ডারে[৩] লাড়া দিয়া ইশারা দিয়া কইল, তাড়াতড়ি পিছনে জানালা দিয়া বার অইয়া যাওনের লাইগ্যা। ষণ্ডাডা আতে পাতে হোতাওন[৪] উইড্যা পিছনের জানালা দিয়া দিল ফাল, ফাল দিয়া গিয়া পড়ল দামডার শিংগের উপরে।

দামডার শিংগ আছিল খাড়া খাড়া। ষণ্ডার শিংগের মধ্যে পইড়্যা অক্করে[৫] আতক অইয়া রইল।

এমনে এমনে ষণ্ডার দফা শেষ অইয়া গেল।

১। রাত হওয়ায় ২। রাস্তায় ৩। গ্রাম্য যুবকটারে ৪। শোয়া থেকে ৫। একেবারে।

॥ ২ ॥

সার সংক্ষেপ ঃ

আষাঢ়ের বর্ষার পানিতে এক টাকি মাছ উজানের দিকে যাচ্ছিল। সামনে পড়ল এক বক। মহাবিপদ, কি করা যায়। অনেক ভাবনা চিন্তা করে বককে 'অগল বগল পাখি' উপাধি দিয়ে তার হাত থেকে রক্ষা পেল। আবার এগোতে লাগলো। এবারে সামনে পড়লো এক শিয়াল। কি করে, 'চন্দ্র মুখী' উপাধি দিয়ে এ যাত্রাও সে রক্ষা পেল এবং সামনের দিকে চলতে লাগলো। কিন্তু পদে পদে বিপদ। দেখা হলো ব্যাঙের সঙ্গে। এবারও কি করে। বুদ্ধি করে তাকে 'রাজপুত্র' উপাধি দিলে ব্যাঙ খুশী হয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

কিন্তু এক বামুনের হাত থেকে সে আর রক্ষা পেল না। বামুন তাকে থলের মধ্যে ভরে বামনীর কাছে নিয়ে গেল। বামনী বটি দিয়ে সবে মাছটির এক কান কেটেছে, এমনি সময় এক চিল ছোঁ মেরে বামনীর হাত থেকে মাছটি নিয়ে গেল। আবার অন্য এক চিল এসে তার থেকে কেড়ে নিতে গেলে মাছটি পুকুরে পড়ে গেল। বামুন পুকুরে ছিপ ফেল্‌ল, কিন্তু মাছ আর ধরতে পারল না।

কাহিনী শুরু ঃ

অগলবগল পাখী,
শৃকাল অইল চন্দ্রমুখী
রাজার পুত্র ভগলবেঙ[১]।
বাবনের আত ঠেকল চেং।
ছালিয়ে[২] লেফ্‌ট পেয়ট দুই কান কাডা
ত্রিভুবন দেহাইয়া আনছে ছিলান[৩] বেডা
যে না মানে টেপ টেপির বাও[৪]
তার কছে যাইয়া টেপ টেপাও।

১। বড়জাতীয় ব্যাঙ ২। ছাই ছাড়া ৩। চিল ৪। নমুনা।

তহন আছিল আষাঢ় মাস। আষাঢ়ের পানি পাইয়া মাছ কত আমোদ করে। মনের আনন্দে মাছ উজানের দিগেল উজায়। আবার মাইধ্যে মাইধ্যে নীচের দিগেল বাইট্টায়।

একদিন একটা টাহি মাছ একটা পানির গলান দিয়া উজানের দিগেল উজাইত লইছিল। একটা বগা আগে থাইক্যা জিয়ন মাছ খাইত বইয়া আছিল। বগা ধুম[১] ধইরা বইয়া আছিল। কিন্তক অনেকক্ষণ অইয়া গেছে বগায় কোন মাছ টাছ পায়না।

আতকা টাহি মাছটারে দেইখ্যা বগায় এইভারে খাওনের লাইগ্যা আয়গাইয়া গেল।

টাহিমাছ দেখল যে উপায় নাই। বগায় অহনকা তারে খাইয়া লাইব। বগার মনের ভাব বুইঝ্যা টাহি মাছটায় কয়, আর খোদায় যাই করুক, বওগরে একটা বড় উপাধি দেয়্যাম। টাহি মাছে তহন বগারে উল্লেখ কইর‍্যা কয়, "অগল বগল পাখী"। বগায় এত বড় উপাধি আর জীবনে পাইছেনা। হে আর টাহি মাছেরে খাইল না। বগা উড়াল দিয়া হেই জাগাত থাইক্যা গেইল্‌গা।

এরপর হিয়ন[২] আইল একটা হিয়াল। হিয়াল টাহি মাছটারে খাইত চাইল। টাহি মাছটায় কয়, বগারে একটা উপাধি দিয়া রক্ষা পাইলাম। এবার আর হিয়ালের আত্‌ থাইক্যা বাঁচতাম পারতাম না। আর হিয়ালঅ ঘাউপ[৩] পাইত্যা বইয়া রইছে। টাহি মাছ কত্‌দূরা চিন্তা কইর‍্যা একটা উপাধি বার করল। হে তহন শিয়ালেরে "চন্দ্রমুখী" উপাধি দিল। তহন হিয়াইল্ল্যায় কয়, "আরে আমারেদ মাইন্‌ষে হিয়াইল্ল্যা ছাড়া কয়না। আর টাহি মাছ আমারে কত বড় একটা উপাধি দিল। অহনক্যা যুদি টাহি মাছ-টারে খাইয়ালাই ত আমার উপাধিডা জাহির করব কেডায়?

আর উপাধিডা কত সুন্দর। হিয়াইল্ল্যায় টাহি মাছটারে খাওন থাউক দূরে, অহনকা এইভার প্রশংসা করনের আরম্ভনা করল।

হিয়াল্‌ডা তহন ঐ জাগাত থাইক্যা গেইল্‌গা। টাহি মাছটা আবার উজান মুহল[৪] উজানের শুরু করল। উজাইতে উজাইতে কত্‌ দূর যাওনে টাহি-মাছটার হমুকে পড়ল একটা বাউয়া বেঙ। বাউয়া বেঙ টাহি মাছটারে খাইত চাইল। টাহি মাছ দেখল্‌ ভারী বিপদ। এবার বাঁচন কেমনে?

১। চুপ ২। সেখানে ৩। ফাঁদ উজান দিকে।

এতক্ষণ বালা এইডা হেইডা কইরা বাঁচলাম। এবার আর উপায় নাই।

টাহি মাছ আর উপাধিঅ খোঁজ কইর‍্যা পায়না। এইগা ঘোচ[১] জাগাডার মধ্যে কতক্ষণ পইড়্যা রইল। চিন্তা করতে করতে এইডায় একটা উপাধি বার করল। টাহি মাছটার কতদুর মাথা আল্গি দিয়া[২] বাউয়া বেঙডারে লক্ষ্য কইর‍্যা কইল, আরে রাজার পুত ভগলবেঙ নাকি? ত[৩] কেমন আছেন?

বাউয়া বেঙডায় মনে মনে কয়, আমারে মানুষে কয় বাউয়া বেঙ। আরে এইডাঅদ হাইদ হদে[৪] কয়না। মানুষে আমারে দেখলে ইডা ফারে আর কত রহমে ভেঙ্গায়। আর সামান্য একটা টাহি মাছ। এইডা আমারে কত বড় একটা উপাধি দিল। যাউক এইডারে আইজগা আর খাইতাম না। এহাত দিন এই রহম বিদ্বান একটা টাহি মাছ না খাইলে আমার তেমন ক্ষতি অইত না।

এই কথা কইয়া বাউয়া বেঙ এক মুহুল ফাল দিয়া গেলুগ্যা। টাহি মাছ মনে মনে কয়, "দিলাম একচক্কা[৫] মাইর‍্যা।" তার বাদে ঐ টাহি মাছটায় আবার উজানের দিগেল চলনের আরম্ভনা করল। উজাইতে উজাইতে এবার এইডায় একটা পরাঙ্গ ক্ষেতের[৬] কাছে আইল। এই জাগাডা আছিল কিছুডা উচাঁ। এক বাবনা যজমানে যাইয়া একটা লাউ পাইল। বাবনা যজমান টজমান সাইর‍্যা লাউডারে লইয়া অস্তে অস্তে বাড়ীর দিগিল রওয়ানা অইল। পথ আইয়া হে টাহি মাছটারে দেখল। বাবনা লাউডা কান্ধের থাইক্যা এইড়্যা[৭] গেল টাহি মাছটার কাছে। গিয়্যা পানির নালাডার কাছে যইত কইর‍্যা বইয়্যা রইল। আর মনে মনে কয়, লাউয়ে আর টাহি মাছে এককান রান্‌লে কত মজা। একবার ধরতাম পারলেয়ে অয়।

আর একবার টাহি মাছডা উজান দিগিল উডত লওনে বাবনা খপ কইর‍্যা এইডারে ধইর‍্যা লাইল। এবার মাছটায় আর উপাধি দিতে সময় পাইল্ না।

বাবনায় খপ্ কইর‍্যা ধইর‍্যা মাছটারে থইল্‌লার মধ্যে পুরাইয়া লাইল। বাবনায় লাউডা আর টাহি মাছটা লইয়া গেল বাইত। বাইত নিয়া বাবনায় বাবনীরে ডাক দিয়া কয়, বাবনী আজগা এক মজার কারবার অইছে। যজমান গিয়া পাইলাম এক লাউ। লাউ লইয়া আইতে আছি, এমন সময় পথে আইয়া দেহি একটা টাহি মাছ উজান

১। নীচু ২। মাথা উঁচু করে ৩। তারপর ৪। ভদ্রতার সঙ্গে ৫। ঠকান ৬। ধান ক্ষেত বিশেষ ৭। ফেলে দিয়ে।

দিগে যে উজাইয়া আইতে আছে। খপ্ কইর‍্যা এইডারে ধইর‍্যা লাইলাম। আউজগা ভালো কইর‍্যা রানবি কিন্তুক। আমি গোছল্ডা কইর‍্যা আই। বাবনা একটা গামছা কান্দ হালাইয়া গেল গোছল করত। এহিন দিয়া বাব্নী তড়াতড়ি কইর‍্যা মাছটারে কুডত লইয়া গেল। বাব্নী আত ছালি লইয়া মাছটার দুইডা কান কাট্ল। এমন সময় একটা চিল আইয়া ছুঁ মাইর‍্যা বাব্নীর আতের থাইক্যা টাহি মাছ খান লইয়া গেইল্গা।

এমন সময় আর একটা চিল আইয়া আগের এইডার লগে লাগল পাচ্রা পাচ্রি। এই রম করতে করতে টাহি মাছটা আত্কা গেইলগা পইড়্যা। টাহি মাছটা যেই পহির[১] পড়ল, বাবনাঅ হেই পহির গোছল করত লইছিল্। বাবনা কিতা না কিতা বড় বেশী খেয়াল করল না।

বাবনা মনের আনন্দে গোছল কইর‍্যা বাইত গেল।

বাইত যাওনে বাবনী বাবনারে কয়, আরে টাহি মাছটারে চিলে লইয়া গেছিগ্যা। বাবনা তহন কয়, তুমি আছলা কহন[২]? কত কষ্ট কইর‍্যা আমি মাছটারে ধইর‍্যা আনছি। আর তুমি দিলা ছাইড়্যা। বাবনীয়ে কয়, আমার কি দোষ? আতকা চিল আইয়া থাবড়া দিয়া মাছাটারে লইয়া গেছিগ্যা। ঐ দেহ আমার আত্টারে হুদ্দা[৩] আছ্ড়াইয়া লইছে। আর তুমি না বলে এত মন্ত্র জান। তোমার মতন এত মন্ত্র জান্লে আমি টাহি মাছ এতক্ষণে আবার লইয়া আইতাম। বাবনা কিনতুক মাছটারে পড়তে দেখ্ছে। হে একটা বড়ই ছিপ আত লইয়া গেল ঐ পহিরটার কান্দার্তে[৪]। মনে মনে আশা অহন কায়ে এইভারে নিয়া ধইর‍্যা বাবনীরে দেহায়্যাম[৫]। বাবনা বরইডার মধ্যে একটা আঁধার গাঁইত্যা টাহি মাছটার মুহের কাছে নিয়া এইডারে লাড়ে চাড়ে। কিন্তুক লাড়লে অইব কি, টাহি মাছটা একবার ধরা পইড়্যা চালাক অইয়া গেছিগ্যা। খুব চেরেস্টা[৬] করল, কিন্তুক পারল না।

বাবনা বেজার অইয়া মনের দুঃখে বাইত ফিইর‍্যা আইয়া লাইল।[৭]

১। পুকুর ২। কোথায় ৩। সহ ৪। ধারে ৫। দেখাব ৬। চেষ্টা ৭। ফিরে এলো।

সার সংক্ষেপ ঃ

এক চাষী বিয়ে করে নতুন বউ এনেছে। বউটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। একদিন শাশুড়ী বউতে ঝগড়া লাগলে বউটি কোন কাজ না করে শুয়ে থাকলো। শাশুড়ী রান্না শেষ করে বউকে খেতে ডাকলে বউটি এমন এক উত্তর দিল, শাশুড়ী যার প্রকৃত অর্থ না বুঝে খারাপ অর্থ বুঝলো। শাশুড়ী তখন বউএর বিরুদ্ধে ছেলের কাছে নালিশ করলে ছেলেটি বউকে নির্মম ভাবে প্রহার করলো।

বিনা দোষে স্বামীর নিকট মার খেয়ে বউটি ঠিক করলে, রাজার কাছে বিচার চাইবে। কিন্তু রাজবাড়ীতে বিচার চাইতে গিয়ে বউটি এক চাষা, রাজবাড়ীর দারোয়ান এবং স্বয়ং রাজার নিকট থেকে এমন ধরণের ব্যবহার পেল, যা থেকে সে শুধু সকলের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়ই পেল। সুতরাং যে রাজার বুদ্ধি নাই সে রাজা তার বিচার করবে কি করে এই ভেবে সে বাড়ীতে ফিরে এলো।

কাহিনী শুরু ঃ

এক আম্মক[১] মোর সোয়ামী,
এক আম্মক চাষা,
এক আম্মক রাজবাড়ীর দারোয়ান
আর এক আম্মক রাজা।"

'এক গেরাইম্যা[২] যুবক নোয়া[৩] বিয়া করল। তার বউ তার থাইক্যা বেশী চালাক চতুর আছিল। যুবক তার মারে[৪] খুব বেশী মানত। মার স্বভাব বড় বেশী ভালা আছিল না। অনর্থক নোয়া বউডার লগে কাইজ্যা করত। একদিন লোকটা জমির মধ্যে হাল চাষ করত গেইলগ্যা। এহিন দিয়া হরী[৫] বউয়ে লাগ্‌ল কাইজ্যা। বউ বেডী এইদিন আর কিছুতান করলনা। হরীয়ে ভাত রান্ধন, উডান হোরন[৬] সব কিছু করল।

১। বোকা ২। গ্রামের, গেঁয়ো ৩। নূতন ৪। মাকে ৫। শাশুড়ী ৬। উঠান ঝাড়ু দেওয়া।

নোয়া বউ রাগ কইর‍্যা আইজগা আর ভাত খাইল না। হরীয়ে কয়, বউ, ভাত খাইতা[১] আইওনা। বউয়ে তহন জব দিল, খাউন্যা[২] আইলে খায়্যাম। হরীয়েই[৩] এই কথা হুইন্যা গরম। হে কিন্তুক কথাডার অন্য রহম অর্থ বুঝছে। বউয়ের কথা অইল, খাউন্যা বাইত আইলে খায়্যাম অর্থাৎ বউয়ের পেড বুক লাগলে[৪] খাইব। কিনতুক হরীয়ে বুঝছে, বউয়ের লগে বুঝি অন্য কেউয়ের ভালবাসা আছে। আর স্বামীক আলে ভাত খাইব।

হরীয়ে ফুলতে ফুলতে একবারে ভুল বাশের মতন অইয়া গেল। জমিত থাইয়্যা বেডীর পোলা বাইত আইতে না আইতে বেডিয়ে দিল কইয়্যা। পোলা চৈতমাইয়া রৌদের মধ্যে কাম করছে। শরীল রইছে গরম অইয়া। পিরীতির কথা হুইন্যা পোলার আর সহ্য অইলনা। আতের আউল্যা ছি[৫] বাগা দিয়া হে তার বউয়ের দিল কত্রা[৬] বাড়ি। বেডী যাইয়া কতদূরা পরতিবাদ করছিল। হেতে তখন দিল আরঅ কত্রা। বউ তহন নীরব অইয়া রইল।

মনে মনে ধারনা করল, যাইন[৭] রাজার কাছে এইডার বিচার দিতে অইবে। ইয়ন[৮] কইয়া কোন লাভ অইতনা।

যহন হাইন্জ অইল তহন বেডীয়ে রাজ বাইত যাওনের লাইগ্যা প্রস্তুত হইতে লাগল।

রাইত পরায় দশটায় যহন তার সোয়ামী ঘুমাইল তহন বেড়ীয়ে অস্তে অস্তে রাজ বাড়ীর দিগেল রওয়ানা অইল।

যাইতে যাইতে বেডীয়ে একটা চাষার জমির কাছে গেল। চাষার ক্ষেতটা আছিল একটা বাইনক্ষেত। তহন আছিল্ হুদিনকাল।[৯] ক্ষেত কোনাইচা[১০] পথ পড়ছে।

চাষা করল কি তার ক্ষেতের যেই জাগা দিয়া কোনাইচা পথ পড়ছে, হেই জাগা দিয়া ক্ষেতের দুই মাথার মধ্যে দুইডা কাঁড়া বয়াইয়া দিল। মানুষ করল কি, কাঁড়া দুনডাক দুই দুই গালা দিয়া আরঅ দুইডা দুইডা মোট চাইরডা পথ করল। এইতে চাষার জমি আরঅ বেশী কইর‍্যা

১। খেতে ২। যে খাবে ৩। শাশুড়ী তো ৪। পেটে ক্ষিধে লাগলো ৫। হালচাষের ৬। কতকগুলি ৭। যাই, যেয়ে ৮। এখানে ৯। শুকনা কাল ১০। বরাবর।

নষ্ট অইতে লাগ্‌ল। এইডা কিন্তুক চাষারার বোহামী। কারণ মানুষ হাঁডা বন্ধ করে না।

তার বাদে নোয়া বউ রাজবাড়ীর গেইটের কাছে গেল। গেইটের দারয়ান বেডীরে নিরাল পাইয়া বেডীর লগে প্রেম করনের খায়েস করল। দারয়ান বেডীরে জিগায়, তোমার বাড়ী কই? আর এত রাইতে রাজ বাড়ীর কাছে আইছ কিয়েরে? রাজার নিয়ম তুমি জাননা?

বেডীয়ে কইতে না কইতে দারয়ান তারে বন্দী কইর‍্যা রাজার বন্দী খানার মধ্যে লইয়া গেল। তার বাদে দারয়ান বেডীর লগে অন্য রহম ব্যবহার করত চাইল। নোয়া বউ দারয়ানের মনের গতি বুইঝা লাইল। তহন হে মনে করল এত রাইতে এই জাগাত তার লগে জোরাবলি[১] কইর‍্যা কোন লাভ অইতনা। নোয়া বউ তহন দারয়ানের লগে রাজী রাজী ভাব দেহাইল। দারয়ান বেডীর ভাল ভাব দেইখ্যা মনে মনে বড় খুশী অইয়া গেল।

দারয়ান মনের আনন্দে বেডীরে বন্দী খানার নানানতান[২] ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা দেহানের শুরু করল। চালাক চতুর বেডী, বন্দীখানার কোন জিনিষ কি কাজে লাগে, বেডীর তা জানা আছিল্‌।

বন্দীখানা ঘুরতে ঘুরতে আত্‌কা দারয়ান বউ বেডীরে নোয়া জিনিষ দেহাইল। জিনিষটা অইল বন্দীরারে যেই যন্ত্রডার মধ্যে আডক কইর‍্যা রাহন অয় এইডা।

রাজা যন্ত্রটারে নজদিক কিইন্যা আনছে। আসতে আসতে[৩] দারয়ান বউ বেডীরে জিনিষটা কেমনে কেমনে ব্যবহার করে তা দেহানের আরম্ভনা করল। বেডী পইলা দারয়ানের কাছ থাইক্যা সবকিছু হিঁক্কা লইল।[৪] এর পর হে দারয়ানরে কয়, আইচ্ছা, দেহান চাইন[৫] জিনিষটা ব্যবহার করে কেমনে?

দারয়ান বেডীর ফাঁহি[৬] বুঝ্‌লনা। যন্ত্রডার ব্যবহার দেহাইত লওনে নোয়া বউ টপ কইর‍্যা দারয়ানরে বন্দী কইর‍্যা পট কইর‍্যা ঘরেত্তন[৭] বার অইয়া গেল।

দারয়ান আ কইর‍্যা রইল। নোয়া বউ ঘরেত্তন বার অওনে তারে ধরল কুত্তায়। রাজার বাইত এক বড় কুত্তা আছিল। কুত্তাডা যহন ডাক ছাড়নের শুরু করল, তহন রাজবাড়ীর হগলের ঘুম গেইল্‌গা ভাইঙ্গা।

১। জোরাজুরি ২। নানা কিছু ৩। হাসতে হাসতে ৪। শিখে নিল ৫। দেখাও দেখি ৬। ফাঁকি ৭। ঘর থেকে।

রাজা আর রাণীর ঘুমও ভাইঙ্গা গেল। কুত্তাডা কিন্তুক ডাক বন্ধ করল না। রাণীরে জিংগায়, রাণী কুত্তাডা কি মুখে ডাক ছাড়ে না পুন্দে ডাক ছাড়ে।

নোয়া বউ কিন্তুক রাজার সব কথা হুন্‌ল।[১] রাজার কথা হুইন্যা বউ বেডীয়ে কয়, আর বিচার দেওন লাগদনা, যেই রাজায় জানেনা কুত্তায় কোন খান দিয়া ডাক ছাড়ে, এই রাজার কাছে আর কি বিচার দেয়্যাম? নোয়া বউ তহনে রাজার বাড়ী ছাইড়্যা চইল্যা গেইল্‌গা। তার বাদে গোপনে সোয়ামীর বাইত গিয়া তার থাহার ঘর হুইত্যা[২] রইল।

১। শুনল ২। শুয়ে।

খুলনা

খুলনা থেকে এই শোলকী কিস্‌সাগুলি সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব নূরুল হক মোল্লা। তিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে ফোকলোর বিভাগে সহকারী পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁর ঠিকানা—

গ্রাম ও ডাকঘর—রাজপাট,

থানা—কাশিয়ানী,

মহকুমা—গোপালগঞ্জ,

জেলা—ফরিদপুর।

॥ ১ ॥

সার-সংক্ষেপ

এক দেশে এক রাজা ছিল। তিনি প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কথা শুনতে চাইতেন। যারা তাকে নিত্য নতুন কথা শোনাতে পারত, তাদের তিনি পুরস্কৃত করতেন।

ওই দেশে এক বামুন ও বামনী বাস করত। তারা ছিল অত্যন্ত গরীব। বামনীর পরামর্শে বামুন একটি শ্লোক লিখে রাজবাড়ীর সদর দরজার উপরে লাগিয়ে দিয়ে এল। উদ্দেশ্য, রাজার নিকট থেকে কিছু পুরস্কার আদায় করা।

এদিকে রাজা সেই শ্লোক পড়ে ঘটনাক্রমে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পান এবং বামুনকে ডেকে পুরস্কৃত করেন।

কাহিনী শুরু

আংখীর[১] মদ্যি পংখীর বাসা
জল দিয়াছে শালে[২]।
ঘষগু মাজগু খুড়া
চাল পেরমান দুই চুড়া
কিবা ঘষা ঘষো তুমি
তার বিবরণ জানি আমি।

এ্যাক দ্যাশে এ্যাক রাজা ছেলো। তানী[৩] নিত্তি নতুন কথা শুনবার চাইতেন। যে লোক রাজারে নতুন কথা শুনাতি পারতো, রাজা তারে অনেক কইরে টায়া[৪] পয়সা দ্যা বিদ্যায় অরতেন।[৫] ওই রাজার দ্যাশে ছেলো এ্যাক বাওন আর এ্যাক বাওনী। তারা খুব গরীব ছেলো। কোন দিন খাইয়ে কোন ব্যালা না খাইয়ে দিন চালাতো। এই রকম কইরা তাগো আচ্ছা কয়াক দিন যাতি নাগ্‌লো। বাওনীর জানে আর অতো সয়না। দানার[৬] জ্বালায় প্যাট পুড়ে।

১। চোখ ২। কাশবন ৩। তিনি ৪। টাকা ৫। করতেন ৬। খাদ্য।

এ্যাকদিন বাওনী তার বাওনরে কতি নাগ্‌লো, তুমি জাগায় বইসে বইসে খালি খাতি আছো। কোন্‌য়ানে যাইয়ে যে কিছু টায়া ফয়সার জুগাড় গোছাল কইরে আন্‌বে তার কোন চিন্তা নাই। এই কইয়ে বাওনরে বাওনী ধমক দেলো। বাওন বাওনীর কথায় থতোমতো খাইয়ে বললো ঃ আরে তুমি আমারে কি করতি কও।

বাওনী কয় ঃ ওই রাজার বাড়ীর ত্যা মান্‌শী পেরতেক দিন নিত্তি নতুন কথা কোইয়ে কোইয়ে কত্ত টায়া ফয়সা আন্‌তিছে। তুমি কোন-য়ানে নইড়ে খাবা না।

বাওনীর কথায় বাওনের শরীলে এ্যাকটু রাগ অলো। সে বললো ঃ আচ্ছা কাইল বেয়ানে আমি যাবো রাজার বাড়ী। তুমি আমার জন্যি কিছু খাবার জুগাড় কইরে থুইও।

এ্যাক কতি দুই অলো। রাইত যাইয়ে বেয়ান অলো। বাওন খাওয়া দাওয়া কইরে রাজার বাড়ীর মুহা আটা দেলো। পথ ধইরে আট্‌তি আট্‌তি খানিক দুরে যাইয়ে দ্যাহে এ্যাকটা গরুর মাথার খুলি। খুলিডার চোহির গাড়ায়[১] বিতার দ্যা একটা টোনা পাহিতি বাসা বানাইয়ে বইয়া রইছে। বাওন শুইনা দেইহ্যা ফিরা আলো তার বাড়ী। বাওনী দেইহ্যা খুব রাগ অলো। আর তারে বললো ঃ তুমি রাজবাড়ী না যাইয়ে ফিরে আইছো।

বাওন কয় ঃ আরে বাওনী আমি রাজার বাড়ী যাবো। পথে এ্যাকটা আচানক[২] কাণ্ড দেইহ্যা ফিরে আলাম বাড়ী। বাওনী বাত্তা নলো ঃ সেডা কি রহম আচানোক কাম?

বাওন বললো ঃ আংখীর মধ্যি পংখীর বাসা।

বাওনী বাওনের এই কথাডা এ্যাকয়ান কাগজে এ্যাক খোচা মাইরে কাগজে নেইহ্যা রাখলো। পরদিন বেয়ানে রাইত নয় ফোয়াতি বাওন আবার ম্যালা দেলো[৩] রাজার রাজবাড়ীর দিক। কিছু দুর গ্যালে বাওনের চোক্ পড়লো কাইশে বনের পার। কাইশে বনের শিষের উপর নেয়ার[৪] পইড়ে সাদা ধুপ ধুইবা দেহা যাচ্ছে। ওয়ানত্যা[৫] বাওন আবার ফিরে

১। গর্তে ২। অদ্ভুত ৩। রওনা দিল ৪। শিশির ৫। ওখান থেকে।

আলো আগের দিনকার মতন। বাওনী তারে বললো ঃ এবারে তুমি আবার কি দেইহ্যা ফিরে আলে ?

বাওন বললো ঃ জল দিয়াছে শালে। বাওনী এ কথাডা আগের মতন নেইহ্যা রাক্‌লো। পরে আবার বাওন রওনা করলো রাজবাড়ীর দিক নতুন কথা শুনাবার জনি্য।

রাজার বাড়ীর কাছে যাতি না যাতিই বড়ো বড়ো দুইডা আইড়া হুক্‌কা মারতি দুই দিগদ্যা আসতিছে তাগো[১] শিংদা মাটি খুচ্‌তি খুচতি। কেউরে কেউ ডরায় না। আর দুইডা আইড়ার চুট[২] খুব বড়।

তকোন বাওন আইড়া দুইডার ঐই রহম ভাব সাব দেইহ্যা বোলতি নাগ্‌লো ঃ

ঘষণ্ড মাজণ্ড খুড়া
চাল পেরমানু চুড়া
কিবা ঘষা ঘষো তুমি
তার বিবরণ জানি আমি।

বাওনের মুহি শুইনে বাওনী এই কথাগুনান নেইহ্যা রাখলো সেই কাগজের উপর। পরে বাওনী তার বাওনরে বললো ঃ তুমি রাজবাড়ীর সদর দরজার উপর এই শিলুকীর কাগজ নাগাইয়ে থুবা। বাওনীর কথা মতন বাওনের কাজ। বাওন ঠিক মতন দরজার সামনে কাগজ নাগায়ে থুইছে।

ওই রাজার ছেলো সুন্দরী এ্যাক মাইয়ে। মাইয়েডার নাম রূপসী। রূপসীর এহোন বিয়ের বয়স হইয়ে পড়ছে। কত দ্যাশের ত্যা কত রাজা বাশশার ছেইলে আইছে কেউরে সে ফছন্দ অরে না।

রাজা বড় বিপদে পড়ছে। মাইয়ে নোইয়ে কি আর অরবে সে ভাইবে সাইবে ঠিক ঠাওর অরতি পারে না। পরে রাজা দেইখে শুইনে মাইয়েরে বিয়ে দেবার জনি্য ভালো এ্যাকজন ছেইলে আনলেন। ছেইলেডা য্যামুন দ্যাকতি ত্যামুনই বেশ জ্ঞানী। দুই পক্ষের কথা বাত্তারা যা কিছু সব ঠিক ঠাক হইয়ে গ্যালো।

রাজার মাইয়ে রূপসীর এ বিয়েতে অমত হয়ে গ্যালো। রাজা এহোন কি আর অরবে ? রাইত দিন ভর খালি চিন্তা করে। চিন্তা অরতি অরতি

১। তাদের ২। কুঁজ।

নাওয়া খাওয়া এ্যাকবারে ছাইড়ে দেলো। চোহি অন্ধকার দ্যাকতি নাগ্‌লো।

রাজার ছেলো এ্যাক উজির। উজিরের ছেলো এ্যাক ছেইলে। রাজার মাইয়ে সেই ছেইলের সাতে বিয়ে বস্‌ফে এ কথাডা তাগো বিতার গোপনে গোপনে কথা বার্ত্তারা হইয়েছিল। উজিরের ছেইলে রাজারে বাধ্য অরবার অনেক রকম ফিকির ফাকার কইরেও কোন ফল পালো না। শ্যাষ ম্যাশ রাজারে মাইরে ফ্যালবার কৌশল অরতি নাগ্‌লো। কি কইরে রাজারে মারা যায়? তার ফন্দি বার অরতি রলো।

অবশেষে উজিরের ছেইলের মাথায় একটা ফন্দি জুটলো। রাজার নাপিত দিয়ে রাজার মারার জন্যি টাকা দিয়ে তারে বশ কইরে ফ্যাললো। কথা থাকলো কামাবার সময় রাজার গলায় ক্ষুর বসায়ে দিবে। রাজার নাপিত ফিদিন কামাবার আসে রাজারে। আজও ঠিক সেই মোতন আয়ছে রাজারে কামাতি।

রাজা আগের নাগাল নাপিতের সামনে আইসে বইছে খেউরী অরতি। সারাটা মুক কামায়ে নাপিত যহন অলকোমের নীচায় কামাতি আয়ছে য়্যামুন সোময় রাজার চোক পড়ছে ওই দরজায় লাগ্‌নু কাগজের উপর। ওই কাগ্‌জে কি ন্যাকি রইছে রাজা তাই পড়তিছিল এ্যাকটু জোরে।

আংখীর মাদ্যি পংখীর বাসা
জল দিয়াছে শালে
ঘষও মাজও খুড়া
চাল পেরমান দুই চুড়া
কিবা ঘ॥ ঘষো তুমি
তার বিবরণ জানি আমি।

রাজার পড়ার সাতে সাতে নাপিত ব্যাটার অন্তর আত্মা এ্যাহেবারে শুহায়ে গ্যালো। সে মনে অরলো রাজা সব জাইনে ফ্যাল্‌ছেন। এ্যাহোন আর তার বাঁচার উপায় নাই। সে থরথরাইয়ে কাঁপা শুরু কইরে দেলো।

রাজা তারে ধমুক দিয়ে কতি নাগ্‌লো: আরে ব্যাটা তুই কাঁপিস ক্যা। সব কথা খুইলে ক, নইলে তোর ধড়ে আর মাথা রাখফো না। রাজার মুহির ধমুক খাইয়ে নাপিত বেটা আরো বেশী কইরে কাফ্‌ড়ে গ্যালো।

সে দুই আত জোড় কইরে কোত্তি নাগ্‌লো : রাজামশাই ভয়ে কবো না নির্ভয়ে কবো। আমার কোন দোষ না। ওই উজিরের ছেইলের দোষ।

রাজা নাপিতেরে সেই সময় কারাগারে বন্দী কইরে রাইহ্যা দেলো। পরদিন বেয়ানে রাজা তার উজিরের ছেইলেরে ডাকলেন। সংগে সংগে নাপিতরেও রাজার রাজদরবারে আনালেন। এ্যাগো দুই জনের কাছে সব বিষয় বিতান্ত জাইনে রাজা জল্লাদরে হাওলা করে দেলেন।

এই শিলুকের জন্য রাজার নিজের পেরান রক্ষা পাইছে। এর জন্যি শিলুক রচায়তারে খোঁজ অরতি বললো।

খোঁজ খবর কইরে রাজা বাওন ও বাওনীরে রাজদরবারে ডাইকে পাঠালেন। রাজার হুকুম পাইয়ে বাওন ও বাওনীরে তার রাজ্যতার অর্ধেক দিয়ে খুশী করে বিদায় দিলেন।

সার-সংক্ষেপ

হোসেন ও মোছেন দুই বন্ধু। মোছেন বিয়ে করেছে। মোছেনের বউ-এর সঙ্গে হোসেনের প্রেম। মোছেনকে পৃথিবী থেকে না সরাতে পারলে তাদের শান্তি নেই। একদিন যুক্তি করে মোছনের বউ মোছেনকে বিষ মিশানো ছাতু সঙ্গে দিয়ে মাছ মারতে পাঠালো। ছাতুর পোটলা রেখে মোছেন মাছ মারতে নেমেছে।

এদিকে সাতজন চোর সেখানে এসে দেখে ছাতুর এক পোটলা। পোটলা থেকে ছাতু খেয়ে তারা সাতজনই মারা গেল। মোছেন ছাতু খেতে এসে দেখে, সাতটি মৃতদেহ এবং তাদের পাশে অনেক সোনাদানা পড়ে আছে। মোছেন মৃতদেহের মুখে ছাতু দেখে সব বুঝতে পারলো এবং সব সোনা দানা নিয়ে বাড়ী মুখে রওনা দিল।

সে যখন বাড়ীতে ফিরলো তখন হোসেন আর মোছেনের স্ত্রী ঘরের মধ্যে প্রেম লীলায় মত্ত। ঘরের পাশেই ছিল এঁড়ে গরু। মোছেনের সাড়া পেয়ে হোসেন জানালা দিয়ে পালাতে গিয়ে গরুর শিংয়ে বিদ্ধ হয়ে মারা গেল। তখন গ্রামের লোকজন মোছেনকে বন্দী করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা মোছেনের নিকট সব ঘটনা শুনে তাকে বেকসুর খালাস দিল।

কাহিনী শুরু

বিদি[১] যার সখা থাকে
    পইড়া পায় সোনা।
তুই দিছিলি ছাতু কুইটা
    মরলো সাতজনা।
পথের তীর ছুইটা
    মরলো বনের বাঘ
পালের ষাড়ে মারলো হোছেন
    মোছ্‌লো মনের রাগ।

১। বিধি।

হোছেন আর মোছেন এরা দুই বন্ধু। কেউরে ছাইড়ে কেউ কোনহানে থাহে না। মোছেন বিয়া অরছে। মোছেনের বউ খুব সুরাতি।[১] যে তারে দেহে সেই বিয়া অরতি চায়।

মোছেনের চেহারা তত বেশী বালো না। তাই মোছেনের বউ তারে ভাল চোক্‌খে দ্যাহেনা। মোছেন বাড়ী আয়লি এ্যান এ্যান ছ্যান ছ্যান অরতি থাহে। তার সাতে বালো বাবে দুইডা কতা বার্ত্তা কয় না।

হোছেন মোছেনের চাইয়া অনেক বালা দেক্‌তি। মোছেনের বউর নজর পড়লো হোছেনের দিক। আস্তে আস্তে হোছেনের সাতে তার ভাব অইয়া পড়লো। হোছেনের মনও তার প্রতি গ্যালো। ভাব অলি কি, মোছেনের ভয়ে সাম্‌না সামনী কোন কিছু অরতি পারে না।

এ্যাকদিন হোছেন মোছেনের বউরে বল্লো ঃ আমরা এই রহমভাবে আর কতদিন থাকফো। এ্যাকটা কাজ করা যাক। মোছেনের মাইরা ফেলানু দরকার। তারে মারতি পারলি তুমারে বিয়া অইরা আমরা বেশ সুহে থাকফো। মোছেনের বউ কয় ঃ সে তো বালা কতা. তয় কি রহম বাবে তারে মারা যায়। হোছেন কয় ঃ আরে, সেডা তুমার বাবতি অবেনা। আমি সেডা তুমারে বাতাইয়া দিবো। আজকা তুমি মোছেনেরে কইবা, অমুক বিলের ত্যা নলা মাছ মাইরা আন্‌তি। আমি সেই মাছের মুড়া খাবো। মোছেন যহন বিলি মাছ ধরতি যাবি তহন তারে তুমি কিছু ছাতু কুইটা দিবা। আর সেই ছাতুর সাতে বিষ মিশাইয়া দিবা। মাছ ধইরা আসার পথে খিদা নাগ্‌লে ছাতু যেই খাবে সেই মইরা যাবে। তয়লি আমাগো আর এ্যাঠা ব্যাঠা থাকফে না। তুমারে বিয়া অইরা আমরা বেশ হাসি তামাশা অরবো।

এ্যাকদিন মোছেন তার বউরে কলো ঃ কাইল আমি বিলি মাছ মারতি যাবো, আমার নাইগ্যা কিছু খাবার জুগাড় কইরা থুবা। মাছ মাইরা আসার পথে আমি তাই খাইয়া নেবো।

মোছেনের বউ মনে মনে বাবলো, এই তার সুযোগ। সে চালদ্যা কিছু ছাতু কুইটা বিষ মাহাইয়া এ্যাকহান ছেড়া ত্যানায় বাইন্দা থুলো দেবার জনি্য।

১। সুন্দরী।

পরদিন খুব বেয়ানে মোছেন নাস্তা পানি কিছু খাইয়া নেলো, যাবে যে সেই বিলি মাছ ধরতি। যাবার সোমা তারে দেলো সেই বিষ মিশাইনা ছাতু। মোছেন ইয়ার কোন কিছু জানে না। সে হন হন কইরা চললো বিলির দিগা। যাতি যাতি সে বিলির কাছে যাইয়া পড়লো। ছাতু বান্দা ত্যানার টোপ্‌লা এ্যাকটা গুটার উপর সাইরা থুইয়া[১] আরম্ভ অরলো মাছ ধরতি।

মাছ ধরতি ধরতি বেইল এ্যাহেবারে ফুরাইয়া গ্যাছে। ক্ষিদাও নাগছে তার। আস্তে আস্তে আসতি আস্‌তি সে ওই ছাতু বান্দা ত্যানার টোপ্‌লার কাছে আলো। আইসা দ্যাহে কি, সাতজন মানুষ মইরা রইছে। এই না দেইহ্যা মোছেনের আক্কেল গুড়ুম হয় গ্যালো। সে যে কি অরবে বাইবা কোন থল কুল পায় না।

শ্যাষ ম্যাষ এ্যাকুট চাইয়া দ্যাহে কি, কত সোনা ওই মরা মানষির কাছে পইড়া রইছে।

এগুনান দেইহা মনে অরলো, আচ্ছা, এ্যাগো মইরা যাওয়ার কারণডা কি, আমি তহেত কইর‍্যা[২] দেহি। দ্যাহে কি, ওগো মুহি ছাতু জড়াইয়া রইছে। মানুষগুলোর মুহি ছাতু জড়ইনা দেইহ্যা মনে অরলো, এতো আর কিছু না। আমার বউ আমারে মারবার জন্নি ছাতুর সাতে বিষ মিশাইয়া দেছে। সাত চোরা চুরি কইরা যাবার সময় এই ছাতু পাইয়া খাইছে। আর খাওয়ার সাতে সাতে মইরা পড়ছে। এ অলো খোদার লীলা। তাই সে মনে মনে কতি নাগ্‌লো ঃ

বিদি যার সখা থাকে
  পইড়া পায় সোনা
তুই দিছিলি ছাতু কুইটা
  মরলো সাত জনা।

এই কতি কতি আর কিছুদূর আগুইয়া আইসা দ্যাহে কি, এ্যাকটা বাঘ মইরা রইছে। কোন শিকারী শেয়ানে নাই। অথচ বাঘের বুহি এ্যাক তীর বিংগ্যা[৩] রইছে। ইয়ার কারণ কি দেক্‌তি নাগ্‌ল। এ্যাকটা খালী গুরাল বাঁশ পইড়া রইছে। এই দেইহা সে মনে করলো এই গুরাল বাঁশটা পাইতা রাকছেলো তারে মারবার নাইগ্যা। বাঘ ওহানদ্যা যাওয়ার সময় তীর দুইডা বুহি নাইগা মইরা রইছে।

১। রেখে ২। খুঁজে ৩। বিদ্ধ হয়ে।

এই রহম কাণ্ড দেইহা মোছেন মনে মনে ক'বার নাগ্ল আর আউ্তি থাক্লো ঃ

বিদি যার সখা থাকে
পইড়া পায় সোনা
তুই দিছিলি ছাতু কুইটা
মরলো সাতজনা।
পথের তীর ছুইটা
মরলো বনের বাঘ।

বাড়ী আস্তি মোছেনের অনেক রাইত অইয়া গ্যাছে। এদিক হোসেন আর মোছেনের বউ ঘরের বিতার বেশ আরামে গল্প অরতিছে পাছে তাগো কোন ঝনঝাট নাই মনে কইরা।

মোছেন বাড়ী আইসা ঘরের কেওয়াড়ে[1] মারছে জোরে ধাক্কা আর কইয়া উঠ্ছে ঃ কেডারে? হোসেন মনে করছে, তার আর রক্ষা নাই। মরণ তার এইবার। ঘরের কাছে ছেলো এ্যাকটা আইড়া গরু। তার শিং ছেলো ভারী চুচালু। হোসেন তা জানে না। ঘরের বেড়া গোড়া ভাইঙ্গা চুইরা লাফ্দ্যা পড়বি তো পড় আইডার শিংয়ের উপর যাইয়্যা পড়ছে। পড়ার সাতে সাতে হোসেনের প্যাটে শিং ছুইয়া মইরা রইছে। এই না কাণ্ডু দেইহা মোছেন বলতি নাগ্লো ঃ

বিদি যার সখা থাকে
পইড়া পায় সোনা
তুই দিছিলি ছাতু কুইটা
মরলো সাতজনা।
পথের তীর ছুইটা
মরলো বনের বাঘ।
পালের ষাড়ে মারলো হোছেন
ঘোছলো মনের রাগ।

এদিক গাঁয়ের বিতার সাড়া পড়েছে, হোছেনরে মাইরা ফ্যালছে। কেউ কোন পাত্তা অরতি পারে না কেডা তারে মারছে।

পরে মোছনরে ধইরা ওই দ্যাশের বাদশার মজলিসে হাজির করলো। বাদশা মোছেনরে বাত্তা নলো ঃ কিরে বেডা তুই এর কি জানিস্?

১। কপাটে।

মোছেন বললো ঃ

বিদি যার সখা থাকে
পইড়া পায় সোনা।
তুই দিছিলি ছাতু কুইটা
মরলো সাতজানা।
পথের তীর ছুইটা
মরলো বনের বাঘ ।
পানের ষাড়ে মারলো হোছেন
ঘোছলো মনের রাগ ।

বাদশা শিলুকীর ভেদ জানিয়া মোছেনের খালাস দেলো।

পরিশিষ্ট

যাঁদের নিকট থেকে এই কিস্‌সাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের ঠিকানা ঃ

	নাম	জেলা	ঠিকানা
১।	মোঃ মানিকুল্লা	রংপুর	গ্রাম—হলদিরজরা পোঃ—নলভাঙ্গা জেলা—রংপুর।
২।	বন্দে আলী পীদাল	,,	গ্রাম—বজরাহাট পোঃ— ঐ জেলা—রংপুর।
৩।	মোঃ তাবিল হক ব্যাপারী	,,	গ্রাম—পরান পোঃ—শোভাগঞ্জ জেলা—রংপুর।
৪।	মোঃ হাবিবর রহমান সরকার	,,	গ্রাম—বইলমারী পোঃ—পূর্ণনগর জেলা—রংপুর।
৫।	মোঃ আকতারুদ্দিন	,,	গ্রাম—দারোয়ানী পোঃ— ঐ জেলা—রংপুর।
৬।	আব্দুল আজিজ	ঢাকা	সাং—বড়ইতলী পোঃ—কালিয়াকৈর জেলা—ঢাকা।
৭।	ফৈজুদ্দিন মিঞা	,,	সাং—বনবাড়ী পোঃ—টুপেরবাড়ী জেলা—ঢাকা।
৮।	ওয়াহেদ বক্স পাঠান	,,	সাং—বুরদা (ভাওয়াল) পোঃ—জয়দেবপুর জেলা—ঢাকা।

৯।	মোমেনা খাতুন	ময়মনসিংহ	গ্রাম—চরবগাদিয়া পোঃ—মরিয়া থানা—কিশোরগঞ্জ মহকুমা— ঐ জেলা—ময়মনসিংহ।
১০।	খুরশীদ উদ্দীন	”	গ্রাম—কীরাটন পোঃ—করিমগঞ্জ থানা— ঐ মহকুমা—কিশোরগঞ্জ জেলা—ময়মনসিংহ।
১১।	বাদশা মিঞা	”	গ্রাম—সাঁতারপুর পোঃ—জঙ্গলবাড়ী থানা—করিমগঞ্জ মহকুমা—কিশোরগঞ্জ জেলা—ময়মনসিংহ।
১২।	শ্রীরাম বিহারী মণ্ডল	ফরিদপুর	গ্রাম—কাজুলিয়া পোঃ— ঐ থানা—গোপালগঞ্জ মহকুমা ঐ জেলা—ফরিদপুর।
১৩।	শ্রী মহেন্দ্র নাথ ঢালী	”	গ্রাম—বেদগ্রাম পোঃ— ঐ থানা—গোপালগঞ্জ মহকুমা— ঐ জেলা—ফরিদপুর।
১৪।	মন্তাজ মিঞা	কুমিল্লা	সাং—উত্তরগ্রাম পোঃ—সংকুচাইলবাজা থানা—বুড়িচং মহকুমা—কুমিল্লা জেলা— ঐ